টাওয়ার অব লণ্ডন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

স্বর্গগত

কনিষ্ঠ ভ্রাতা

শচীন্দ্রনাথ ঘোষের

অতৃপ্ত আত্মার

উদ্দেশ্যে ।

ভূমিকা

বাংলা-ভাষার সবচেয়ে বড় গর্ব্ব হ'ল যে, সেই ভাষায় "রবীন্দ্রনাথ" লিখেছেন। কিন্তু তবুও তাতে ভাষার রাজ-ভাণ্ডারে অনেক জায়গা এখনো খালি প'ড়ে আছে। এই খালি জায়গাটা না যতক্ষণ ভরাট হয়ে ওঠে, ততক্ষণ সত্যি সত্যি কোন ভাষাই আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। তাই আমাদের বাংলা-ভাষা আজও আত্মনির্ভরশীল নয়। এখনো হাজার জিনিসের জন্তে তাকে প্রতিবেশীর ভাষার রাজ-ভাণ্ডারের দ্বারে হাত পেতে থাকতে হয়। এ দৈন্ত ঘোচাতে পারে, একমাত্র অনুবাদ-সাহিত্য। অথচ আমাদের দেশে সাহিত্যের সেবা ক'রে যাঁরা খ্যাতনামা হয়েছেন, দু'চার জন ছাড়া আর কেউই সেদিকে নজর দেননি। সেদিক দিয়ে যদি লক্ষ্য করি, তা'হলে একটু অন্বেষণ করলেই আমরা দেখতে পাব, ইংরেজী-ভাষা যে আজ জগতে এতখানি প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, তার মূলে রয়েছে এই অনুবাদ-সাহিত্য। য়ুরোপের যে কোন ভাষায় আজ একখানা ভালো বই প্রকাশিত হ'ল, কালই তা' ইংরেজী-ভাষায় পড়তে পাওয়া যাবে। এইভাবে ইংরেজী গল্প-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সহিত্যে আজ যদি প্রত্যেক সাহিত্যিক কিছু কিছু এই দিকে কাজ ক'রে যান, তা'হলে বাংলার গল্প-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য আরো বেড়ে যাবে, সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সে আরো। অবিলম্বে না হলেও দু'এক যুগের মধ্যে আমাদের ভাষাও আত্মনির্ভরতার গৌরবে গৌরবান্বিত হবে।

অনুবাদকের কাজে স্রষ্টার জয়মাল্য পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু যাঁরা তবুও এই পথে অগ্রসর হন, তাঁরা প্রকৃতই তাঁদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধি-শালিনী ক'রে তোলেন এবং মহৎ উপকার সাধন করেন সেই সাহিত্যের। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এইভাবেই তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের আদর্শকে

গ্রহণ করেছেন। ইংরেজী-ভাষার এবং ওই ভাষায় অনূদিত বিখ্যাত নভেলগুলিকে একে একে তিনি বাংলা-ভাষার ভাণ্ডারে এনে ফেলছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবিবাবুর আগমন খুব বেশী দিন নয়,—মাত্র চার কি পাঁচ বছর হয়তো হবে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লেখা ছাড়া তিনি আরো দু'খানি জগৎ-বিখ্যাত বই, "কুয়োভেডিস" এবং "দি ম্যান ইন্ দি আয়রন্ মাস্ক" বাংলা-ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বইগুলিকে লিখেছেন তিনি কিশোরদের উপযোগী ক'রে। অথচ বই ক'খানাই ইংরেজী-ভাষার নামকরা রোমান্স্। তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, ইংরেজী-ভাষার অমন নামকরা রোমান্সের বইগুলিকে তিনি বাংলা-ভাষাতেও তার কাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিশেষ ক'রে ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেবার মতো ক'রে তুলেছেন তাঁর নিপুণ হস্তে। তা'ছাড়া, পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্যও তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর অনূদিত বইগুলি পড়তে বসলে একটুও ক্লান্তি আসে না,—বরং ভাষার সাবলীল গতি শেষ পর্য্যন্ত অক্লেশে টেনে নিয়ে যায়। এইখানে অনুবাদের পরম সার্থকতা। আশা করি, তাঁর আগেকার দু'খানা বই বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা ছেলে-মেয়েরা যত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, এখানিও তেমনি আগ্রহের সঙ্গেই তারা গ্রহণ করবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা

বলবার মত বিশেষ কিছু নেই। তবে, দু'একটা যা' আছে, তা' অতি অল্প কথায় আমি বলব। কারণ, পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলেছে এ-কথা তোমরা সকলেই জান। তাই সব জিনিসেরই ব্যয় সংক্ষেপ করতে সরকার আমাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য ভারতবর্ষের যদিও কোথাও যুদ্ধ নেই, তবুও কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর মহামারী দেখা দিয়েছে এইখানেই। বিশেষ ক'রে বাঙলার আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠেছিল একমুঠো অন্নাভাবে মুমূর্ষুদের কাতর আর্ত্তনাদে। ঠিক এর মাস দু'এক মাত্র আগে এই বইখানা আমি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু বিষাক্ত ও মর্ম্মন্তুদ সেই আবহাওয়ায় প'ড়ে মাঝামাঝির বেশী আর একটুও এগোল না। তার পর আবার সুরু হয়ে যে গতিতে এসে বইখানা শেষ হয়েছে, তার জন্য আমি সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ গুপ্ত মহাশয়কে এবং বঙ্গ-বিশ্রুত পুস্তক-বিক্রেতা আশুতোষ লাইব্রেরির অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিশরণ ধর মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁদের কাছ থেকে তাগিদের পর তাগিদ না পেলে হয়তো আরো কতদিন, কত মাস চ'লে যেত, কিন্তু বইটা আমার শেষ হ'ত না কিংবা কবে হ'ত তা' কে জানে!

বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা পৃথিবী-জোড়া নাম করেছেন, উইলিয়ম্ হ্যারিসন এইন্সওয়ার্থ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৮০৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং মারা যান ১৮৮২ সালের ৩রা জানুয়ারী। এইন্সওয়ার্থের পিতা ম্যানচেষ্টারের একজন খ্যাতনামা সমৃদ্ধিশালী সলিসিটার ছিলেন। স্বভাবতই তিনি আশা করেছিলেন তাঁর পুত্রও উত্তরাধিকার-সূত্রে এই ব্যবসাই গ্রহণ করবে। কিন্তু ভগবানের এই অতিথিশালায় দু'দিনের

জন্ম এসে মানুষ এমন কত আশাই করে, আকাঙ্ক্ষারও তার সীমা থাকে না ; অথচ ফলবতী হয় ক'টা ? তাই এইন্সওয়ার্থের পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছাও পূর্ণ হ'ল না। কারণ, ছেলেবেলা থেকে দেখা গেল, এইন্সওয়ার্থের লিখবার দিকেই খুব ঝোঁক। সুতরাং ওই বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যিক-জীবন আরম্ভ হয় ব'লে ধরা যেতে পারে। বিত্তশালী পিতার পুত্র, তাই আর পাঁচজনের মতো জীবন-যুদ্ধে কখনো তাঁকে বিব্রত হতে হয়নি। স্বচ্ছন্দে, নিশ্চিন্তমনে তিনি বাণীর সাধনা করতে পেরেছিলেন। প্রথম জীবনে এইন্সওয়ার্থ একটা ছদ্মনামে লিখতেন। নামটা হচ্ছে, সেভিওট্ টিক্‌বার্ণ। ওই নামে তাঁর "ওয়ার্কস অব সেভিওট্ টিক্‌বার্ণ, ডিসেম্বর টেলস্" প্রভৃতি বই ১৮২২ এবং ১৮২৩ সালে যখন বেরোয়, তরুণ এই লেখকের বয়স হবে তখন মাত্র সতের বছর। এইভাবে কয়েক বছর লিখবার পর ১৮৩৪ সালে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "রুক উড্" প্রকাশিত হ'ল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাঠক-সমাজে তিনি অতি প্রিয় শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে আর একজন ব'লে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

এরপর ১৮৩৭ সালে তাঁর "ক্রীক্‌টন" পুস্তক এবং ১৮৩৯ সালে "জ্যাক্ সেপার্ড" প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অজস্র প্রশংসা পেলেন আর জন-প্রিয়তা তাঁর আরো বেড়ে গেল। "টাওয়ার অব লণ্ডন" বেরোয় ১৮৪০ সালে, আর ১৮৪১ সালে ছাপা হয় "গাই ফক্" এবং "ওল্ড সেণ্ট পলস্"। এছাড়া, পরে আরো বহু পুস্তকই তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যে ক'খানি বই খুব ভাল ব'লে নাম করেছে, তার মধ্যে "টাওয়ার অব লণ্ডন" একখানি সুবিখ্যাত বই।

প্রথিতযশা এই ইংরেজ সাহিত্যিকের ঘটনাবহুল বিরাট গ্রন্থখানির হুবহু অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ, বাধা আছে তাতে নানা রকমের। প্রথমতঃ বইএর আকার এত বড় হয়ে পড়ে যে, এ-দেশে তা' ছাপানো একটা সুকঠিন ব্যাপার। তা' ছাড়া, সুকোমলমতি ছেলে-

মেয়েদের হাতে নিঃসঙ্কোচে তুলে দেওয়ার মত করতে গিয়েও কতগুলো জায়গা বাদ দিতে হয়েছে। অবশ্য মূল গল্পের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এই ভাবানুবাদ করেছি। কতটা কৃতকার্য্য হয়েছি, তা' নির্ভর করছে আমার পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনেদের ওপরে। আমার এটা প'ড়ে যদি সত্য-সত্যই তারা যখন বড় হয়ে উঠবে, তখন সেই মূল গ্রন্থখানি পড়বার জন্য তাদের কচি মনে আজ আগ্রহ জেগে ওঠে, তবেই আমার শ্রমকে সার্থক ব'লে মনে করব।

এই পুস্তক রচনায় যাঁরা আমাকে নানা রকমে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে কবি কৃষ্ণকুমার দত্ত ও সাহিত্যিক-বন্ধু ঋষব দাস তাঁদের অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে গল্পটির কোন্ কোন্ অংশ সংক্ষেপ করলে, মূল কাহিনী অক্ষুণ্ণ থাকবে, সেই সম্পর্কে আলোচনা ক'রে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কোন এক গভর্ণমেণ্ট ষ্টোর্সের অন্যতম সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ কর উপকার করেছেন তাঁর সুন্দর হস্তলিপিতে এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ক'রে দিয়ে। তা' ছাড়া, গোটা বইএর ভেতরকার ছবি ও প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সর্ব্বোপরি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও অনুবাদ-সাহিত্যে খ্যাতনামা অনুবাদক এবং নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা-কেন্দ্রের সুবিখ্যাত গল্পদাদু শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। শ্রদ্ধেয় নৃপেনদা এবং উপরোক্ত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা আমার প্রতি যে অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য এঁদের সকলের কাছেই আমি আজ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং স্বীকার করছি তাঁদের অপরিশোধনীয় ঋণ। ইতি—

২০শে ভাদ্র, ১৩৫২ সাল
বাঘুটীয়া, যশোহর।

বিনীত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

—এক—
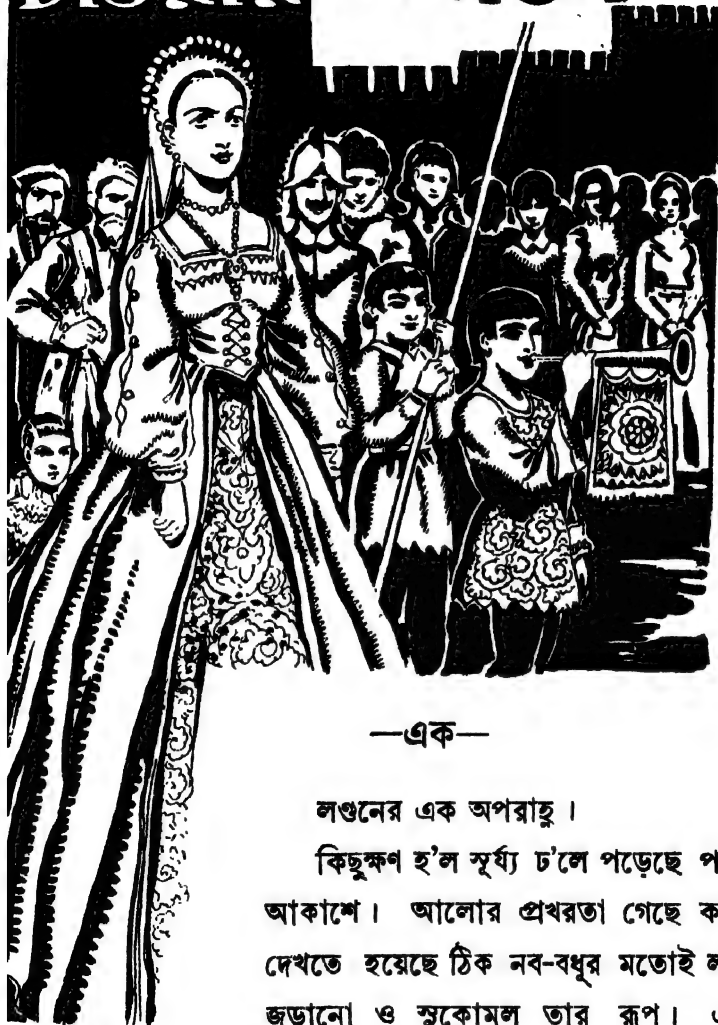
লণ্ডনের এক অপরাহ্ণ।

কিছুক্ষণ হ'ল সূর্য্য ঢ'লে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। আলোর প্রখরতা গেছে ক'মে। দেখতে হয়েছে ঠিক নব-বধূর মতোই লজ্জা-জড়ানো ও সুকোমল তার রূপ। এমনি সময় দেখা গেল—বন্যার মতো চারদিক থেকে একটা বিপুল জনতার

স্রোত এগিয়ে আসছে; তাতে বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ অসংখ্য নর-নারী। তাদের মাথার হাজার হাজার টুপিকে দেখাচ্ছে, যেন সাদা-কালো পোষাকের অতলস্ত জলের ওপরে ভেসে আছে এক একটি ফুটন্ত শালুক ফুল!

কিসের এত ভীড়?

সেই কথাই তোমাদের ধীরে ধীরে বলব, মন দিয়ে সব শোন।

চারদিক থেকে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জ্জে উঠল কামানগুলো।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল,—সেখানকার বিরাট প্রাসাদশ্রেণীর অগণিত সোপানগুলো মুখরিত হয়ে উঠেছে রণবাদ্যে, সৈনিকের সজ্জায়, তরবারি আর সঙ্গীনের উজ্জ্বল ঝল্‌কানিতে। কণ্ঠে তাদের ধ্বনিত হচ্ছে—

"জয়, সম্রাজ্ঞী জেনের জয়! জয়, ব্রিটেনের জয়!!"

আবার কামানগর্জ্জন!

এর পরই সৈনিকেরা নিজেদের প্রাণ-উৎসর্গের যে শপথ করছে, তার সঙ্গে সমান কণ্ঠে সাড়া দিচ্ছে কামানগুলো তার গর্জ্জনধ্বনি দিয়ে।

আর এক ঝলক কালো ধোঁয়া আকাশে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল আবার গর্জ্জন। আবার ধ্বনিত হ'ল—

"জয়, সম্রাজ্ঞী জেনের জয়! জয়, ব্রিটেনের জয়!!"

কিন্তু প্রতিবারেই সৈন্যেরা যখন চীৎকার করছে, কামানগুলো দিচ্ছে সগর্ব্বে হুম্‌কি, তখনই জনতার মুখে নেমে আসছে একটা কালো অন্ধকার। কালো! হ্যাঁ, অমাবস্যার মতো নিকষ কালো অশুভ একটা অন্ধকার!

বুঝি ওই কামানগুলো কার মহাপাপকে জয়মাল্য পরিয়ে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, অন্যায্য দাবীকে করছে তারা সবলে ন্যায্য।

জনতা নিস্তব্ধ। একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ তারা। শুধু দেখছে, —মরার মতো, দুর্ব্বলের মতো, নিরুপায়ের মতো তারা চেয়ে চেয়ে দেখছে! তারা যেন অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু বোঝে, অনেক কিছু আন্দাজ করে; কিন্তু পারে না শুধু প্রকাশ করতে।

কেন পারে না?

ওই যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য, হাজার হাজার ধ্বংসমুখী কামান আর লক্ষ লক্ষ ক্ষুরধার তরবারি তাদের হাতে!

তবু মাঝে মাঝে জনতাকে জয়ধ্বনি দিতে হয়। কারণ, পাশ দিয়ে তাদের কখন যে যায় অশ্বারোহী কোন্ সৈনিক কিংবা সম্রাজ্ঞীর কোনো অনুচর! তা তো তারা জানে না। তাই মাঝে মাঝে ক্লান্ত অনিচ্ছুক জনতার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

"জয়, সম্রাজ্ঞী জেনের জয়। জয়, ব্রিটেনের জয়!!"

যাদের প্রাসাদ থেকে সৈন্যেরা দলে দলে বেরুচ্ছে, তাঁরা সব লর্ড আর ডিউক—ইংলণ্ডের বিখ্যাত কুখ্যাত জননায়কগণ।

তাঁরাও কি আজ এই জয়ধ্বনিকে অন্তর থেকে মেনে নিচ্ছেন?

—না।

জনতার মতোই তাঁদের মনেও এমনি কুণ্ঠা, এমনি অনিচ্ছা, এমনি অমঙ্গলের ঘন ছায়া!

জনতা চায় না সম্রাজ্ঞীকে, ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান জননায়কগণ চান না তাঁকে!

তবে কে চায় ?

সেই কথাই বলছি, শোন।

চায় তাঁর ভাগ্য !—যে দুর্ভাগ্যের তাড়নায় আরো কত নর-নারী ইংলণ্ডের সিংহাসনে এসেছিলেন এমনি বিজয় দম্ভে, এমনি আনন্দের সমারোহে ! সম্রাজ্ঞী জেনের হয়তো আজ তেমনি এক তাড়নায় ডাক পড়েছে অন্ধকার কারাগারে—ডাক পড়েছে তাঁর ফাঁসীর কাঠে !

অন্ধকার কারাগার আর ফাঁসীর কাঠ।

সম্রাজ্ঞীর সমস্ত দেহ শীতল ও শিথিল হয়ে আসে ! চোখের সামনে যেন তিনি স্পষ্ট ক'রে দেখতে পান—লণ্ডনের টাওয়ারের সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধযুক্ত কক্ষ ! সেখানে বন্দিনী তিনি ! তাঁর কানের কাছে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসে জনতার মুখরতা, ব্যাণ্ডের বাজনা আর সেই গগন-পবন-ভেদী জয়ধ্বনি। চোখ দুটো তাঁর ছোট হয়ে আসে আশঙ্কায়।

কারাগার !—অন্ধকার !—ভয়ঙ্কর সূচীভেদ্য অন্ধকার !!—উঃ !

সমস্ত দেহটা সম্রাজ্ঞীর কেঁপে ওঠে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে ! আজ তাঁর অভিষেক—না কারাবাসের পূর্ব্ব সূচনা !

বায়স্কোপের রূপালী পর্দায় যেমন একটার পর একটা ঘটনা এসে দাঁড়ায়, তেমনি ক'রে সম্রাজ্ঞীর মনে পড়ে আরো সব অতীত আত্মীয়দের কথা। কেমন ক'রে তাঁরা এই সিংহাসনের লোভে এসেছিলেন আর বরণ করেছিলেন মৃত্যু—ভয়ঙ্কর মৃত্যু ! যা ইংলণ্ডের রাজা-রাণীর পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য টাওয়ারের সেই ফাঁসীর মঞ্চ !

রাণীর হাত থেকে এবার রাজদণ্ড খ'সে পড়ে।

মনে হয়,—রাজ্যাভিষেকের এই শোভাযাত্রা যেন তাঁর প্রাণদণ্ডের শোভাযাত্রারই একটা ভগ্নাংশ।

তিনি শিউরে ওঠেন! কি হবে এই রাজ্য? এ সম্মানই বা কি হবে? শান্তিময় প্রাসাদই কি তাঁর ভালো ছিল না?

সুন্দর, সুকোমল মুখখানা রাণীর দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে ওঠে।

এত অল্প বয়স! রূপ, রস, গন্ধে ভরা এই পৃথিবীতে তাঁর জীবনের সবেমাত্র সুরু। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, পুঞ্জীভূত কত অতৃপ্ত বাসনা তাঁর। অথচ তাঁরই মাথার ওপর নেমে এল আজ ফাঁসীর নির্ম্মম আদেশ!

কিন্তু রাণীর সমস্ত চিন্তা ভেঙ্গে যায় এক মুহূর্ত্তে একটা দুঃস্বপ্নের মতো! হাতের শিথিল রাজদণ্ডটাকে তিনি চেপে ধরেন কোনো রকমে। দেখতে পান, যেন স্পষ্টই তিনি দেখতে পান—তাঁর শ্বশুর ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। কী তীব্র আর তীক্ষ্ণ সে দৃষ্টি! মনে হ'ল বুঝি সমস্ত চিন্তাই ধরা প'ড়ে গেছে তাঁর শ্বশুরের কাছে।

লজ্জায় রাণী জেন্ শিউরে উঠলেন। ছিঃ এত দুর্ব্বল তিনি! ইংলণ্ডের রাজদণ্ড তাঁর হাতে শোভা পায় না!

রাণী শক্তি সঞ্চয় করেন দেহে, মনে।

আবার গর্জ্জে ওঠে কামানগুলো, একসঙ্গেই গর্জ্জে ওঠে! বার বার এই ভয়ঙ্কর শব্দ ক'রে তারা সম্রাজ্ঞীকে জানাচ্ছে তাদের অপ্রতিহত শক্তির কথা।

সৈন্যেরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে, অভিবাদন করছে সমস্ত ইংলণ্ডের

সম্ভ্রান্ত-বংশীয়েরা, জনতা কোলাহল করছে। সামনে, পিছনে, চারদিকেই রাণী জেন্ দেখতে পেলেন,—যেন শক্তি আর বিশ্বাস তাঁকে পূজা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, প্রতীক্ষায় আছে তাঁকে সেবা করবার জন্য!

তবে, আশঙ্কা কিসের? চিন্তাই বা কিসের এত?

সেই কথাই ভেবে রাণী যেন ঈষৎ হাসেন। বেশ একটু আত্মগত হয়েই তিনি হাসেন।

এমনি সময় আবার কামানগর্জ্জন, আবার সেই জয়ধ্বনি!

সম্রাজ্ঞীর অভিষেক-শোভাযাত্রা এবার টেমস্ নদীর একটা ঘাটে এসে পৌঁছেছে।

শত শত তরণী রয়েছে সেখানে সজ্জিত। সোনার রঙে সেগুলো রাঙানো। তার ওপর আবার সূর্য্য-কিরণ এসে পড়েছে। হাজার হাজার পতাকা উড়ছে জলে, স্থলেও উড়ছে হাজার হাজার। সোনা ও জড়োয়ায় জড়ানো সেই তরণীতে রাণী চড়বেন আর চড়বে তাঁর প্রিয় সহচরীরা। সঙ্গে সৈন্য-সামন্তরাও সবাই যাবে। তাই নদীর ঘাটে আজ অতগুলো সাজানো তরণী রয়েছে।

সুন্দর নদী আর ততোধিক সুন্দর দেখাচ্ছে তার মধ্যের ঐ তরণীগুলো। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক সম্রাজ্ঞীর আবার হঠাৎ মনে পড়ল,—কোথায় যাচ্ছেন তিনি এই সোনার তরণীতে চেপে?

লণ্ডনের টাওয়ারে!

ভয়ে চম্‌কে উঠলেন রাণী। সমস্ত টাওয়ারটা যেন একটা মৃত্যুর মতো মূর্ত্তি নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে! কী ভয়ঙ্কর হয়েছে

তাকে দেখতে ! সমগ্র বাড়ীটা যেন হাসছে—প্রেতের মতন অর্থহীন, দুর্বোধ্য সে হাসি ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লোকে যেমন স্বপ্ন দেখে, রাণী জাগ্রত অবস্থাতেই তেমনি দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

বিপুলকায় একটা দৈত্যের মতো পাষাণের কালো ধোঁয়াটে বাড়ী ! উঁচু উঁচু চূড়াগুলো তার আকাশ স্পর্শ করছে। নীচে মাটির মধ্যে নেমে গেছে হাজার কক্ষ—অন্ধকার, পাতালপুরীর মতন ! তারই মধ্য দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সহস্র সহস্র পিচ্ছিল, অপ্রশস্ত পথ—ঠিক সাপের মতো কুটিল গতিতে।

এই বিরাট হাজার কক্ষওয়ালা বাড়ীতে রয়েছে পৃথক্ একটা রাজ-প্রাসাদ—যেখানে হয় রাজা-রাণীর অভিষেক। আবার ঠিক তার বিপরীত দিকেই রয়েছে কারাগার—যেখানে রাজা থেকে প্রজা পর্য্যন্ত সকলকেই নির্ম্মম শাস্তি, ভীষণতম যন্ত্রণা দেওয়া হয়। আর এই সব অত্যাচারের শেষ হয়, তাদের এক এক জনের মৃত্যুতে !

এই প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায় বসানো রয়েছে অগণিত কামান। চিরকাল তারা গর্জ্জন ক'রে আসছে, যখনই কোনো রাজা বা রাণীর হয়েছে অভিষেক ! আবার সেই রাজা বা রাণীরই যখন মৃত্যুর আদেশ হয়েছে ওই বন্দীশালার এক নির্জ্জন কক্ষে, তখনও ওরাই গর্জ্জন করেছে ! তারপর হয়েছে নূতন রাজা বা নূতন রাণী। গর্জ্জন করাটা ওদের পেশা। তাই রাণী জেনের মনে হ'ল, আজও ওরা গর্জ্জন করছে ! যেমন ক'রে শত শত বৎসর ধ'রে ওরা ক'রে এসেছে গর্জ্জন !

সম্রাজ্ঞী জেন্ ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে প'ড়ে গেল জীবনের সমস্ত ইতিহাসটা।

কোথায় কেমন ক'রে তাঁর বাল্যকাল কেটে গেল, কেটে গেল কৈশোর! কেমন ক'রে কৈশোর পেরিয়ে তিনি যৌবনে এসে পৌঁছলেন আর নব-বধূ রূপেই বা কোথায় এলেন তিনি! আবার আজই বা সম্রাজ্ঞীর বেশে কোথায় চলেছেন!

যখন জেন্ ছিলেন অতি ছোট, তখনো তিনি অনেকবার এই রাজ-প্রাসাদে এসেছেন। সেদিন তিনি কেন, অন্য কেউও ভাবতে পারেনি যে, ফুলের মতো সুন্দর এই ছোট্ট জেন্ই হবেন একদিন ইংলণ্ডের অধীশ্বরী।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন বহু জিনিসই ঘটে যা' আমরা কল্পনাও করতে পারিনে, অথচ সত্যিই তা হয়।

ইংলণ্ডের সম্রাট্ ছিলেন তখন ষষ্ঠ এডওয়ার্ড। ডিউক অব সাফোক্ বা সাফোকের ডিউক ছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি। তাঁরই কন্যা সম্রাজ্ঞী জেন্—অর্থাৎ ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের তিনি ভাগ্নী।

ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে, তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড। তিনি হচ্ছেন সম্রাট্ ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের বহুদূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড এই ডিউকের পরামর্শমতোই চলতেন। রাজ্যের সবাই তাঁকে ভয় করত সম্রাটের চেয়েও বেশী।

কিছুদিন পরের কথা।

হঠাৎ সম্রাট্ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই এলেন রাজ-পরিবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহ-চিকিৎসক। তা' ছাড়া ইংলণ্ডের

বিখ্যাত সব বড়-বড় চিকিৎসকেরাও এলেন। সুচিকিৎসা সুরু হ'ল। কিন্তু চিকিৎসায় বিশেষ সুফল দেখা গেল না। দু'দিন হয়তো সম্রাটের অসুখ একটু ভালো থাকে আবার তৃতীয় দিবসেই বেড়ে হয় দ্বিগুণ। এমনি ক'রে দিনের পর দিন শুয়ে শুয়ে সম্রাট্ ভুগতে লাগলেন।

রাজকন্যা মেরী ও এলিজাবেথ তখন ইংলণ্ডের আর এক প্রান্তে রয়েছেন।

এই সময়ে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড চাইলেন ইংলণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা হতে। দূর-সম্পর্কে সম্রাটের তিনি আত্মীয়। অতএব ইংলণ্ডের সিংহাসন পাবার সম্ভাবনা তাঁর কোনো রকমেই নেই। এ-কথা ডিউক জানতেন। কিন্তু ওই সিংহাসনের লোভ ছিল তাঁর অসামান্য। কিছুতেই তা' সামলাতে পারছেন না তিনি। পাছে সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসন আর রাজদণ্ড চ'লে যায় অন্য কারো হাতে, তাই আগে থেকেই নিজের পুত্র লর্ড গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লির সঙ্গে দিয়েছিলেন তিনি জেনের বিয়ে। তা' ছাড়া, সম্রাটের মৃত্যুর আগেই সুচতুর এই ডিউক করলেন কি, সম্রাট্‌কে পরামর্শ দিয়ে জেন্‌কেই ইংলণ্ডের ভাবী সম্রাজ্ঞী নিরূপিত করিয়ে নিলেন। অথচ সত্যিকারের ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন রাজকন্যা মেরী আর এলিজাবেথ। এঁরা হলেন সম্রাটের ভগ্নী।

প্রায় মাসখানেক চ'লে গেছে। হঠাৎ সম্রাট্ ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের হ'ল মৃত্যু। রাজকন্যা মেরী ও এলিজাবেথ তখনো নিজেদের প্রাসাদে ফিরে আসেননি। অবশ্য সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ সেখানে যথাসময়েই গিয়ে পৌঁছল। তবে, ভাইএর সঙ্গে আর তাঁদের শেষ দেখাও হ'ল না।

মেরী ও এলিজাবেথ ভাইএর মৃত্যু-সংবাদ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদও পেলেন যে, ভাই তাঁদের ন্যায্য পাওনা সাম্রাজ্য দিয়ে গেছেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের পুত্রবধূ জেন্ ডাড্‌লিকে। আর ভগ্নী মেরী এবং এলিজাবেথের জন্য রেখে গেছেন শুধু শুভইচ্ছা আর মাসহারা।

ভাইএর শোকে মেরী ও এলিজাবেথের কিন্তু কাঁদবার অবসর একটুও জুটল না।

কেন?

আশ্চর্য্য হবার এতে কিছুই নেই। ধনী বড়লোক যাঁরা তাঁদের এমন হয়। কর্ত্তা জমিদার ম'রে যাবার পর, সেই জমিদারী আর নামের লোভে তাঁর উত্তরাধিকারী যারা থাকে তারা ভুলে যায় তাদের মৃত আত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহ-ভালোবাসার কথা। আমাদের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষেও অনেক ছোট-বড় রাজা, মহারাজা ও জমিদারদের ঘরে এমন ব্যাপার প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। আর ও তো একটা বিশাল সাম্রাজ্যের কথা!

সে-সব কথা এখন থাক। বড় হলে তোমরা কত ঘটনাই দেখবে, শুনতেও পাবে এমন অনেক ঘটনা।

হ্যাঁ, যে কথা তোমাদের বলছিলাম।—

জেন্ আজ ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী হতে চলেছেন। তাঁর ভাগ্য সহায়তা করেছে তাঁকে। কিন্তু রাজকন্যা মেরী আর এলিজাবেথ সরোষে ইংলণ্ডের দূতকে প্রশ্ন করলেন—"মন্ত্রি-সভা কি বললে?"

—"তারা সায় দিয়েছেন।"

—"সায় দিয়েছে! জেন্‌কে তারা সম্রাজ্ঞী ব'লে স্বীকার করেছে?"

—"সম্রাটের মৃত্যুকালীন ইচ্ছাই যে তাই ছিল রাজকন্যা!"

অভিবাদন ক'রে দূত স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রাজকন্যা মেরী তর্জ্জন ক'রে উঠলেন—"আর প্রজারা?"

—"তারাও। সম্রাটের শেষ ইচ্ছাকে তারা দেবতার আদেশ ব'লেই বিশ্বাস করে।"—মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলে দূত।

—"উত্তম!"

রাজকন্যা মেরী গম্ভীরভাবে ব'সে রইলেন। একটু বাদেই কি ভেবে আবার তিনি প্রশ্ন করলেন—"আর ফ্রান্সের দূত, তিনিও কি এই অভিষেককে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন?"

—"কার কথা বলছেন? মঁসিয়ে দ্য-নোয়ালে?"

—"হ্যাঁ।"

—"সম্রাট্ ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের শেষ অভিলাষ, মঁসিয়ে নোয়ালে মেনে না নেবার কি কোনো কারণ আছে, মাননীয়া রাজকন্যা?"

—"মনে তো হয় সেই রকমই।"

—"মাপ করবেন রাজকন্যা। এর বেশী আর কোনো খবরই আমার বলবার নেই।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে মেরী বললেন—"কিন্তু এই শেষ অভিলাষ কি সম্রাট্ ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের একার? না, এর পেছনে কোনো চক্রান্ত আছে?"

দূত নত হয়ে অভিবাদন ক'রে বললে—"বলেছি তো মাননীয়া

রাজকন্যা। আছে কি নেই, এর কোনো খবরই আমি বলতে পারব না।”

—“আমার বিশ্বাস হয় না। দূত তুমি, এসেছ ইংলণ্ডের রাজ-প্রাসাদ থেকে। আর···”

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ রাজকন্যা মেরী থেমে গেলেন।

—“ভুল বুঝছেন রাজকন্যা। আমার তো মনে হয় না যে, এমন কোনো সংবাদ আমি নিয়ে এসেছি, যাতে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যেতে পারে।”

মেরী এক মুহূর্ত্ত গম্ভীর থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—“তুমি না পেতে পার। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত্তেই আমি তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছি। কারণ ভাইটির সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলাম আমি আর ছিল আমার ছোট বোন এলি। এ-কথা নিশ্চয় সমগ্র ইংলণ্ডও জানে। তা' ছাড়া, এই বিশাল সাম্রাজ্যের একমাত্র ন্যায্য উত্তরাধিকারিণী যে আমি, সেও বুঝি আমারই কল্পনা মাত্র, নয়?”

—“না রাজকন্যা।”

—“উত্তম। তবে, সেই ন্যায্য সাম্রাজ্যের দাবী তাঁর মৃত্যুকালে আর একজনের করতলগত হ'ল কেমন ক'রে? কে সেই জেন্? আর সিংহাসনে তার অধিকারই বা কি?”

—“জানি না। এ সম্বন্ধে আমায় ক্ষমা করবেন রাজকন্যা।”

—“হুঁ! সম্রাট্ বেঁচে থাকলে আজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো তোমার মতোই তিনিও বলতেন—‘জানি না। আমায় ক্ষমা করো

দিদি মেরী, ক্ষমা করো দিদি এলি আমায়!' কিন্তু আমি জানতে চাই এর উত্তর কে জানে?"

—"এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার আমার নেই রাজকন্যা।"

—"অধিকার নেই, কিন্তু শক্তি আছে কি?"

—"তা হয়তো আছে।"

—"বেশ, উত্তর আমিই দিচ্ছি। এ চক্রান্ত করেছে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড। সে চায় এই সাম্রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা অধিকার পেতে। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ছিলেন তার হাতের পুতুল-বিশেষ আর এই জেন্‌ও হবে তেমনি। তাই কেউ যাকে চেনে না, কোনো অধিকারই যার নেই, সেই হয়ে বসেছে ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী! অথচ সত্যিকারের···থাক্ সে-কথা। কিন্তু ম'সিয়ে রেণার্ড কোথায়?"

—"ডন্ রেণার্ড? স্পেনের রাজ-দূত?"

—"হ্যাঁ।"

—"তিনিও রাজ্যাভিষেকের আসন্ন উৎসবে মগ্ন আছেন।"

—"কিন্তু······"

রাজকন্যা মেরী আর কিছু না ব'লেই দূতকে বিদায় দিলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই প্রতিহারী এসে সংবাদ দিলে—"একজন লর্ড এসেছেন। আপনার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান।"

—"উত্তম, নিয়ে এস।"

মুহূর্ত্তখানেক পরেই প্রতিহারী ফিরে এল একা।

সঙ্গে তার লর্ডকে না দেখে মেরী একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কই লর্ড কোথায়?"

নতজানু হয়ে প্রতিহারী অভিবাদন ক'রে বললে—"তাঁকে খবর দেবার আগেই দেখলাম, একজন পত্র-বাহক এসে ব'সে আছেন। ডন্ রেণার্ডের কাছ থেকে আসছেন তিনি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

—"বেশ, তাঁকেও নিয়ে এস।"

রাজকন্যার আদেশ মতো লর্ড ও পত্র-বাহককে প্রতিহারী নিয়ে এল। এরপর যথারীতি শেষ হ'ল তাঁদের অভিবাদন।

রাজকন্যা মেরী তখন উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় বললেন তিনি—"আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, পরামর্শ করতে চাই আমার আর ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।"

আগন্তুকেরাও উঠে দাঁড়ালেন, সানন্দে রাজী হলেন তাঁরা।

মেরী আগে আগে চললেন পরামর্শ-কক্ষে আলোচনা করতে, আর সঙ্গে চললেন তাঁর আগত লর্ড আর ডন্ রেণার্ডের পত্র-বাহক।

রাজকন্যা মেরী শুনেছিলেন, স্পেনের রাজ-দূত নাকি ইংলণ্ডের রাজ্যাভিষেকের উৎসবে একেবারে গা ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই তা নয়। তার প্রমাণ ডন্ রেণার্ডের পত্র আর এই পত্র-বাহক।

ডন্ রেণার্ড ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজসভায় এসেছিলেন স্পেনের রাজ-দূত হিসেবে। সেখানে পেয়েছিলেন তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি আর সম্মান। ইংলণ্ডের রাজনীতির অনেকটাই তাঁর মতামতের দ্বারা চলত। কারণ, স্পেন ছিল তখন খুবই শক্তিমান দেশ।

কিন্তু ডন্ রেণার্ডের সঙ্গে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের চিরকাল শত্রুতা ছিল, গরমিল ছিল মতের। তাই ওঁদের দু'জনের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল সাপের সঙ্গে নেউলের মতোই। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ভালোবাসতেন ডন্ রেণার্ডকে। অতএব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ডিউক তাঁকে বিশেষ কিছুই অপমান করতে পারেননি।

ষষ্ঠ এডওয়ার্ড আজ আর নেই। অথচ ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড হতে চলেছেন ইংলণ্ডের সর্ব্বেসর্ব্বা!

ডন্ রেণার্ড বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন।—কী করা যায়?

সমস্যা যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান হতে পারে মাত্র দুটি উপায়ে। হয় ইংলণ্ডের রাজসভায় এতদিনের মান প্রতিপত্তি সব ছেড়ে দিয়ে স্পেনে ফিরে যেতে হয়, নইলে চিরশত্রু ডিউকের কাছে করতে হয় আত্ম-বিক্রয়!

খুবই মুস্কিলে পড়লেন ডন্ রেণার্ড। স্পেনে ফিরে যাওয়া তাঁর সম্ভব নয়। অথচ চিরদিনের উন্নত শির আজ নতই বা করেন কেমন ক'রে? এমনি অনেক সব ভাবনা-চিন্তার পর তিনি স্থির করলেন, 'বিপদে ধৈর্য্য'।

ডন্ পেছনে হটবার লোক নন্। তিনিও চান তাই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে। এতে ইংলণ্ডের রাজ-মুকুট যদি একজনের মাথা থেকে আর একজনের মাথায় যায়, তাতে তাঁর ক্ষতি কি? অবশ্য তার ফলে নিজের বা স্পেনের আত্ম-সম্মান আর গৌরব যদি বজায় থাকে। ইএ ছিল ডন্ রেণার্ডের পণ।

সবাই যখন রাজ্যাভিষেকের উৎসবে মগ্ন ছিলেন ডন্ রেণার্ডও

ছিলেন সেই শোভাযাত্রার দলে ; তিনি দেখছিলেন, চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া। মুখে তাঁর মৃদু হাসি, কুটিল দৃষ্টি তাঁর চোখে, ঠোঁটের পাতলা ধারে কী শাণিত সব চিন্তা। তিনি লক্ষ্য করছিলেন ওদের। তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন, সৈন্যদের পদক্ষেপের গুরুত্ব আর জানতে চেয়েছিলেন জনতার মতামত।

চলতে চলতে ডন্ রেণার্ড হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। চুপিচুপি তিনি ডাকলেন—"ম ঁসিয়ে !"

ম ঁসিয়ে ভ্য-নোয়ালে ছিলেন অতি নিকটেই। সাড়া দিলেন তিনি—"হ্যাঁ, ম ঁসিয়ে।"

—"আজকের এই অভিষেকটা আমার তামাসা ব'লে মনে হচ্ছে।"

—"কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান ?"

—"না। জানব কেমন ক'রে ? আমি তো জ্যোতিষী নই ম ঁসিয়ে।"

—"আর জ্যোতিষীর প্রয়োজন নেই। আমি ব'লে দিচ্ছি, সাম্রাজ্যটা দেখছি জেনের হাতেই সোজা চ'লে গেল। আজ তার গোড়া-পত্তন।"

—"হুঁ, গোড়া-পত্তন হ'ল সত্য ; কিন্তু ম ঁসিয়ে, আর একটা কথাও ভেবে দেখতে হবে। এই গোড়া-পত্তনের নীচেই রয়েছে খাদ—কী ভীষণ সে খাদ ! একেবারে শূন্য ! আর সেই শূন্যের মধ্যে আগ্নেয় গিরির জ্বলন্ত আগুনও রয়েছে। ফেটে বেরুতে কতক্ষণ ?"

ম ঁসিয়ে রেণার্ড চুপিচুপি উত্তর দিলেন আর হাসলেন একটু উপেক্ষার হাসি।

—"কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না!"

—"কেন? আমি আপনার সাহায্য নিতে চাই, মঁসিয়ে! ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের কাছে আমাদের প্রতিপত্তি আর সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকা একেবারে অসম্ভব। অথচ এতদিনের প্রতিপত্তি আজ ছেড়ে যাওয়াটাও সম্ভবপর নয়। সম্ভবপর কেন, যুক্তিসঙ্গতও হবে না বোধ হয়। আমি শুনেছি, ডিউকের বিরুদ্ধে তলে তলে একটা ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠছে! ষড়যন্ত্রকারীরা চায় ডিউকের দ্বিখণ্ড শির! অবশ্য আপনার আর আমার সম্মিলিত সাহায্য যদি তারা পায়।"

—"কে তারা?"

মঁসিয়ে ড্য-নোয়ালের চোখে মুখে ফুটে উঠল উৎসাহ আর কৌতূহল।

—"আজ রাত্রেই তাদের সাক্ষাৎ পাবেন।"

—"কি নাম তাদের?"

—"শুনে লাভ নেই। ধরুন আমিই তাদের নেতা। তাই আমাদের দলের আর একজন নেতারূপে চাই আপনাকেও।"

—"স্বেচ্ছায়, সানন্দে! কিন্তু ডিউককে হত্যা করা যায় কী ক'রে?"

—"হাঃ, হাঃ, হাঃ! গুপ্ত-হত্যা নয়। বিচার ক'রে তাকে ফাঁসী দেওয়া হবে,—একজন সাধারণ অপরাধীর মতোই।"

নিজের শক্তিতে রেণার্ড গর্ব্ব অনুভব করলেন, আমোদ পেলেন তিনি নিজের আবিষ্কারেই।

মঁসিয়ে ড্য-নোয়ালে বললেন—"কী ক'রে তা' হতে পারে?"

—"কী ক'রে? মানুষের অসাধ্য কী ম'সিয়ে! অবশ্য আমি বলছি না যে কাজটা ভাবা যত সহজ, করা সহজ তার চাইতে আরো কম। তবে কি জানেন, পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে, যা সহজ দৃষ্টিতে দেখলে খুব শক্ত ব'লেই মনে হয়; কিন্তু সত্যিই তা' খুব অসাধ্য নয়।"

রেণার্ড আবার একটু হাসলেন ছুর্বোধ্য অস্পষ্ট সে হাসি।

—"কিন্তু জানতে পারলে......"

—"এর পরে আর কিন্তু নেই। শুধু আপনি সঙ্গে থাকুন, অপেক্ষা করুন আমাকে বিশ্বাস ক'রে।"

চোখে মুখে রেণার্ডের সুস্পষ্ট হিংস্রভাব।

হঠাৎ জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া গেল।

সোনালী রঙের সুসজ্জিত তরণীগুলোতে ইতোপূর্বেই অনেকে আরোহণ করেছে। এবার আরোহণ করবেন সম্রাজ্ঞী আর তাঁর সহচরীরা। সম্রাজ্ঞী জেনের পাশে তাঁর স্বামী গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লি। পেছনে ছু'জন প্রৌঢ় রয়েছেন ছুটি শক্তিশালী কালো কুচ্‌কুচে ঘোড়ার ওপরে। তাঁদের একজন সম্রাজ্ঞীর পিতা, ডিউক অব সাফোক্ অপর জন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড্ অর্থাৎ সম্রাজ্ঞীর শ্বশুর।

সহচরীরা নৌকোতে উঠে গেছে। সম্রাজ্ঞী অগ্রসর হচ্ছেন অতি স্থির ও ধীর পদক্ষেপে। বহুমূল্য পরিচ্ছদের প্রান্তগুলো ধ'রে আছে তাঁর দাসীরা।

এমনি সময় নদী-তীরের সেই অজস্র জনতার ভীড় ঠেলে একজন লোক এগিয়ে এল। চুলগুলো তার রুক্ষ, দৃষ্টিতে উদ্‌ভ্রান্তি। এক কথায়, পাগলের মতো তার চেহারা, বেশভূষাও অবিকল পাগলেরই মতো। সমস্ত প্রহরী তার গতিরোধ করতে চাইলে, কিন্তু সে তাদের ভয় করলে না মোটেই। নিশ্চিন্তে তাদের উপেক্ষা ক'রে পেরিয়ে এল। সঙ্গে এল তার পেছনেই এক বৃদ্ধা নারী। সেও এই যুবকের মতো উদ্‌ভ্রান্ত। সমস্ত জনতা সেইদিকে কৌতূহলে তাকিয়ে রইল, চম্‌কে উঠল বিস্ময়ে।

এরপর বৃদ্ধা ছুটে গেল রাণীর নিকটে। দুর্ব্বল দুই লোল-বাহু প্রসারিত ক'রে সম্রাজ্ঞীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। পরণে তার মলিন সাধারণ পরিচ্ছদ। কিন্তু মুখের আকৃতিতে এমন একটা ইঙ্গিত আছে, যা দেখলে মনে করিয়ে দেয় অভিজাত-বংশ আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের কথা।

বৃদ্ধা চাৎকার ক'রে উঠল—"একটা প্রার্থনা, আমার একটা প্রার্থনা আছে সম্রাজ্ঞী!"

সকাতর এই অনুরোধে সম্রাজ্ঞীর ওষ্ঠে ফুটে উঠল একটু করুণা ও স্নেহের মৃদু হাসি। ধীর শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—"বেশ, মঞ্জুর করলাম। কী চাও তুমি?"

বৃদ্ধা ঝড়ের মতো ব'লে গেল। যেন মৃত্যুর শাণিত তরবারি তার মাথার ওপর দুলছে, পড়ল ব'লে—"সম্রাজ্ঞী, আত্ম-রক্ষা করুন, টাওয়ারে আপনি যাবেন না।"

সম্রাজ্ঞী বিস্মিত হলেন। নিজের অমঙ্গলটা এল যেন এই বৃদ্ধার

মূর্ত্তিতে! তিনি কোনো দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলেন না। শান্ত ও সুস্থ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—"কিন্তু কেন?"

—"না, না! আমায় প্রশ্ন করবেন না। উত্তর দিতে পারব না মোটেই।"

বৃদ্ধার সমস্ত দেহ মুহূর্ত্তে কেঁপে উঠল। কাঁপতে কাঁপতেই ফিরে দাঁড়াল সে। চোখে তার আগুনের হল্‌কা। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আত্ম-সংবরণ ক'রে সে বলতে লাগল—"আমায় প্রশ্ন করবেন না, 'কেন?' শুধু শুনে রাখুন, টাওয়ারে আপনি যাবেন না। যাবেন না—যাবেন না! সেখানে ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। হ্যাঁ, আপনারই জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার স্বামীর জন্য—যারা আপনার প্রিয়, অতি আপনার জন, তাদের সবার জন্য! এখনো সময় আছে। খুলে ফেলুন ওই রাজ-পোষাক, রাজ-মুকুট তাকে ফিরিয়ে দিন, সত্যিকারের অধিকার ওতে যার।

আমার কথা রাখুন, এই একমাত্র অনুরোধ রাখুন আমার। যদি বাঁচতে চান, তবে আমার যুক্তিতে বন্ধ করুন টাওয়ারে যাওয়া। এক পা-ও আর এগোবেন না। সেখানে আপনার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে—ভয়ঙ্কর মৃত্যু!"

বৃদ্ধার কথাগুলো সমাপ্ত না হতেই সাম্রাজ্ঞীর স্বামী লর্ড গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"প্রহরী! বন্দী কর ওই উদ্‌ভ্রান্ত যুবককে আর এই নারীকেও কর বন্দী।"

স্বামীর কথায় প্রতিবাদ ক'রে সম্রাজ্ঞী বললেন—"শান্ত হও প্রিয়তম! হতভাগিনী বোধ হয় উন্মাদ।"

সম্রাজ্ঞীর কণ্ঠে অমৃতের স্নিগ্ধ মধুরতা।

কিন্তু লর্ড গিল্‌ফোর্ডের হুম্‌কিতে বৃদ্ধার এতটুকুও সাহস কমেনি। বেশ শান্ত গলায় সে বললে—"না সম্রাজ্ঞী, আমি উন্মাদ নই। যদিও উন্মাদ হওয়াই আমার উচিত ছিল।"

স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সম্রাজ্ঞী প্রশ্ন করলেন—"আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারি?"

—"পারেন।"

—"কি, বল।"

—"স্বীকার করুন, আপনি টাওয়ারে যাবেন না।"

লর্ড গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লি বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। একটা উন্মাদের কথায় অনর্থক এই বিলম্বের কোনো অর্থই তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই বৃদ্ধার ওপর অতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—"কে তুমি স্পর্দ্ধিতা নারী?"

—"আমি?" বৃদ্ধার মুখে এক ভয়ঙ্কর হাসি ফুটে উঠল—"আমি গানোরা। গানোরা ব্রাউস্‌ আমার নাম।"

নামটা গিল্‌ফোর্ডের পরিচিত। কিন্তু কবে, কোথায়, কেমন ক'রে এই নামের সঙ্গে হয়েছিল তাঁর পরিচয় আজ আর তা ঠিক মনে করতে পারছেন না তিনি!

—"গানোরা?"

—"হ্যাঁ, গানোরা। গানোরা ব্রাউস্‌। হেন্‌রী স্তেমুরের নাম শুনেছ? হেন্‌রী স্তেমুর—সোমারসেটের ডিউক! আমি তার ধাত্রী, পালিকা মাতা তার।"

সম্রাজ্ঞী জেনের কণ্ঠ থেকে অস্ফুটভাবে বেরিয়ে এল—"হেন্‌রী স্মেমুর, ডিউক অব সোমারসেট ?"

—"হ্যাঁ, হেন্‌রী স্মেমুর! সোমারসেটের ডিউক! ব্রিটেনের সুবিখ্যাত রক্ষক! যাকে মা, তোমার শ্বশুর একদিন ফাঁসী দিয়ে হত্যা করেছিলেন।"

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর হঠাৎ ক্রন্দনে ভেঙ্গে গেল, সারা দেহ কেঁপে উঠল তার রাগে।

লর্ড গিল্‌ফোর্ড ব'লে উঠলেন—"স্তব্ধ হও উম্মাদিনী! তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।"

—"হাঃ—হাঃ—হাঃ। তা জানি! কিন্তু লর্ড, মৃত্যু যে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না সে-কথা কেন ভুলে যাচ্ছ তুমি? বরং সে-ই পালিয়ে যাবে ভয়ে।"

সঙ্গের যুবকটি তখনো নীরবেই দাঁড়িয়ে ছিল। নাম গিলবার্ট। মাথায় ছিল তার টুপি।

একজন সৈনিক একটা তরবারির ডগা দিয়ে তার গায়ে খোঁচা মেরে বললে—"এই শয়তান! মাথার টুপি খুলে ফেল্‌। দেখছিস্‌ না তোর সম্মুখে ওই সম্রাজ্ঞী?"

তরবারির খোঁচা খেয়ে গিলবার্ট একটু স'রে দাঁড়াল। কিন্তু টুপি খুলল না সে। আরো গম্ভীর গলায় বললে—"টুপি খুলব? কেন? কে আমার সম্রাজ্ঞী? লেডী জেন্‌? কখনই নয়। তাঁকে আমি সম্মান করি। কিন্তু আমার সম্রাজ্ঞী রাণী মেরী।"

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিলবার্ট জয়ধ্বনি ক'রে উঠল—

"জয়, সম্রাজ্ঞী মেরীর জয়! জয়, আমার সম্রাজ্ঞীর জয়!! জয়, ব্রিটেনের জয় !!!"

আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল সেই জয়ধ্বনিতে! ভয়ে সমস্ত জনতা উঠল শিউরে! তারাও শুনে গেল তাদের মনের কথা, প্রাণের কথা! কিন্তু কে এই যুবক—এমন চীৎকার ক'রে যে বলতে পারছে?

বৃদ্ধা তাকে ধমক দিয়ে বললে—"চুপ্! চুপ্ কর গিলবার্ট।"

—"রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!!"

চারদিক থেকে একসঙ্গে ব'লে উঠল সব সাঙ্গ-পাঙ্গরা। সৈনিকেরাও চীৎকার ক'রে উঠল।

লর্ড গিল্‌ফোর্ড হুকুম দিলেন—"বন্দী কর—বন্দী কর ওই অসংযত যুবককে।"

সম্রাজ্ঞী জেন্ তখন শান্ত, যেন মূর্ত্তিমতী করুণার প্রতীক তিনি। অতি ধীর মধুর কণ্ঠে শুধু বললেন—"শান্ত হও প্রিয়তম, সমাগত সুধীবৃন্দও ধৈর্য্য ধরুন, ক্ষান্ত হও সব সৈনিক। শান্তিতে ওদের নিরাপদে ফিরে যেতে দাও।"

এর পর ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। সৈনিক আর বিরাট জন-সমুদ্রের ঢেউয়ে মুহূর্ত্তে কোথায় তলিয়ে গেল সেই উম্মাদিনী গানোরা ব্রাউস্! তার সাথী গিল্‌বার্টকেও আর দেখতে পাওয়া গেল না।

এমনি একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্রাজ্ঞী জেন্ উঠলেন সোনায় মোড়া তরণীতে!

নৌকো ছেড়ে দিল।

শান্ত নদীর বুকে তরণীগুলো চলতে লাগল মরালের মতো হেলে-দুলে সারিবদ্ধ হয়ে। বহুদূর যাবার পর হঠাৎ ঘন ঘন তোপধ্বনি হ'ল। সেখানকার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল তার ভয়ঙ্কর শব্দে! সামনেই দেখা যাচ্ছে টাওয়ারের কালো কালো ভয়ঙ্কর সব চূড়াগুলো।

ভীত চোখে সম্রাজ্ঞী সেই দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল সেই উন্মাদিনী গানোরার শেষ কাতর অনুরোধ —'আত্ম-রক্ষা করুন সম্রাজ্ঞী, আত্ম-রক্ষা করুন। বাঁচান নিজেকে।'

সম্রাজ্ঞীর মাথার মুকুট যেন কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল তাঁর মাথায়। অথচ একদিকে বিপুল শক্তি এবং সাম্রাজ্য রয়েছে, অপর দিকে রয়েছে জীবনের সুখ ও শান্তি! দুটোই অতি লোভনীয় জিনিস। তবে বেছে নিতে পারা যাবে মাত্র তার একটা। হয় সুখ ও শান্তি, নইলে বিরাট সাম্রাজ্য!

জেন্ তাঁর মনকে প্রবোধ দিতে লাগলেন—ভীরু নন্ তিনি। তিনি চান শক্তি, সম্মান আর সাম্রাজ্য। সুখ, শান্তি তিনি চান না!

এমনি সময় আবার—আবার সেই তোপধ্বনি! জয়ধ্বনি উঠল আবার!

উৎসবের বিজয়বাদ্য বাজতে লাগল ঘন ঘন।

দূরে টাওয়ারের বিরাট তোরণ। দেখতে কালো পাহাড়ের গুহার মতো সেটা অন্ধকার। যেন ক্ষুধিত মৃত্যু তার মুখ ব্যাদান ক'রে শিকারের প্রতীক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে!

সম্রাজ্ঞী হঠাৎ শিউরে উঠলেন!

পাশেই শোনা গেল যেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর !

জেন্ সেদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু নিকটে কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না তিনি।

ডিউক তখন সত্যিই অনুপস্থিত ছিলেন সেখানে।

আকাশ জুড়ে কখন দুর্য্যোগ ঘনিয়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবীটা করছে থম্‌থম্! আসন্ন ঝড়ো-মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল, ঝড়-বৃষ্টি নামবার আগেই সশব্দে হ'ল বজ্রাঘাত! অথচ আকাশের এই ভয়ানক অবস্থা কেউই এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। সবাই ভয়ে ভীত হয়ে উঠল। প্রকৃতিও যেন রাণী জেনের প্রতি মোটেই সদয়া নয়।

রেশমী পর্দার ভেতর থেকে সম্রাজ্ঞী একবার মুখ বের ক'রে দেখলেন।

হাওয়া কিংবা বৃষ্টি তখনো নদীর বুকে তোলপাড় সুরু করেনি। নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে এবার নৌকোগুলো এগিয়ে চলল তীরবেগে। কিছুক্ষণের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে এসে তাঁরা পৌছলেন টাওয়ারের সম্মুখে—একেবারে তোরণের ঘাটে।

কিন্তু একি অশুভ লক্ষণ!

আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ-বিদারক শব্দে হ'ল আবার বজ্রাঘাত—কড়্—কড়্,—কড়্ কড়াৎ!!

নর্দাম্বারল্যাণ্ড ছুটে এলেন টাওয়ারের চাবি নিয়ে। নূতন অভিষিক্তা সম্রাজ্ঞীর হাতে তা তুলে দিয়ে তিনি অভিবাদন করলেন। এর পরেই এলেন মারকুইস্ অব উইন্‌চেষ্টার। তিনি ছিলেন তখন

লণ্ডনের লর্ড ট্রেজারার বা কোষাধ্যক্ষ। সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে তিনি কোষাধ্যক্ষের সমস্ত অধিকার চেয়ে নিলেন নতজানু হয়ে।

রাণী জেনের বুকখানা ভ'রে গেল—গর্ব্বে, গৌরবে ও আনন্দে। পলকে মিলিয়ে গেল যত আশঙ্কা, যত অশুভ চিন্তা। এই কথাই শুধু তাঁর মনে হতে লাগল—ব্রিটেনের সকলের উপরে আজ তিনি। তিনি আজ সম্রাজ্ঞী, ভাগ্য-বিধাত্রী আজ তিনি!

সম্রাজ্ঞীর পাশেই ছিলেন তাঁর স্বামী লর্ড গিল্‌ফোর্ড। গিল্‌-ফোর্ডের পাশে ছিলেন তাঁর এক বন্ধু, নাম কুৎবার্ট্ চোলমণ্ড্লে। চতুর্দ্দিকের উত্তেজনা আর কোলাহলের মধ্যে তিনি ফিরে তাকালেন। কী সুন্দর! কুৎবার্ট মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। একখানি সুন্দর, অতি সুন্দর মুখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।—একটি মেয়ে! পর-মুহূর্ত্তে কুৎবার্টের চোখ পড়ল টাওয়ারের ওপরের দিকে। ভয়ে শিউরে উঠলেন তিনি।

একটা ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো লোক দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে। চোখে তার আগুন জ্বলছে, জ্যোতিতে ছড়িয়ে পড়েছে যেন বিষ! সে দেখছে কুৎবার্টকে আর সেই মেয়েটিকেও সে দেখছে!

কুৎবার্ট ভয় পেলেন। কিন্তু মুগ্ধের মতো তবুও তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই মেয়েটির দিকে! সুন্দর! অপূর্ব্ব সুন্দর!!

—দুই—

তখনো সম্রাজ্ঞীর অভিষেক-শোভাযাত্রা শেষ হয়নি। তিনি এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গে চলেছেন তাঁর স্বামী, বাবা আর শ্বশুর।

অদূরেই সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক ও বিভিন্ন দেশের রাজ-দূতেরা চলেছেন। চারদিকে সুসজ্জিত হয়ে সৈনিকেরা চলেছে দলে দলে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে। হাতে তাদের উন্মুক্ত কৃপাণ। সৈন্যসংখ্যা কম হলেও চলত; কিন্তু ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ইচ্ছা অনুসারেই হয়েছিল এত সৈন্যের সমাবেশ। উদ্দেশ্য তাঁর আর কিছু নয়, শুধু এই শোভাযাত্রার সময় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা—যাঁদের মতামতের ওপর ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী হওয়া অনেকটা নির্ভর করে, তাঁরা ভীত হয়ে উঠবেন এই অগণিত সৈন্য-সমাবেশ দেখে। তাঁরা বুঝবেন, সম্রাজ্ঞী জেন্‌ই আজ থেকে এই বিরাট সৈন্যবাহিনীর একমাত্র অধিকারিণী, সর্ব্বময় কর্ত্রীও তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অর্থ এদের ক্ষুরধার তরবারির সম্মুখে বুক পেতে দেওয়া।

ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ইচ্ছাটা আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। সৈন্যদের দেখে সত্যি-সত্যিই অনেকের মনে জন্মেছিল বেশ দৌর্ব্বল্য, কিন্তু ডন্ রেণার্ডের মনে তেমন কোন ছাপ পড়ল না। তিনি এই সৈন্য-সমাবেশ দেখে একেবারে হেসে ফেললেন। তাঁর পাশেই ছিলেন ফরাসী রাজ-দূত মঁসিয়ে দ্য-নোয়ালে। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে রেণার্ড বললেন—"ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড যে রাজকন্যা মেরীর ভয়ে সন্ত্রস্ত, তার প্রমাণ এই বিপুল সৈন্যদল। কি বলেন মঁসিয়ে নোয়ালে?"

—"আমি আর কি বলব! আচ্ছা, কারণ?"

—"কারণ? কারণ এমন কিছুই নয়। তবে, রাজকন্যা মেরীর পক্ষ পাছে কেউ সমর্থন করে, তাই ডিউক চান এই সৈন্যদল দেখিয়ে

তাদের ভীত ক'রে তুলতে। কিন্তু কি দুর্ব্বুদ্ধি আর মূর্খতা এই লোকটার!"

মঁসিয়ে রেণার্ড নিজের মনে মনেই হাসতে লাগলেন।

নোয়ালে শুধু অন্যমনস্কভাবে বললেন—"তা হবে।"

তারপর সম্রাজ্ঞী জেন্ এলেন একটা কক্ষে। সোনা-রূপার জড়োয়া দেওয়া রঙ্গীন রেশমী পর্দা লাগানো তার চারদিকে। দেওয়ালে সব মনোরম কারুকার্য্য করা আর ছবি আঁকা রাজ-বংশের। এটি সম্রাজ্ঞীর বিশ্রামের ঘর। জনতার কোলাহল ও উৎসবের তীব্র আবহাওয়ায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই একটু বিশ্রামের জন্য সম্রাজ্ঞী প্রবেশ করলেন এই কক্ষে। সঙ্গে তাঁর স্বামীও।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, এমন সময় সেই ঘরে ঢুকলেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড। পুত্রবধূকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন —"বিশ্রামের ত এখন সময় নয়, মা! এখনো ভবিষ্যতের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়নি।"

একথা সম্রাজ্ঞী জানতেন। তবুও শ্বশুরের দিকে তাকালেন তিনি নীরবে।

ডিউক বললেন—"তোমায় মা একবার মন্ত্রি-সভায় যেতে হবে। সেখানে মন্ত্রীদের শপথ আর অন্যান্য রাজ-পুরুষদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ক'রে তুমি সাম্রাজ্য শাসনের ভার সম্পূর্ণ ক'রে নেবে।"

সম্রাজ্ঞী উঠে দাঁড়ালেন। বিনা বাক্যব্যয়েই এগিয়ে চললেন তিনি—যেন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন।

টাওয়ারের মধ্যেই মন্ত্রীদের সভা বসেছিল। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন ইংলণ্ডের সকল মন্ত্রী। তা' ছাড়া, আরো অনেক রাজ-পুরুষও ছিলেন। বারান্দার বড় বড় স্তম্ভ আর বিপুলকায় প্রহরীদের পেরিয়ে সম্রাজ্ঞী এগিয়ে চললেন। একটা তোরণের পাশে এসে, হঠাৎ চম্‌কে তাকালেন তিনি। সেখানে তিনজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে মানুষ ব'লে সম্রাজ্ঞীর ভ্রম হ'ল। তাঁর মনে হ'ল, বুঝি প্রাচীন যুগের ক'টা দৈত্য, শত শত বৎসর এই ভয়ঙ্কর টাওয়ারের অন্ধকারে বাসা বেঁধে আছে।

সম্রাজ্ঞীকে দেখে সেই দৈত্যরূপী প্রহরী তিনটা অভিবাদন করলে।

পিছন ফিরে ডিউক দেখলেন, বিপুলকায় তিনজন প্রহরীকে দেখে সম্রাজ্ঞীর যেন বিস্ময় লেগেছে, হয়তো কৌতূহলও জেগেছে মনে। তাই রাণীকে একটু খুশী করবার ইচ্ছায় ডিউক থেমে দাঁড়িয়ে বললেন—“এরা সব তোমারই অনুগত ভৃত্য, মা।”

সম্রাজ্ঞী একটু হাসলেন—তৃপ্তি ও আনন্দের হাসি।

ডিউক ওদের পরিচয় দিতে লাগলেন—“ওগ্, গগ্ আর ম্যাগগ্ এদের নাম। এরা তিনজনে বন্ধু।”

এমন সময় ঠক্-ঠক্ শব্দে একজন লোক সেখানে এল। খুব ভারিক্কি চালে সে পা ঠুকে দাঁড়াল, সম্রাজ্ঞীকে একটা অভিবাদন ক'রে। প্রায় তিন ফুট হবে সে লম্বা। এই অনুচ্চ বেঁটে মানুষটির আদব-কায়দা দেখে রাণী জেন্ বিস্মিত হয়ে তার মুখের পানে তাকালেন।

ম্যাগগ্‌ তখন অভিবাদন ক'রে বললে—"ও আমার পোষ্য-পুত্র, সম্রাজ্ঞী। নাম জিট্‌।"

জিট্‌ আবার সৈনিকের কায়দায় অভিবাদন করলে।

মৃদু হেসে সম্রাজ্ঞী এগিয়ে চললেন।

এই টাওয়ারের কক্ষে কক্ষে ভয়ঙ্কর যত ব্যাপার আর বস্তু আছে, তেমনি আছে কৌতুককর অনেক মানুষও।···

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা এসে মন্ত্রি-সভার তোরণ-দ্বারে পৌঁছলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তূর্য্য বেজে উঠল, ঘোষিত হ'ল সম্রাজ্ঞীর আগমন-বার্ত্তা। সভাস্থ সকলেই উঠে দাঁড়ালেন সম্ভ্রমে।

ধীর পদক্ষেপে সম্রাজ্ঞী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

কী বিরাট কক্ষ! সাজানোই বা কী সুন্দর! তার মধ্যে এলেই আপনা থেকে একটা সম্ভ্রম জাগে মনে। সারি সারি আসন-গুলোতে বসেছেন সম্ভ্রান্ত সব ব্যক্তিরা। কক্ষের শেষ-সীমায় উচ্চে এক মণিময় আসন শূন্য রয়েছে। সেটা সম্রাজ্ঞীর বসবার আসন। তিনি গিয়ে সেখানে সগৌরবে বসলেন। পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর শ্বশুর, ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড। কক্ষের সকলেই শির নত করলেন। সম্রাজ্ঞী করলেন প্রত্যভিবাদন।

সমস্ত কক্ষটা একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। মুহূর্ত্তখানেক নিস্তব্ধতার মধ্যেই কেটে গেল। তারপর সেই নীরবতা ভঙ্গ করলেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড। রাণী জেনের সম্মুখে তিনি অবনত হয়ে চাইলেন তাঁর অনুমতি,—"তা'হলে এবার······"

রাণী সম্মতি দিলেন।

তখন দপ্তর থেকে লেখা একখানা লম্বা কাগজ বের ক'রে ডিউক, লর্ডদের সম্মুখে ধ'রে বললেন—"এটা একখানা চিঠি। লেডী মেরী লিখেছেন এই চিঠিখানা। নরফোকের ক্যানিং হল থেকে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন আপনাদের বিবেচনার জন্য। বিষয়টা হচ্ছে—তিনি চান ইংলণ্ডের রাজ-দণ্ড আর রাজ-মুকুট, আর চান আপনাদের ঐকান্তিক সহায়তা।"

এইখানে ডিউক একটু থামলেন। তাঁর মুখখানা ভ'রে উঠল একটুকরা পরিহাসের ভঙ্গীতে।—"হুঃ! তিনি লিখেছেন এই সহায়তা আর আনুগত্য পাওয়ার বা চাওয়ার ন্যায্য দাবী নাকি তাঁর আছে। তাই আপনারা তাঁকে ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী ব'লে ঘোষণা ক'রে দিন সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। এই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু আপনাদের এ সম্বন্ধে মত কি? আর এই উদ্ধত পত্রের জবাবে আমরা তাঁকে কি জানিয়ে দেব?"

বিরাট কক্ষটা আবার নিস্তব্ধ। সকলেই নীরব। গম্ভীরও এবার সকলেই। মাটিতে একটা পিন্ পড়লেও যেন স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়!

এমনিভাবে কাটল কয়েক মিনিট।

সহসা একজন উঠে বললেন—"উত্তর? কিছুই না। আমরা এই পত্রকে হেসে উপেক্ষা করব। কোনো জবাব দেওয়ার যোগ্য ব'লেই মনে করব না।"

এর পরেও আর সকলে নীরব, নিরুত্তর।

তখন রাণী জেন্ অতি ধীর শান্তকণ্ঠে বললেন—"আমার মনে হয়, আপনাদের এই নীরব থাকার অর্থটা হয়তো অন্যভাবে প্রকাশ পাবে।"

রাণীর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে ডিউক বললেন—"নিশ্চয়। উত্তর আমাদের দিতেই হবে। ইংলণ্ডের সিংহাসনে তাঁর দাবী যে একান্ত কল্পনা-প্রসূত স্বপ্ন মাত্র, একথা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। অবশ্য, আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে বলতে পারি, কি উত্তর দেওয়া যেতে পারে এই উদ্ধত পত্রের।"

সভাস্থ কারো কোনো উত্তর পাবার আগেই ডিউক ব'লে যেতে লাগলেন—"হ্যাঁ, প্রথমেই আমরা তাঁকে জানিয়ে দেব যে, রাণী জেন্ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন শুধু রীতি আর প্রথা অনুসারে নয়—পরলোকগত সম্রাট্ ষষ্ঠ এডওয়ার্ডেরও তাতে সম্মতি আর ইচ্ছা দুই-ই ছিল। তারপর তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে, আপনারা তো পূর্ব্বেই সকলে রাণী জেনের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এখন সে আনুগত্য ভঙ্গ ক'রে আপনাদের মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনো বিশ্বাসহন্তা ব'লে পরিগণিত হতে পারে না। তা' ছাড়া, এটা একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ, পাপ। আরো একটা কথা জানিয়ে দেব, সম্রাট্ এডওয়ার্ড সকলের কাছে তাঁকে নিজের ভগ্নী ব'লে স্বীকার করতেও অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই সবার মনে আছে, সম্রাট্ এডওয়ার্ডের পিতা সম্রাট্ অষ্টম হেন্‌রীর বিবাহ হয়েছিল লেডী ক্যাথারিন অব আরাগনের সঙ্গে। পরবর্ত্তী জীবনে সম্রাট্ হেন্‌রী ক্যাথারিনকে

স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। সে-কথাও হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ যে না জানেন তা নয়। হেন্‌রী ক্যাথারিনকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই সঙ্গে কন্যা কুমারী মেরী ও এলিজাবেথকেও করেছিলেন পরিত্যাগ। তাই সম্রাট্‌ এডওয়ার্ড তাঁর পিতার পরিত্যক্ত স্ত্রী আর কন্যাদের এই রাজ-বংশের মর্য্যাদা দিতে চিরকালই ছিলেন কুণ্ঠিত এবং অনিচ্ছুক। এসব জানাবার পর লেডী মেরীকে শেষ কথা জানাতে হবে—তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য এখন রাণী জেনের আনুগত্য স্বীকার করা। কোনো রকম দ্বিধা না ক'রে তাঁকেই মেনে নেওয়া ইংলণ্ডের রাণী এবং ভাগ্য-বিধাত্রী ব'লে।"

বক্তব্য শেষ ক'রে ডিউক তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে ব'সে পড়লেন।

সভার কয়েকটি কণ্ঠ থেকে তখন উত্তর এল—"আচ্ছা, এ-সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা ক'রে দেখব।"

ডিউক আবার উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি বললেন—"কিন্তু বিবেচনা আর মন্তব্যটা যে আপনাদের একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ, লেডী মেরীর দূত বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনাদের উত্তর নিয়ে সে এখুনি ফিরে যাবে।"

মুহূর্ত্ত খানেক থেমে ডিউক বললেন—"তাড়াতাড়িতে আপনাদের যাতে না ব্যস্ত হতে হয় আমি তারো ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। লেডী মেরীর পত্রের জবাব প্রস্তুত করিয়ে ফেলেছি, এই দেখুন।"

ডিউক সেখানা দেখাতে লাগলেন।

সভাস্থ এক আসনে ব'সে স্যার্ সেসিল এতক্ষণ দেখছিলেন আর শুনছিলেন এই সব মনোযোগ দিয়ে। হঠাৎ প্রতিবাদ ও বিস্ময়ে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল—"উত্তর!"

বিরাট সভা।

রাণী জেনের রাজত্বে প্রথম মন্ত্রি-সভা বসেছে। অথচ মন্ত্রীরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, বিরক্তও হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই।

কিন্তু সুচতুর ডিউক যেন তা বুঝতে পারেননি, ঠিক এমনি ভাবে ব'লে যেতে লাগলেন—"হ্যাঁ, উত্তর। লেডী মেরীকে পাঠাবার আগে প্রয়োজন এই উত্তরের নীচে আপনাদের স্বাক্ষর অর্থাৎ সম্মতি। আপনি স্যার্ সেসিল, লর্ড পেম্‌ব্রোক আপনি, আপনি লর্ড শ্রুজবেরী। সবাই আপনারা একবার দেখে নিন্।"

সকলেই নীরব, তাঁরা অন্যমনস্ক।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ডিউক বললেন—"এ কি! আপনারা সবাই এমন নিস্তব্ধ আর গম্ভীর কেন? তবে কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, এই উত্তরটা আপনারা মোটেই সমর্থন করতে পারছেন না? অন্যায়, অযৌক্তিক ব'লে আপনাদের মনে হচ্ছে?"

লর্ড পেম্‌ব্রোক বললেন—"হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি সমর্থন করছি না, স্বাক্ষরও করব না এতে আমি।"

—"আমিও না।" স্যার সেসিল্ ব'লে উঠলেন।

—"আমাদেরও ওই একই মত।" একসঙ্গে আরো কয়েকটি গম্ভীর স্বর শোনা গেল।

লর্ডদের ব্যবহার ও বিরুদ্ধতায় ডিউক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন—"আচ্ছা, দেখা যাবে!"

—"এই, কালি আর কলম!"

আদেশ করলেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড।

তারপর তিনি সবার কাছে একে একে স্বাক্ষর চাইতে লাগলেন—"সম্মানীয় ক্যাণ্টারবেরী! সম্মানীয় ক্র্যান্‌মার! আপনারা স্বাক্ষর করবেন প্রথমে। ব্যস্‌......এইবার আপনি মার্‌কুইস্‌ অব উইন্‌-চেষ্টার! আপনার স্বাক্ষর! লর্ড বেডফোর্ড, লর্ড চ্যান্সেলার! আপনাদের! নর্দাম্পটন, আপনার! হ্যাঁ, এইবার থাকবে আমার নাম। তারপর সম্মানীয় লর্ড সাফোক্‌, আপনার!"

একটা তিক্ত হাসি খেলে গেল ডিউকের মুখে।

ডিউক যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, ডন্‌ সাইমন্‌ রেণাড ছিলেন তখন মন্ত্রি-সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশের লর্ড পেম্‌ব্রোককে ডেকে তিনি চুপিচুপি বললেন—"এতে যদি আপনারা স্বাক্ষর করেন, মেরীর সমস্ত আশাই তা'হলে নির্ম্মূল হয়ে যাবে। তাঁর বন্ধুরা যে সকলেই বিশ্বাস-ঘাতক, এ-কথা না ভাববার আর কোনো কারণই তাঁর থাকবে না। এই সংবাদ পাবার পর হয়তো অনতিবিলম্বে তিনি ইংলণ্ড ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাবেন ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে। আর সেই জন্যই আমার মনে হয়, নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ডিউক এই চালটা চেলেছেন।"

—"উত্তম! তাঁর উদ্দেশ্য তবে ব্যর্থ হবে। এই পত্রে আমরা কেউই স্বাক্ষর করব না।" উত্তর দিলেন লর্ড পেম্‌ব্রোক।

এই সময় ডিউক, লর্ড সাফোকের হাত থেকে স্বাক্ষরিত পত্রখানা

নিয়ে লর্ড আরুণ্ডেলকে বললেন—"এবার আমি আপনার স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষা করছি, লর্ড আরুণ্ডেল !"

লর্ড আরুণ্ডেল একটু পরিহাসের সুরে বললেন—"স্বাক্ষর ! আমার কাছ থেকে ? তবে, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হবে, ডিউক।"

—"উত্তম ! আপনি শ্রুজবেরী ! আপনিও কি রাণী জেন্‌কে পরিত্যাগ করছেন ? লর্ড পেম্‌ব্রোক, আপনিও ? রিচ্, হান্টিংডন, ডার্সি, স্যার্ টমাস্ চেনী ! স্যার্ সে'সিল !......উত্তম ! গেট্‌স্, পেটার চেক্ ! আপনারা কেউই স্বাক্ষর করবেন না ?"

—"না !" পেম্‌ব্রোক ব'লে উঠলেন।

—"কিন্তু সম্রাজ্ঞীর আদেশ।"

—"হয়তো হবে !"

উদাসীনের মত উত্তর দিলেন রেণার্ড। আর পাশেই উপবিষ্ট পেম্‌ব্রোককে তিনি কানে কানে বললেন—"তা'হলে কি ভয়ে আপনারা স্বাক্ষর করবেন ?"

—"না, কখনই না।" দৃঢ়-কণ্ঠে জবাব দিলেন পেম্‌ব্রোক।

শুনে ডিউকের কান দুটো রাগে গরম হয়ে উঠল। চোখ দুটো হয়ে উঠল জবাফুলের মতো লাল—যেন সারা দেহের রক্ত গিয়ে তাঁর মগজে উঠেছে। সরোষে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"রাজদ্রোহী ! সকলেই এরা রাজদ্রোহী।"

—"চুপ ! চুপ করুন ডিউক।" ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে উত্তর দিলেন লর্ড পেম্‌ব্রোক

ডিউক এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"কী! চুপ করব আমি? বিশ্বাস-ঘাতকের দল!"

—"ডিউক! রসনা সংযত ক'রে, ভদ্রভাবে কথা বলুন!" লর্ড পেম্ব্রোক জবাব করলেন উত্তেজিত গলায়।

—"আচ্ছা, রোস!...প্রহরীগণ! এদের বন্দী কর।" সক্রোধে ডিউক আদেশ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা এল এগিয়ে।

লর্ড পেম্ব্রোক ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"তারপর?"

—"কারাগার!" উন্মাদের মত হেসে উত্তর দিলেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড।

—"না! না! একি বলছেন আপনি?" রাণী জেন্ অতি বিস্মিত হয়ে বাধা দিলেন।

—"কিন্তু আমি বলছি, এই বিদ্রোহীরা আপনাকে ভীরু ব'লে ভেবেছে। ওদের রক্ত দিয়ে এই পত্রের স্বাক্ষর আমি সম্পূর্ণ করব।"

রাণী আর কোনো উত্তর দেবার আগেই ডিউক সভার দিকে ফিরে বললেন—"হ্যাঁ, আপনাদের পাঁচ মিনিট ভাববার অবকাশ দিচ্ছি। তারপরেই আমি আদেশ করব। মনে রাখবেন,—কঠিন, নির্ম্মম আদেশ! আর সে-আদেশ একবার করলে, মোটেই আর তার প্রত্যাহার হবে না।"

ভেবে দেখবার জন্য ডিউক মন্ত্রীদের বললেন, অথচ সময় দিলেন মাত্র তাঁদের পাঁচ মিনিট!

মন্ত্রীরা শুনে বিস্মিত হলেন, তাঁরা গম্ভীর হয়ে গেলেন ঝড়ের পূর্ব্বে সমুদ্রেরই মতন !

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সমুদ্র দেখেছ। দেখেছ তার উত্তাল-তরঙ্গমালা, কিন্তু ঝড় উঠবার আগে তার চেহারা কখনো দেখেছ কি ? হয়তো দেখনি। খুব শান্ত, খুব গম্ভীর হয় তাকে দেখতে।

সীমাহীন সাগরের বুকে পাগ্‌লা ঢেউয়ের নাচন বন্ধ হয়ে যায়। কূলে এসে আছড়ে পড়া পাহাড়-প্রমাণ জলরাশির মাতামাতি যায় থেমে। ভয়াবহ গর্জ্জনও আর তখন তার থাকে না। ঠিক তেমনি ভাবেই অতবড় সভাটা একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সকলেই গম্ভীর, হতবাক্ তাঁরা সকলেই : শুধু একজন তাকাতে লাগলেন আর একজনের মুখের দিকে। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াতে পারে—সাহস হতে পারে ডিউকের এতদূর, একথা তাঁরা কেউ ভাবতেও পারেননি।

প্রায় মিনিট দু'এক কেটে গেছে। হঠাৎ সভা-গৃহের স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিলে একটা অস্ফুট ফিস্-ফিস্ শব্দ ! মনে হ'ল, যেন কিসের একটা চাপা আলোচনা চলছে সেখানে।

দেখতে দেখতে চ'লে গেল আরো মিনিট খানেক।

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে ডিউক ইঙ্গিত করলেন তাঁর প্রহরীদের।

এই সময় ডন্ রেণার্ড অতি চাপা গলায় তাঁর পাশেই উপবিষ্ট মন্ত্রীদের বললেন—"আমার মনে হয়, এখন কিন্তু আপনাদের স্বাক্ষর করাই শ্রেয়ঃ। পরে আমি যে কোনো উপায়ে রাজকন্যা মেরীকে

এই সভার সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে খুলে জানাব। তা'হলে আর আমাদের তিনি ভুল বুঝবেন না এবং ইংলণ্ড ছেড়ে ফ্রান্সেও যাবেন না নিশ্চয়।"

—"বেশ, তাই হোক।"

আর্ল অব পেম্‌ব্রোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ-প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সমর্থন করলেন আরো তু'পাঁচজনেও।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্বরটা পেম্‌ব্রোকের। তিনি গম্ভীর উচ্চ-কণ্ঠে বললেন—"উত্তম, আমরা চিন্তা ক'রে দেখেছি। সম্মানীয় ডিউকের আদেশই আমাদের শিরোধার্য্য। স্বাক্ষর করতে আমরা প্রস্তুত।"

প্রহরীরা তখন পশ্চাদপসরণ করলে। আবার স্থরু হ'ল সভার কাজ। স্বাক্ষর চলতে লাগল—সম্মান আর পদবী অনুসারে একে একে, পর পর।

স্বাক্ষর শেষ হয়ে গেল।

ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড মুখে আর কিছুই বললেন না, শুধু একটু হাসলেন তৃপ্তির হাসি। একজন কর্ম্মচারীর হাতে সেই স্বাক্ষরিত চিঠিখানা দিয়ে তিনি আদেশ করলেন—যেন এক মুহূর্ত্তও বিরাম না দিয়ে সে ক্যানিং হলে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং লেডী মেরীর হাতে পৌঁছে দিয়েই তখুনি ফিরে আসে।

মুখের কথা শেষ হতে যেটুকু বা দেরী হ'ল, সেই আদেশ পালিত হতে কিন্তু বিলম্ব হ'ল না একটুও। পত্র-বাহক বিদ্যুদ্‌বেগে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে তার জন্য প্রস্তুত ছিল সব চেয়ে দ্রুতগামী অশ্ব।

সওয়ার পিঠে চাপতেই সুশিক্ষিত অশ্ব চলতে লাগল,—প্রথমে ছুল্‌কি চালে, তারপরে কদমে, শেষে ছুটে চলল সে ঝড়ের মতো ।

ডিউকের মুখের ওপর দিয়ে আর একবার হাসি খেলে গেল। হাসিটা একেবারেই অস্পষ্ট, দুর্বোধ্যও একেবারে ।

সভাস্থ কেউ সে হাসির অর্থ বুঝলেন না।

এর পর আরো কয়েক মুহূর্ত্ত চ'লে গেল, অথচ ডিউক আর কিছুই বললেন না। আর আর সকলেও রইলেন নির্ব্বাক হয়ে। এমন সময় একজন কর্ম্মচারীকে হঠাৎ পাশে ডেকে ডিউক বললেন —"টাওয়ারের সমস্ত তোরণ রুদ্ধ ক'রে দাও। সমস্ত পুলগুলো দাও খুলে। আমার অনুমতি ভিন্ন একটি প্রাণীও যেন না টাওয়ারের বাইরে যেতে পারে। একটি প্রাণীও না! যে যেতে চাইবে বা চেষ্টা করবে আমি অনতিবিলম্বে তার মৃত্যুর আদেশ দিচ্ছ !"

সকলেই এবার স্তম্ভিত হ'ল, ভীতও হ'ল সকলে। কিন্তু মুখে কেউ কিছুই বললে না। একজন তাকাতে লাগল আর একজনের মুখের দিকে। কেবল ছ-নোয়ালের কণ্ঠ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এল—"শয়তান !"

কয়েকজন সভাসদ্‌ ব'লে উঠলেন—"এ্যাঁ! বন্দী ? আমরা এই টাওয়ারের বন্দী ?"

কথাটা ডিউকের কানে গেল। প্রত্যুত্তরে তিনি একটু অমায়িক হাসি হেসে বললেন—"না, না! সে কী কথা! আপনাদের বন্দী করে কে ? মহামান্যা রাণীর আপনারা অতিথি। ভুল বুঝবেন না, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

নিস্তব্ধ সভা-গৃহটা যেন আবার মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠে থেমে গেল !...

অত্যন্ত চাপা গলায় শুধু ডন্ রেণার্ড তাঁর পাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—"বন্দী ! হ্যাঁ, বন্দী বৈ আর কী ? প্রকারান্তরে আমরা সকলেই বন্দী ! কী কূটচক্রী এই শয়তান ! আপনারা এর হত্যায় আপত্তি করেছিলেন। এইবার তা'হলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ?"

ঘৃণা ও বিরক্তিতে রেণার্ডের ওষ্ঠপ্রান্ত কম্পিত হ'ল।

—"আর আমাদের আপত্তি নেই।" তেমনি চাপা গলায় বললেন পেম্‌ব্রোক।

—"উত্তম ! আমার সন্ধানে খুনী আছে। তা' ছাড়া, কথাও হয়েছিল একবার তার সঙ্গে। আপনাদের যখন আর অমত নেই, এইবার তা'হলে পাকা কথা বলি, কেমন ?" উত্তর দিলেন ডন্ রেণার্ড।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়। যত শিগ্‌গির হয় সরিয়ে দাও শয়তানকে। একেবারে দূরে, এই পৃথিবীর গণ্ডি থেকে।"

পেম্‌ব্রোকের সঙ্গে রেণার্ডের এই কথাগুলো হচ্ছিল অতি চুপিচুপি, অতি সাবধানে। কিন্তু তার পিছনে অতি নিকটে ব'সে ছিলেন কুৎবার্ট চোলমণ্ড্‌লে। রাণী জেনের স্বামী গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লির তিনি পার্শ্বচর। ষড়যন্ত্রের কথায় তাঁর কান ছুটো খাড়া হয়ে উঠল, চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

এ-কথা সেখানকার অনেকেই জানত না। আর যারা জানত তারাও উত্তেজনায় তখন অন্যমনস্ক।

এর অল্পক্ষণ পরেই সভা ভেঙ্গে গেল।

রাণী ফিরে এলেন তাঁর কক্ষে।

সভাসদ্‌রা আটক রইলেন সেই বিরাট টাওয়ারের উচ্চপ্রাচীর-বেষ্টিত সভা-গৃহের অন্তরালে। অথচ সকলেই তাঁরা মুক্ত!

সভা ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গে কুৎবার্ট বেরিয়ে গেলেন। চোখের পলকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই জনতার মাঝে।

—তিন—

রাণী জেনের সিংহাসন আরোহণের উৎসব তখনো শেষ হয়নি। কক্ষে কক্ষে ভোজ চলছে। ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় চারদিক থেকে ভেসে আসছে উৎসব-মত্ত নর-নারীর কোলাহল, সঙ্গীত, নৃত্য আর বাদ্য!

বিস্তীর্ণ জায়গার ওপরে বিরাট টাওয়ার। তারই মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের একটা জায়গায় খুব ভীড় জমে উঠেছিল। সেখানে উৎসব চলেছিল একজন যাদুকরের যাদু-ক্রীড়ার। নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক দেখিয়ে সে লোককে তাজ্জব বানিয়ে দিচ্ছিল। ভীড়ের একপাশে দাঁড়িয়েছিল ম্যাগগ্, সেই বিপুলকায় প্রহরী।

কুৎবার্ট ঘুরছিলেন সেইখানে। কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে তিনি পায়চারী করছিলেন। দেখলেই মনে হয়, তিনি চিন্তিত। হ্যাঁ, খুবই চিন্তিত মনে হয় তাঁকে।

তোমরা হয়তো ভাবছ, সেই খুনের কথা, ষড়যন্ত্রের কথা তিনি চিন্তা করছিলেন। কিন্তু তা নয়। তিনি চিন্তা করছিলেন তা' ছাড়াও আর একটা কথা—যা তখনো ভুলতে পারেননি তিনি।

—"কী ?"

ভুলতে পারেননি সেই সুন্দর মুখখানার কথা। কী সুন্দর মুখ! চোখই বা কী সুন্দর তার! এই দারুণ ভীড়ের কত লোকের মুখের মধ্যেও সে-মুখখানা অতি স্পষ্ট হয়ে কেবলই তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছিল। যেন কত কালের কত জানা-চেনা সেই মুখ! বুঝি কুৎবার্ট তাকে জন্ম-জন্মান্তর আগেও কোথায় দেখেছিলেন! নইলে আজ তাকে দেখে ঠিক চিনতে পারেননি তিনি স্পষ্ট ক'রে—তবুও কিন্তু চিনি-চিনি করেছিলেন।

কুৎবার্ট শিউরে উঠলেন!······

সমস্ত চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল মাত্র তাঁর একটি চিন্তা। অথচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আর একটা চিন্তা এসে সেখানে দেখা দিল।

চিন্তা! কী ভয়াবহ সে চিন্তা!

সুন্দর মেয়েটির সুন্দর মুখখানার দিকে যখন কুৎবার্ট তাকিয়ে ছিলেন মুগ্ধ হয়ে, তখন টাওয়ারের ওপরের কক্ষ থেকে জ্বলন্ত আগুনের মতো এক জোড়া চোখও ছিল তাঁর দিকে চেয়ে।

লোকটার কী বিরাট চেহারা—ঠিক একটা দৈত্যের মতো! তার ভয়ঙ্কর মুখের ওপর সেই চোখ দুটো যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি ভয়ঙ্কর তার চাহনি! সমস্ত মুখেই একটা হিংস্র শয়তানির ছাপ!

কুৎবার্ট তাকে চিনতেন না আর দেখতেও পাননি তাকে প্রথমে। তাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে ছিলেন সেই মেয়েটির দিকে। হঠাৎ কুৎবার্ট চমকে উঠে দেখলেন,—চোখের পলকে সেই দানবের মতো ভীষণ লোকটা কখন নেমে এসেছে ওপর থেকে! এসেই সে জোর

ক'রে চেপে ধরল মেয়েটার হাত। মেয়েটা যেন একটু ভয় পেয়ে কি বললে, উৎসব-মুখরিত প্রাঙ্গণের জন-কোলাহলে দূর থেকে তা ঠিক বোঝা গেল না। হয়তো আর্ত্তনাদ করলে সে! তবুও লোকটার মুখে একটুও সহানুভূতির ভাব না ফুটে, ফুটে উঠল বিরক্তি আর রাগ। হন্-হন্ ক'রে সে টেনে নিয়ে গেল আবার মেয়েটাকে!

কুৎবার্ট বিস্মিত হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী যে ঘটে' গেল তাঁর সম্মুখে, তা তিনি বুঝতেও পারলেন না। যেন পাতলা ঘুমের মাঝে একটা স্বপ্ন দেখছেন! সুখের নয়,—দুঃখের!

এমনি ক'রে কেটে গেল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ কুৎবার্টের সংজ্ঞা ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রক্তের মধ্যে দেখা দিলে একটা অসংযত চাঞ্চল্য আর শক্তি। ক্রোধে হাত দুটো তাঁর দৃঢ় হয়ে উঠল, জিহ্বা প্রস্তুত হ'ল প্রতিবাদ জানাতে। ইচ্ছা হ'ল ওই ভীড় ঠেলে ছুটে যেতে! গিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে মেয়েটাকে সেই দৈত্যের হাত থেকে!

এ যেন রূপকথার এক দৈত্য কোন রাজকন্যাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে আর কুৎবার্ট যেন রাজপুত্র! তিনি চান তাকে উদ্ধার ক'রে বাঁচাতে!

কিন্তু কুৎবার্ট কোনো বাধা দেওয়ার আগেই সেই ভয়ঙ্কর লোকটা মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! শূন্যে—আকাশে, বাতাসে চারদিকে শুধু ফুটে উঠল একখানা মুখ!—সুন্দর, নিখুঁত মুখ! অনুজ্জ্বল অশ্রুসিক্ত তার কাতর দুটি কালো চোখের তারা! সরু পাতলা গোলাপের পাঁপড়ির মতো দুটি ঠোঁট বেদনায় কম্পিত!

সে যেন কার কাছে সাহায্য চায়! অথচ জগতে বুঝি এমন কেউ নেই যে তাকে আজ সাহায্য করে—যে তাকে বাঁচায়!

কুৎবার্ট চেয়েছিলেন জানতে,—কে এই মেয়েটি আর এই লোকটাই বা কে! কিন্তু শেষ অবধি অবসর মিলল না। তাই কুৎবার্টের কাছে ওরা দু'জনেই রয়ে গেল অজ্ঞাত।

হঠাৎ কুৎবার্টের দৃষ্টি পড়ল ম্যাগগের দিকে। কুৎবার্ট ডাকলেন —"প্রহরী!'

কুৎবার্টকে ম্যাগগ্ চিনত। তিনি যে রাণীর স্বামী গিলফোর্ডের পার্শ্বচর এ-কথাও জানত ম্যাগগ্। তাই বিরাট দেহটা তার একটু নত ক'রে সে নমস্কার জানাল—"হুজুর!"

—"আচ্ছা বলতে পার, কে ওই মেয়েটি? চেন ওকে?"

—"ওকে চিনিনে! বলেন কি কর্ত্তা?"

ম্যাগগের মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটল।

—"আঃ! কে উনি?"

—"ও তো সিসেলি। ভারী সুন্দর মেয়েটি!"

ম্যাগগ্ তার চোখ দুটো একটু কপালে তুলে বললে।

—"কার মেয়ে?"

—"পিটার আর পোটেন্সিয়া ট্রাস্‌বট তার বউ।"

—"তারা আবার কে?"

—"টাওয়ারের জেলখানায় যারা রান্না করে।"

—"সত্যি? রাঁধুনীর মেয়ে? এত সুন্দরী? যেন স্বর্গের দেবকন্যার মতো!"

—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন হুজুর। কিন্তু স্বর্গে না গিয়ে দেবকন্যার সন্ধান আপনি কি ক'রে পেলেন দেবতা ?"

ম্যাগগ্ একটু রসিকতা করলে।

অবান্তর এই প্রশ্নে কুৎবার্ট বিরক্ত হলেন, কিন্তু ম্যাগগ্‌কে কিছু বললেন না। কারণ সিসেলির মুখখানা তখনো স্পষ্ট ক'রে তাঁর চোখের সামনে ভাসছে! যে কোনো প্রকারে হোক ওর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। হয়তো ম্যাগগের কাছে সাহায্যও নিতে হতে পারে তার জন্য। আহা, কী বেদনা-কাতর মুখখানা! কী ব্যথিত ছুটি চোখ! ঠোঁট ছুটিই বা কী কাকুতি-ভরা তার!

কুৎবার্ট প্রশ্ন করলেন—"আর ওই লোকটা ? তার স্বামী বুঝি ?"

—"না, সিসেলির এখনো বিয়ে হয়নি।"

শুনে কুৎবার্ট খুশী হলেন। আবার প্রশ্ন করলেন—"তবে কি. বাবা ?"

—"না।"

—"তবে ?"

—"এই টাওয়ারের জেলখানার ও কর্ত্তা।"

—"কারাধ্যক্ষ ?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।"

—"তা মেয়েটাকে অমন ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল কেন ও ?"

—"ও যে ওকে বিয়ে করতে চায়।"

—"শয়তান !" নিজের অজ্ঞাতেই কুৎবার্ট ব'লে উঠলেন।

ম্যাগগ্ হাসলে একটু মুখ টিপে টিপে; পরে বললে—"দেখা করবেন ওর সঙ্গে? আমি দেখা করিয়ে দিতে পারি।"

—"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি পারবে ম্যাগগ্?" কুৎবার্ট অতি আগ্রহের সঙ্গে বললেন।

—"খু-ব।"

—"কখন?"

—"আজই রাত্রে, এইখানে।"

—"বেশ।"

কুৎবার্ট খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর গেলেন তিনি তাঁর প্রভু গিল্‌ফোর্ডের সন্ধানে।

দিনের আলো নিভে গেছে। রাত্রির অন্ধকার এসেছে পৃথিবীকে গ্রাস করতে। এমনি সময় টাওয়ারের আলো জ্বলে উঠল; জ্বলে উঠল চারদিককার আলো। সঙ্গে সঙ্গে তোরণ-দ্বারের নহবৎখানায় বেজে উঠল মঙ্গল-বাজনা।

এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, দলে দলে লোক আসছে টাওয়ারে। কিশোর-কিশোরী, যুবক-প্রৌঢ় ভিন্ন ভিন্ন বয়সের স্ত্রী পুরুষ তারা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দিনের বেলায় আসতে পারেনি কাজের জন্য। অনেকেই এসেছিল তবুও নৈশ উৎসবে আসছে আবার যোগদান করতে। বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, পরণে তাদের বিভিন্ন রকমের পোষাক। বর্ণও তার নানা রকমের।

কুৎবার্ট ঘুরে ঘুরে গিল্‌ফোর্ডের সাক্ষাৎ পেলেন না। তা' ছাড়া

ম্যাগগের সঙ্গে তাঁর দেখা করতে হবে। রাত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তাই এখন কুৎবার্ট চলছিলেন সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে। উঃ! ভীড় হয়েছে কী ভীষণ! একটু ছুটে যাবারও সুবিধা নেই! অথচ ম্যাগগ্ তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে হয়তো চ'লে যাবে।

কুৎবার্ট ছুটতে লাগলেন,—একটা ভীড় থেকে আর একটা ভীড়ের ব্যবধানের ফাঁকে ফাঁকে। কখনো অপরকে ধাক্কা দিয়ে, কখনো ধাক্কা নিজে খেয়ে, আবার কখনো বা মাথা নীচু ক'রে তিনি পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলেন। এমনিভাবে খানিকদূর গিয়ে কুৎবার্ট থামলেন একটা জায়গায়। ভীড়ের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু ক'রে দেখলেন—ম্যাগগ্ দাঁড়িয়ে আছে। তখন উত্তেজনার সাথে ডাকলেন—"ম্যাগগ্!"

—"হুজুর!"

ম্যাগগ্ একটু মুচকি হেসে সাড়া দিলে।

—চার—

অকস্মাৎ কুৎবার্টের মনটা কেন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। একটু ভাবতেই তাঁর মন বললে, কাজটা বিশেষ ভালো হ'ল না! কর্ত্তব্য কাজ সেরে আসাই ছিল উচিত। তা' ছাড়া ব্যাপারটা শুধু প্রভুর জীবন সম্পর্কীয়ই নয়, নিজের উদর সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে। মন্ত্রি-সভায় রেণার্ড আর তাঁর দলের লোকেরা ষড়যন্ত্র করেছেন,—অতি ভয়ানক, ঘোরতর সে ষড়যন্ত্র! অথচ তাঁদের কেউ জানেন না যে কুৎবার্ট সেখানে ছিলেন। তাই নীরব হলেও সভার

চাপা কথোপকথন ভেদ ক'রে কথাগুলো এসেছিল তাঁর কানে। কুৎবার্ট তখন এই আসন্ন বিপদের সংবাদটা অনতিবিলম্বে তাঁর প্রভুকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন। সেই জন্যই তিনি দ্রুতপদে বেরিয়েছিলেন সভা ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু কী তিনি করেন এখন?

জানানোও তো একটা বিষম ব্যাপার! কারণ এখন তা'হলে ছুটতে হয় লর্ড গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লি অর্থাৎ তাঁর প্রভুর কাছে। তা একেবারেই অসম্ভব। প্রভুর পিতার প্রাণ যাবে, সেই সঙ্গে হয়তো প্রভুরও! আর প্রভুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হবে তাঁর অন্নাভাব! অন্নাভাব মৃত্যুর বড় কারণ এ সমস্তই বোঝেন কুৎবার্ট।

কিন্তু সিসেলিকে দেখতে যাবার লোভ তিনি ছাড়তে পারলেন না। সেই সুন্দর মুখ! কী সুন্দর দুটো চোখ তার! আর কত করুণ, কত কাতর সেই চোখের চাহনি! প্রয়োজন হলে কুৎবার্ট তার মুহূর্ত্তের দর্শনের জন্য প্রাণও দিতে পারেন! তাকে দেখতে পাবার মত সুযোগ ও উপায় এসে সম্মুখে উপস্থিত, —ওই দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগগ্‌।

কুৎবার্ট তাঁর সমূহ কর্ত্তব্যকে একান্ত তুচ্ছ ব'লেই ভাবলেন। প্রশ্ন করলেন তিনি ম্যাগগ্‌কে—"প্রস্তুত?"

—"হ্যাঁ, হুজুর!" উত্তর দিলে ম্যাগগ্‌।

এমন সময় কুৎবার্ট দেখলেন, অদূরেই ভীড়ের পাশ দিয়ে একজন সৈনিক যাচ্ছে। সৈনিকটা তাঁর পরিচিত। ভারী সুযোগ পেয়ে গেলেন কুৎবার্ট। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্‌বে না—অর্থাৎ ষড়যন্ত্র-

কারীদের ষড়যন্ত্রের কথাও প্রভুকে জানানো হবে, সিসেলিকেও দেখতে যাওয়া যাবে এবার নিশ্চিন্তে।

সৈনিকটাকে কুৎবার্ট নিকটে ডাকলেন। একটুকরা কাগজে তিনি লিখলেন, মঁসিয়ে রেণার্ড আর তাঁর দলের ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত। তারপর অনুরোধ জানালেন তাঁকে সাবধান হতে ও নিধন করতে সেই পরম শত্রুদের।

সৈনিক চ'লে গেল।

কুৎবার্ট একবার সৈনিকের দিকে তাকালেন, পরে চাইলেন তিনি ম্যাগগের দিকে,—ইঙ্গিতপূর্ণ চাহনি।

ম্যাগগ্ তখন চলতে লাগল। কুৎবার্ট চললেন তার সঙ্গে সঙ্গে।

দিনের মতো আলোতে তারা ভীড় ঠেলে ঠেলে চলেছে। কিছুক্ষণ চলার পর সেই বিরাট প্রাঙ্গণের বিরাট ভীড়ের শেষ হ'ল একটা প্রকাণ্ড উঁচু জায়গার নীচে। সেইটা পেরিয়ে গিয়েই সুরু হয়েছে আবার একটা খাল। খালের ওপারে কারাগারের বাড়ী। তার পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে খালটা চ'লে গেছে অনেকদূর। কিন্তু কতদূর, তা রাতের বেলায় ঠাহর করা গেল না। শুধু তার শান্ত জলের ওপরে দেখা গেল, ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় আলো-ছায়ার অবিরাম খেলা চলেছে।

হঠাৎ ম্যাগগ্ একটা কী রকম শব্দ করলে। কুৎবার্ট তা একটুও বুঝতে পারলেন না।

ম্যাগগ্ বললে—"এই খালটা আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে।"

—"সাঁতরে?" জিজ্ঞেস করলেন কুৎবার্ট।

—"কেন, ভয় পাচ্ছেন নাকি হুজুর ?"

—"না, ভয় ঠিক নয়।"

—"তবে ?"

—"এই রাতের বেলায় !"

—"তা কি করা যাবে বলুন ? একটা মাত্র পুল। তাও কোনো রকমে যাওয়া যায় এমনি ধরণের তৈরী। রাত আটটা বাজলে, সেটাকে তুলে দেওয়া হয়। তাই খাল পেরোবার আর কোনো উপায়ই নেই।"

—"কিন্তু !..."

—"এর পরে আর কিন্তু নেই। যেতে যখন আপনাকে হবেই তখন আর লাভ নেই কিছু ভেবে।"

ম্যাগগ্ একটু হাসলে রহস্যের হাসি।

—"কিন্তু আমি যে সাঁতার কাটতে জানি না !"

—"অঃ—! একটা অজানা মেয়েকে হুজুর ভালোবাসতে জানেন, আর দরকার হলে একটু সাঁতার কাটতেও জানেন না ? তা বেশ, বেশ।"

খানিকটা দূরের পুল ততক্ষণ তৈরী হয়ে গেছে। ম্যাগগ্ বুঝতে পেরেছে তাদের সাঙ্কেতিক নিয়মে। তাই সে বললে—"হুজুর, কিছু যেন মনে করবেন না। দেখছিলাম আপনি সত্যিই যেতে চান কিনা।" ... ...

কারাগারেরই একটা কক্ষে আজ প্রহরীদের ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। সেইখানে সিসেলি নিশ্চয়ই থাকবে আর দেখাও হবে

তার সঙ্গে সেইখানে। কুৎবার্টকে নিয়ে ম্যাগগ্ এসে গন্তব্যস্থানে পৌঁছল। রাত্রি তখন দশটা।

নৈশ আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ইতঃপূর্ব্বে আহারও শেষ হয়ে গেছে অনেকের। তাই ম্যাগগের ডাক পড়ল এবং তখনো যারা অভুক্ত তাদের হ'ল ডাকা। প্রহরীদের সঙ্গে কুৎবার্ট চললেন সেই ভোজে, যদিও তিনি ছিলেন সেখানে অনিমন্ত্রিত। আজ আর কুৎবার্টের মান-সম্ভ্রমের বালাই ছিল না মোটেই। শুধু যে কোনো প্রকারে হোক সিসেলিকে একটিবার তিনি দেখতে চান।

কারা-প্রাসাদের মাঝখান দিয়ে পথ—ঠিক স্যাঁৎসেঁতে গলির মতো অপ্রশস্ত। দুইধারে তার সারি সারি কক্ষ। পথের বাঁকে ছাড়া আলো সেখানে একটিও নেই—তাও অনুজ্জ্বল। বিশেষ লক্ষ্য করলে, তবে নজরে পড়ে কক্ষগুলোর রুদ্ধ দরজা। তারই মধ্য দিয়ে কুৎবার্ট চলেছেন ম্যাগগের সঙ্গে। কিছুদূর গিয়ে তারা একটা আঁকা-বাঁকা পথের ওপরে পড়ল। সেই পথের শেষাংশে দাঁড়িয়ে ছিল আরো দুটি বিরাটকায় প্রহরী। এদের তোমরা চেন, এরা ওগ্ আর গগ্। সঙ্গে তাদের বামনাবতার সেই ক্ষুদ্রকায় বীর জিট্। কুৎবার্ট আর ম্যাগগ্‌কে দেখেই সে তার কোমর-বন্ধে ঝুলানো তরবারির খানিকটা নিষ্কোষিত ক'রে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করলে।

কুৎবার্টের ভারী হাসি পেল তা দেখে। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে গম্ভীর হতে হ'ল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি একটা প্রত্যভিবাদন জানালেন।

ম্যাগগ্ তার প্রিয় ভৃত্য জিটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে কুৎবার্টের।

—"হুজুর! দেখতে ওকে অতটুকু। কিন্তু বুদ্ধি আছে পুরো-মাত্রায়। তা' ছাড়া বিশ্বাসীও খুব। সিসেলিকে যখন কোনো পত্র পাঠাবার প্রয়োজন হবে, তখন নিঃসন্দেহে দেবেন ওর হাতে, ঠিক পৌঁছে দেবে। বিরাট এই টাওয়ারের অলি-গলি, পথ-অপথ, এমন কি ভূগর্ভের অতি নির্জ্জন কক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই ওর জানা, নখ-দর্পণে আছে ওর।"

জিট্ তার তরবারিতে একটা ঝনৎকার দিয়ে সেলাম জানালে, অর্থাৎ স্বীকার ক'রে নিলে সে এই সব কথা।

জিটেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ওগ্ আর গগের তো ছিলই। তারাও চলল সেই ভোজে।

কিন্তু খানিকটা পথ এগিয়ে এসে হঠাৎ সবাই থমকে দাঁড়াল।

অদূরে একটা কি গণ্ডগোল হচ্ছে। অনেকগুলো লোক হৈ-হল্লা করছে সেখানে। ব্যাপারটা কী জানবার জন্য তারা উদ্যত হয়েছে, এমন সময় একটা উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল। একজন রাজ-কর্ম্মচারী ঘোষণা করলে—"তোমরা সব স'রে দাঁড়াও। এই পথ দিয়ে একজন কয়েদীকে নিয়ে আসছে, তাই একটু পথ ক'রে দিতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গেই অতি নিকটের একটা দেওয়ালের গায়ের বিরাট পাষাণখণ্ড কেঁপে উঠল। তারপর সশব্দে নেমে গেল সেটা নীচে। তখন দেওয়ালটাকে দেখতে হ'ল ঠিক একটা বিশ্বগ্রাসী দানবের মুখের মতন। যেন মুখটাকে সে হা ক'রে শিকারের প্রতীক্ষায়

ভয়ঙ্করভাবে তাকিয়ে আছে। আর মুখের মধ্যে লক্-লক্ করছে তার লাল জিহ্বা!

জিব এল কোত্থেকে?

বলছি শোন। আশ্চর্য্য হবার এতে কিছু নেই। জিব সেখানে সত্যিই ছিল না। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর পাষাণের ফাঁক দিয়ে একটা অস্পষ্ট আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিল। লাল—খুবই গাঢ় লাল রঙের সেই শিখাটা। তাকে দেখলে লেলিহান জিহ্বার মতোই মনে হয়। সকলে সেই আলোর দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্মিত ও নীরব হয়ে তাকিয়ে রইল তারা একদৃষ্টে।

লাল অস্পষ্ট আলো! সেই অস্পষ্ট আলোয় পাষাণ-গহ্বরের মধ্যে দেখা গেল, আরো ভীষণ অস্পষ্ট কয়েকটা মুখ। ক্রমে ক্রমে আলোটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। দূরের লোকগুলোও এগিয়ে এল নিকটে। সম্মুখে দু'জন ঘোষক। পিছনে তাদের অনেকগুলো সৈন্য। সৈন্যদের কারো হাতে তরবারি, কারো হাতে বন্দুক রয়েছে। আবার কারো কারো হাতে বা রয়েছে মশাল। তাদের মাঝখানে একজন লোক। লোকটার হাত-পা দুই-ই আছে বাঁধা। সে-ই বন্দী!

মশালের আলোগুলো দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবার কয়েদীকে। কয়েদীর বয়স মাত্র উনিশ কি বিশ বছর হবে! মুখে চোখে তার ভয়ঙ্কর অত্যাচারের ছাপ পড়েছে। পরণের পরিচ্ছদগুলো ছিন্ন। গাঢ় রক্তের ছোপ লেগে আছে তাতে! মাথার উস্কোখুস্কো সমস্ত চুল রক্তে ভিজে গেছে।

পাক খেয়ে খেয়ে জড় হয়ে জমে' আছে সেগুলো এক এক জায়গায়। মুখের ওপর গড়িয়ে পড়েছে তার আহত মাথা থেকে প্রবাহিত রক্ত-ধারা! সেই রক্ত-স্রোতের মধ্য দিয়ে তখনো আয়ত চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে—পিঞ্জরাবদ্ধ নিরুপায় সিংহের যন্ত্রণাকাতর চোখগুলো যেমন ক'রে জ্বলে ঠিক তেমনি!

তাকে দেখেই কুৎবার্ট এক মুহূর্ত্তে চিনতে পারলেন। এ-তো সেই ছোক্‌রা, যে সেই বুড়ীর সঙ্গে পথে সম্রাজ্ঞীর কাছে এসেছিল। কিন্তু সে এখানে এল কেমন ক'রে? সম্রাজ্ঞী জেন্ তো তাকে ক্ষমা করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী যাকে ক্ষমা করলেন, তাকে এমন নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা হ'ল কার? কুৎবার্ট বিস্মিত হলেন, ক্রুদ্ধও হলেন ভয়ানক! ক্রোধটা কেবল তাঁর রাজ-আজ্ঞা অবহেলা করার জন্যই নয়। কারণ তাঁর কাছে রাণী জেন্ শুধু ইংলণ্ডের রাণীই নন, প্রভু-পত্নীও বটে। অতএব তাঁর আদেশ অমান্য করার মতো স্পর্দ্ধা থাকতে পারে কার, সেই খোঁজ নিতে কুৎবার্ট অগ্রসর হলেন।

—"সম্রাজ্ঞী একে ক্ষমা করেছিলেন। তবে, কার আদেশে তোমরা···"

কুৎবার্টের প্রশ্ন শেষ হবার আগেই একজন ঘোষক বাধা দিলে। সে বললে—"ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের আদেশে।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ঘোষক ব'লে উঠল—"হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। ভয়ানক শয়তান এই লোকটা! লোককে ক্ষেপিয়ে তুলছিল! রাজ-পথে দাঁড়িয়ে ও চীৎকার করছিল—জয় রাণী মেরীর জয়! আমাদের মহারাণীর অপমান করে! বিশ্বাস-ঘাতক! রাজদ্রোহী!!"

কুৎবার্টের ভারী ঘৃণা হ'ল গিল্‌বার্টের ওপর। বিকৃতমুখে বললেন—"অকৃতজ্ঞ! নরপশু কোথাকার!"

পরে গিল্‌বার্টের দিকে তাকিয়ে কুৎবার্ট বললেন—"এই ছোক্‌রা! রাণী তোমাকে দয়া করেছিলেন, এই বুঝি প্রতিদান তার?"

গিল্‌বার্ট উন্মাদের মতো হেসে উঠল। মুহূর্ত্তখানেক সে তাকিয়ে রইল অর্থহীন দৃষ্টিতে। তারপর উত্তর করলে—"রাণী! কে রাণী? তোমাদের ওই লেডী জেন্ ডাড্‌লি? হাঃ—হাঃ—হাঃ! আমার রাণী—রাণী মেরী, সম্রাজ্ঞী মেরী! এতে মৃত্যু আমার ঘনিয়ে এসেছে, তাও জানি। কিন্তু দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, বাক্‌শক্তি থাকবে জিহ্বায়, ততক্ষণ আমি মুক্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে বলব—রাণী মেরী! দেবী মেরী! আমার সম্রাজ্ঞী, মেরী!"

—"চুপ্! চুপ্ শয়তান!"

সপাং ক'রে একটা চামড়ার তৈরী চাবুক এসে পড়ল গিল্‌বার্টের পিঠে। অমনি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল সে। চোখের পলকে তার পিঠ দিয়ে দর-দর ক'রে গড়িয়ে পড়ল শোণিত-ধারা!

গগ্ জিজ্ঞেস করলে ঘোষককে—"কোথা থাকবে এই কয়েদী?"

—"প্রহরীদের কক্ষের নিকটেই।" উত্তর দিলে ঘোষক।

—"বেশ। এখন চল ভোজে যাওয়া যাক্। কয়েদীটাকেও সেখানে নিয়ে চল। পিঠে তো ব্যাটার প্রচুর পড়েছে, সেখানে গেলে ওর পেটেও কিছু পড়বে। তা' ছাড়া, রাত হয়ে গেছে অনেক। সকলের হয়ত খাওয়াও হয়ে গেছে। বাকী আছি যা আমরা ক'জন।"

—"হ্যাঁ, কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়। চল তাই যাওয়া যাক।"

সবাই তারা ভোজ খেতে গেল। সঙ্গে বন্দী গিল্‌বার্টকে নিয়ে চলল একটা বলির পশুর মতো টেনে। তাদের পিছনে চলল ওগ্‌, গগ্‌, ম্যাগগ্‌, জিট আর কুৎবার্ট।

মুহূর্ত্ত কয়েকের মধ্যেই তারা এসে পৌঁছল ভোজ-মণ্ডপে।

—পাঁচ—

মস্ত বড় একটা কক্ষে ভোজের জায়গা হয়েছে। কক্ষটা সাজানো হয়েছে ভারী সুন্দর। ম্যাগগ্‌রা দেখলে, ভোজ তখনো শেষ হয়নি। নিমন্ত্রিতদের একটা দল সবেমাত্র ভোজ সেরে উঠছে। তা' ছাড়া, পাশের কক্ষে অপেক্ষা করছে ও পায়চারী করছে বারান্দায় আরো জনকয়েক। নিপীড়িত বন্দীকে সেখানে একটা জায়গায় বেঁধে রাখা হ'ল। জায়গাটা ভোজ-মণ্ডপের অতি নিকটেই। কারণ, উৎসব-মত্ত প্রহরীদের মধ্যে দু'একজন অন্যমনস্ক হলেও কারো না কারো নজর তার উপর নিশ্চয় থাকবে।

বন্দী!

বন্দী হলেও সে মানুষ, একটা যুবক সে। তার সারা দেহের ওপর নির্ম্মম অত্যাচারের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। মুখের ওপর পড়েছে একটা কালো ছায়া। আশে-পাশে চারদিকে তার মানুষগুলো ঘুরছে। সকলেই মুক্ত, ভোজে ও উৎসবে মত্ত তারা সকলেই। ক্ষতের ব্যথা আর অনাহারের জ্বালা তাকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছে। চোখ মেলে চাইতেও কষ্ট হচ্ছে তার। তবুও মনের জ্বালায় সে এক-একবার কটমট ক'রে সেইদিকে চাইছে।

তোমরা হলে নিশ্চয় ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে। হয়তো জিজ্ঞাসাও করতে কত কি কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেখানকার কেউই তার দিকে ফিরে চাইলে না!

—কেন?

তারা যে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রতিদিনই তারা দেখে। কত রকমের নূতন নূতন কয়েদী আসে এই বন্দীশালায়। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে ওই সব প্রহরীদের ওপরে। আদেশমতো নিজের হাতেই বন্দীদের তারা প্রহার করে, নির্য্যাতন করে নির্ম্মমভাবে। কখনো কখনো বন্দী সেই অত্যাচার আর সহ্য করতে পারে না। যন্ত্রণায় কুঁচকে সে আর্ত্তনাদ করে, ঢ'লে পড়ে মাটির কোলে! তাই বন্দী গিল্‌বার্টকে দেখবার জন্য ওদের কোনো ব্যস্ততা ছিল না।

এদিকে চোলমণ্ড্‌লে খুব অধীর হয়ে উঠেছেন। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে তিনি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, ভোজ-মণ্ডপে তা' ছাড়া অন্ধকার হলেও বাইরে যতদূর দেখা যায়, চেয়ে চেয়ে দেখলেন। কিন্তু সিসেলিকে কোথায়ও দেখতে পেলেন না। তখন ম্যাগগ্‌কে তিনি বললেন—"কই, সিসেলি কোথায়? আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।"

সিসেলি ছিল সেদিন হেঁসেলে। চোলমণ্ড্‌লেকে ম্যাগগ্‌ সেই পাষাণপুরীর হেঁসেলে পৌঁছে দিলে। স্তিমিত আলোতে দেখা গেল, একটি মেয়ে সেখানে চুপচাপ ব'সে আছে। তাকে দেখিয়ে ম্যাগগ্‌ ইসারায় বুঝিয়ে দিলে ওই মেয়েটিই সিসেলি।

চোলমণ্ড্‌লে তাকে হঠাৎ চিনতে পারেননি। একে অনুজ্জ্বল

আলো, তাতে আবার কালো ওড়নার মধ্যে সিসেলির মুখখানা ছিল লুকানো।

সিসেলি অবাক হ'ল! একজন অজানা লোক একেবারে ঢুকে পড়েছে হেঁসেল ঘরে! মাথার ওড়নাটা একটু সরিয়ে সে আগন্তুকের মুখের পানে তাকালে। তাকিয়েই মুখখানা নীচু করলে সিসেলি। চোলমণ্ড্লে যে এখানে আসবেন তা সে আশা করেনি। কিন্তু কথা বলতে ভারী ভয় করছিল তার। কেবলি মনে হচ্ছিল,—যেন আশে-পাশে আরো লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাই নিজেকে বেশ সংযত ক'রে মাথার ওড়নাটা আবার টেনে দিলে এবং নীরবেই সে ব'সে রইল স্থির হয়ে।

সিসেলির ব্যবহারে চোলমণ্ড্লে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তা' ছাড়া ভয় আর ভাবনাও যে তাঁর না হ'ল তা নয়। কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্যই। কারণ সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা এসে তাঁর মনের সাহস হঠাৎ দ্বিগুণ ক'রে তুললে। চিন্তাটা এই,—'যেমন তেমন একজন প্রহরী তো আমি নই! স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর স্বামী ডাড্লির একেবারে খাস অনুচর আমি। আর সে-কথা জানে না, এমন লোক এই টাওয়ারে কেন, বাইরেও বোধ হয় নেই। অতএব এর যে কোনো স্থানেই আমার অবাধ গতি! এতে ভয়ের কি থাকতে পারে?'

চোলমণ্ড্লে এগিয়ে গেলেন। আরো নিকটে গিয়ে বসলেন তিনি সিসেলির কাছে। সিসেলি তার ওড়নার আড়াল থেকে একটু মৃদু হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালে। তখন চোলমণ্ড্লে সুরু করলেন

কত গল্প বলতে। প্রথমে নিজের পরিচয় আর সম্মানের কথা বললেন, তারপর বললেন, যোগ্যতার কথা। সবার শেষে সিসেলিকে যে তিনি বিয়ে করতে চান তাও বললেন।

সিসেলি একবার চোলমণ্ড্লের মুখের পানে চাইলে, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চাহনি! কিন্তু ভাষায় কিছু বললে না। মুখ নীচু ক'রে একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে রইল সে। শুধু তার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

সিসেলির সুন্দর হাতখানার ওপর চোলমণ্ড্লে তাঁর হাত রেখে প্রশ্ন করলেন—"কি ?"

—"কিছু না !"

এই ব'লে সিসেলি একটু চেষ্টা ক'রে হাসল, পরে বললে—"আমিও তাই চাই।"

হঠাৎ চোলমণ্ড্লের চোখ পড়ল, যেন বিরাটকায় একটা লোক অকস্মাৎ লুকিয়ে স'রে গেল ওধার থেকে। সিসেলিও তাকে দেখল, —কারাধ্যক্ষ নাইটগাল !

দু'জনেই তাকে চিনতে পেরে শিউরে উঠল।

সিসেলির সারা দেহটা তখন কাঁপছে—থর-থর ক'রে কাঁপছে ভয়ে। আর্ত্তকণ্ঠে সে চুপিচুপি বললে—"তুমি আমায় বাঁচাও। আমাকে ও মেরে ফেলবে !"

কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সিসেলির আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে প'ড়ে গেল, নাইটগাল শয়তান, ভয়ানক নিষ্ঠুর সে। একটুও দয়া নেই, মায়া নেই তার একটুও। এই টাওয়ারে যত রকমের

নৃশংস কাজ আছে, তা সবই তার দ্বারা সম্ভব। ঈর্ষ্যায় নাইটগাল চোলমণ্ড্লেকে খুন ক'রে ফেলবে! হয়তো আমিও নিস্তার পাব না তার হাত থেকে।

সভয়ে সিসেলি বললে—"পালাও, তুমি পালাও! শীগ্গির পালিয়ে যাও এখান থেকে।"

চোলমণ্ড্লে একটু হাসলেন, বললেন—"ভয় কি?"

তারপর আরো কিছুক্ষণ তাদের কথা হ'ল। টাওয়ারটা প্রায় নীরব হয়ে এসেছে, রাতও হয়ে এসেছে নিশুতি। উৎসবের সে কোলাহলে পড়েছে ভাটা। কিন্তু পরিচিত সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

চোলমণ্ড্লে চলেছে, সঙ্গে চলেছেন তার সিসেলি। পাশাপাশি হাতে হাত দিয়ে তারা এগিয়ে চলছিল টাওয়ারের একটা পথে। পথটা অত্যন্ত সংকীর্ণ, অন্ধকারও খুব। নির্জ্জন এই পথের সন্ধান সবাই জানে না। তাই ওদের ভয় ছিল খুব কমই। অথচ চলতে চলতে খানিকদূর যেতেই সিসেলি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তার মনে হ'ল,—মনে হ'ল কেন স্পষ্টই সে দেখলে, সামনের দেওয়ালটা নড়তে নড়তে আবার থেমে গেল যেন তাদের দু'জনকে দেখেই। চোলমণ্ড্লে কিন্তু তা লক্ষ্য করেননি। তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি থেমে গেলে যে?"

—"কে, কে ও?"

ভীতকণ্ঠে ফিস্-ফিস্ ক'রে উত্তর দিলে সিসেলি।

—"কই?"

—"ওই যে, ওই দেওয়ালের পাশে!"

দেওয়ালটা ন'ড়ে উঠল, বেশ স্পষ্টই ন'ড়ে উঠল এবার তা' ছাড়া দেওয়ালের একটা অংশ তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে সেই অংশটা বিভক্ত হ'ল আরো দুই ভাগে। তখন পাষাণপুরীর সেই দেওয়ালের ফাঁকে দেখা গেল, অন্ধকারে দুটি বিরাট মূর্ত্তি এগিয়ে আসছে। সিসেলি শিউরে উঠল। চোলমণ্ড্‌লের হাতটা চেপে ধরলে সে ভয়ে।

চোলমণ্ড্‌লেও ভয় পেয়েছিলেন। নিশীথ রাত। চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সীমাহীন পৃথিবী সুপ্ত। সুপ্ত এই বিরাট টাওয়ারের পাহারায় রত প্রহরী ছাড়া আর সকলেই। আসন্ন বিপদে সহসা কারো সাহায্য পাবার এখানে সম্ভব নেই। অথচ তারই মাঝে অজানা এই পথের আবছা অন্ধকারে প্রেতের মতো ভয়াবহ দুটি মানুষের মূর্ত্তি!

কিন্তু ভয় তাদের যত বেশীই হোক তখন পালাবার উপায় ছিল না আর মোটেই। কারণ লোক দুটো প্রায় এসে পড়েছে তাদের সামনে।

লোক দুটো কে?

এরা দু'জন আর কেউ নয়—আর্ল অব পেম্‌ব্রোক একজন আর একজন মঁসিয়ে রেণার্ড।

ক্রমে ক্রমে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

স্বরটা আর্লের গলার স্বর। তিনি কথা কইছিলেন রেণার্ডের সঙ্গে—"আপনার অনুমান দেখছি সত্যই হয়েছে। বুদ্ধিকে আপনার তারিফ না ক'রে উপায় নেই।"

চোলমণ্ড্লে এঁদের চিনতে পারলেন।

ম'সিয়ে রেণার্ড একটু হেসে বললেন—"হ্যাঁ, আমাদের একটা গুপ্ত সংবাদ ও জানে। সে-কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে।"

—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, আছে বই কি—নিশ্চয় মনে আছে। আমাদের সেই ষড়যন্ত্রের সমস্ত বিষয়ই ও জানে। আর ও যে আমাদের ষড়যন্ত্রটা এখন ফাঁসিয়ে দিতে পারে, তাও মিথ্যে নয়। তাই ও যাতে আর কিছুতেই প্রাসাদে না ফিরতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

—"হ্যাঁ, তাই হবে। ও কোনো দিনই আর প্রাসাদে ফিরতে পাবে না!"

হঠাৎ পাশের দেওয়ালের আর একটা অংশ থেকে এই কথাগুলো শোনা গেল।

ম'সিয়ে রেণার্ড এই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠলেন। আর্ল অব পেম্‌ব্রোকও উঠলেন চম্‌কে—"কে, কে তুমি?"

একজন লম্বা ও কালো লোক তাদের দিকে এগুতে এগুতে বললে—"আপনারা যদি আমার ওপর ওকে আটক রাখার ভার দেন, তা'হলে চিরকাল আমি ওকে আটক রাখব। পৃথিবীর কেউ জানতে পাবে না, সূর্য্যও পাবে না ওকে দেখতে!"

ব'লেই সে খপ্‌ ক'রে চোলমণ্ড্লের হাতখানা চেপে ধরলে। নিরুপায় সিসেলি তখন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল ভয়ে। সেই ভীষণ লোকটা অমনি ধমক দিয়ে বললে—"চুপ্‌, চুপ্‌ কর শয়তানী।"

রেণার্ড এতক্ষণে কথা কইলেন—"কে তুমি?"

—"আমি লরেন্স নাইটগাল। হুজুরের বান্দা।"

—"ওঃ! টাওয়ারের কারাধ্যক্ষ ?"

—"হ্যাঁ, হুজুর।"

—"কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য ?"

—"উদ্দেশ্য ? প্রতিশোধ।"

—"কিসের ?"

—"এই মেয়েটাকে আমি বিয়ে করতে চাই, হুজুর।"

—"হ্যাঁ, বুঝেছি। আর এই মেয়েটা চায় ওকে বিয়ে করতে, কেমন ?"

—"হ্যাঁ, হুজুর।"

—"উত্তম। তোমার ওপরেই এর ভার দেওয়া যেতে পারে।"

—"নির্ভয়ে হুজুর। আমি জীবিত থাকতে এর নিস্তার নেই।"

—"কিন্তু সাবধান। গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লির ও অনুচর।"

—"জাহান্নামে যাক।"

ব'লেই নাইটগাল ধাক্কা দিয়ে চোলমণ্ড্‌লেকে পাশের একটা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ গলির দিকে ঠেলে দিল।

চোলমণ্ড্‌লে যেতে আপত্তি করলেন। প্রথমে একটু টানাটানি, পরে ধস্তাধস্তিও করলেন তিনি। কিন্তু নাইটগালের হাতের বিষম ছুরিকা দেখে আর কোনো আপত্তিই তাঁর রইল না। একেবারে শান্ত ছেলেটির মতো স্থির হয়ে এগিয়ে চললেন তার সঙ্গে সঙ্গে।

আর্ল অব পেম্‌ব্রোক আর মঁসিয়ে রেণার্ড হাসিমুখে অন্তর্হিত হলেন।

সিসেলি দাঁড়িয়ে রইল। স্থির জড়পুত্তলির মতো সে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। যেন মাটির সঙ্গে পা দুটো তার আটকে গেছে !

এইভাবে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত্ত।

এরপর হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে এল সিসেলির। তখন চেয়ে দেখলে, সে একা। আর কেউই সেখানে নেই। সিসেলি ছুটে চলল। পাগলের মতো সে ছুটে চলল সেই পাশের গলির দিকে, যেদিকে চোলমণ্ডেলেকে নিয়ে গেছে নিষ্ঠুর নাইটগাল।

সেই রাত্রেই রাণীর কক্ষ থেকে ডাক পড়ল গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লির। একটা জরুরী সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। ডাড্‌লি ছিলেন সেখানে। তা' ছাড়া ঐ সভায় অধিনায়ক ছিলেন তাঁর বাবা ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড। সভাটা করছেন তিনি অতি সাবধানে, অতি সতর্কতার সঙ্গে। তাই অধিক রাত্রে বসবে এই গুপ্ত-সভা ; অর্থাৎ সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, এমন কি পৃথিবীও পড়বে ঘুমিয়ে, তখন। অত্যন্ত গুরুতর বিষয় আলোচনা হবে কিনা !

রাণী জেনের সঙ্গে তাঁর বোন লেডী হারবার্ট ছিলেন আর ছিলেন সঙ্গিনী লেডী হেষ্টিংস্। স্বামীর অনুপস্থিতিতে রাণীর সময় যেন আর কাটছিল না। মনে হচ্ছিল, তিনি অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন। তাই দেখে হঠাৎ লেডী হেষ্টিংস্ বললেন—"অধিক রাত্রি জেগে থাকতে সম্রাজ্ঞীর বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে। অথচ সভা বসতে এখনো দেরী আছে ঢের। অকারণ ব'সে ব'সে ক্লান্ত না হয়ে চলুন আমরা সেণ্ট জনের গির্জ্জা দেখে আসি।"

সেণ্ট জনের গির্জ্জা ছিল হোয়াইট টাওয়ারে। তার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের কথা এঁরা বহুদিন থেকেই শুনে আসছিলেন। কিন্তু স্বচক্ষে তা দেখবার মতন অবকাশ ইতঃপূর্ব্বে কোনো দিন হয়নি। লেডী হারবার্টও এই প্রস্তাবে খুব খুশী হয়েই সমর্থন জানালেন। তখন রাণী জেন্ আর বিলম্ব না ক'রে লেডী হারবার্ট ও লেডী হেষ্টিংস্‌কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সেই অদেখা গির্জ্জার উদ্দেশে।

ছু'জন প্রহরীর একজন চলল পিছনে, অপরজন তাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এইভাবে বড় বড় গ্যালারী আর ছোট বড় কত পথ পেরিয়ে তাঁরা চললেন এগিয়ে।

এতক্ষণে তাঁরা এসে হোয়াইট টাওয়ারে পৌঁছলেন।

নীরব নিশুতি রাত। কয়েকজন প্রহরী ছাড়া জনমানবের কোথায়ও সাড়া নেই। চারদিক থম-থম করছে। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ীর মতো মাথা উঁচু ক'রে এই পাথরের তৈরী বিরাট টাওয়ার।

রাণী জেনের মনে হ'ল, যেন এ-স্থানটি তাঁর পরিচিত। তাই একজন প্রহরীকে তিনি প্রশ্ন ক'রে জানলেন, পাশেই এর মন্ত্রণা-সভা। সভয়ে রাণী শিউরে উঠলেন। কতকগুলো লোক তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল আর তাঁর শ্বশুর তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আটকে রেখেছিলেন এইখানেই। না জানি তার ফলাফলও গড়িয়েছে কত দূর! তা' ছাড়া রাণীর আর একটা কথাও হঠাৎ মনে পড়ল। মনে প'ড়ে গেল তাঁর পূর্ব্বকার সব রাণীদের অভিনয়ের কথা।

অভিনয়!

হ্যাঁ, অভিনয় ছাড়া আর তাকে কি বলব? নইলে একটা সাম্রাজ্যের রাণী কখনো দু'এক রাত্রির জন্য হয়? এখানে কিন্তু সত্যি সত্যি তাই হয়েছিল। বিরাট এই টাওয়ারের রঙ্গমঞ্চে রাণীর ভূমিকায় এর পূর্ব্বে অভিনয় ক'রে গেছেন তাঁর মতো আরো অনেক মেয়ে। আর অভিনয়-শেষে পুরস্কারও পেয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট। তবে মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরৎ কিংবা জমিদারী নয়,—ডাক পড়েছে তাঁদের একেবারে মশানে। সেখানে চোখের পলকে ছিন্নমুণ্ড ধূলোতে গড়িয়ে গেছে! অথচ তাঁরাও ছিলেন রাণী!

রাণী জেনের দেহটা আর একবার কেঁপে উঠল। তাঁরও যদি এমনটি হয়! শুধু তাঁর নয়, তাঁর স্বামীরও!—না না, ভগবান! রাণী হয়েছি আমি। প্রাণদণ্ড যদি হয়, আমার একার হোক্। ওঁকে যেন তুমি বাঁচিয়ে রেখো প্রভু!—মনে মনে অতি কাতরভাবে রাণী প্রার্থনা জানালেন।

তারপর প্রহরীকে তিনি প্রশ্ন করলেন—"গির্জ্জা কোন্ দিকে?"

—"ওই যে, আপনার সম্মুখেই দেখা যাচ্ছে সম্রাজ্ঞী।"

উত্তর দিয়ে প্রহরী অভিবাদন করলে।

সম্রাজ্ঞী তখন প্রহরীর কাছ থেকে গির্জ্জার বিষয় আরো অনেক কথা জেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গিনীদের বললেন—"তোমরা এখানে দাঁড়াও। গির্জ্জার মধ্যে আমি একলা যাব। এক্ষুনি ফিরে আসছি। দেখা হবে আবার এখানেই।"

সঙ্গিনীরা ওঁকে বাধা দিলেন। একাকী যেতে অনেক নিষেধ করলেন তাঁরা।

প্রহরীরাও বললে—"এ অতি দুঃসাহসিক কাজ। রাতের বেলায় অনেক অভাবনীয় বিপদ ওখানে ঘটতে পারে রাণীমা!"

তবুও রাণী অচল রইলেন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কারো কোনো কথায় একেবারেই কান দিলেন না। শুধু বললেন—"ভয় ও ভাবনার কিছু নেই। দু'চার মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। যদি না ফিরি, তবে তোমরা আমার সন্ধান নিও।"

বিরাটকায় দৈত্যের মতো প্রহরীরা পর্য্যন্ত তাঁর এই অস্বাভাবিক কার্য্যে বিস্মিত হ'ল। আতঙ্কে শিউরে উঠল তারা। রাতের বেলায় একাকী ওই গির্জ্জায় যেতে তাদেরও সাহস হয় না। আর……!

রাণীর কিন্তু কিছুই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রহরীদের কাছ থেকে একটা আলো তিনি সংগ্রহ করলেন। তারপর এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চললেন তাদেরই নির্দ্দেশমতো পথ দিয়ে। মুহূর্ত্তকয়েক চলবার পর তাঁর মনে হ'ল, যেন এই পথ দিয়ে তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। আরো কয়েক পা গেলেই দরজা। দরজার সম্মুখে একটা গোলাকার কক্ষ। এই কক্ষটা পেরিয়ে একটা পথ চ'লে গেছে। সেই পথ ধ'রেই তাঁকে এবার চলতে হবে। কারণ, হাতের আলোতে যতদূর দেখা যায়, তাতে আর কোনো পথই নজরে পড়ছে না।

অপরিসর এই পথটার চারদিকে শুধু অন্ধকার। বিকট, বিশ্রী, ঘুটঘুটে অন্ধকার! অতি নিকটের জিনিসও নজরে পড়ে না। রাণী জেন্ এগিয়ে চলেছেন। তারই মধ্য দিয়ে স্রেফ্ একাকী চলেছেন

তিনি। সঙ্গে ছিল তাঁর একটা মাত্র আলো। এতক্ষণে আলোটাও নিষ্প্রভ। দশদিক থেকে সে আপনাকে সঙ্কুচিত ক'রে এনেছে; মরা মানুষের চোখের তারার মতোই হয়ে আসছে ক্রমশঃ দীপ্তিহীন। সুদীর্ঘ পথের বাইরে ও ভেতরে কোথায়ও তার উদার আহ্বান যেন আর নেই।

চলতে চলতে আরো খানিক দূর এগিয়েই হঠাৎ আবছা আলোতে রাণী দেখলেন, যেন একটা কালো আলখিল্লা-পরা লোক তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অজ্ঞাত এক আতঙ্কে তাঁর গায়ের লোমগুলো সোজা হয়ে উঠল, সারা দেহটা হয়ে উঠল ভারী। পা দুটো আর সামনের দিকে এগুতে চায় না। ফিরে যাওয়ার একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা তাঁর মনে দেখা দিলে। কিন্তু এমন ভীতুর মত পালিয়ে যেতেও ভারী লজ্জা মনে হ'ল তাঁর। তা' ছাড়া পরমুহূর্ত্তেই ভাবলেন,—এ নিশ্চয়ই ভুল, তাঁর মনের কোনো দুর্ব্বল বিকার মাত্র!

মনে মনে তিনি সাহস সঞ্চয় ক'রে আবার এগিয়ে চললেন। তারপর দেখলেন, এক জায়গায় এসে পথটা শেষ হয়ে গেছে। একটা সিঁড়ি নেমে গেছে সেখান থেকে নীচে। সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই রাণী গির্জ্জার একটা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে এসে পৌঁছলেন। দুই ধারে তার বড় বড় থামের সারি। একটা অবছা অন্ধকারে ভয়ঙ্কর থমথমে ভাব! হাতের আলোটা তখনো জ্বলছে, মিটমিট ক'রেই জ্বলছে। সেই আলোয় দেখলেন—কী সুন্দর মসৃণ দেওয়াল! বিচিত্র তার কারুশিল্প! আর রঙ্গীন চিত্রগুলোই বা কী অপরূপ!

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য রাণীর ভয়টা আর রইল না। অব্যক্ত একটা আনন্দে তাঁর মনখানি গেল ভ'রে। হাতের আলোটা তিনি উঁচুনীচু ক'রে, ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে চারদিকে দেখতে লাগলেন।

এরপর ডাইনে থেকে যেমনি আলোটা একবার বাঁয়ে ঘুরিয়ে নিতে যাবেন, অমনি যেন আবার হঠাৎ কাকে তিনি দেখলেন। তাঁর মনে হ'ল, সেই আলখিল্লা-জড়ানো লোকটাই নিশ্চয়। সে যেন আত্মগোপনের ইচ্ছায় চোরের মত চুপিচুপি নিঃশব্দে স'রে গেল একটা বড় থামের আড়ালে।

রাণী শিউরে উঠলেন। ভয়ঙ্করভাবে এবার ভয় পেয়ে তিনি ত্রস্তে পিছিয়ে এলেন কয়েক পা। কিন্তু দ্রুত স'রে আসবার সময় হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল মেঝের ওপরে। সেখানে অদূরে একটা কি সামগ্রী প'ড়ে রয়েছে! চক্‌চক্ ক'রে উঠছে তার ওপর আলোর ক্ষীণ রশ্মি প'ড়ে! অজ্ঞাত এক আকর্ষণে তিনি সেইদিকে এগিয়ে গেলেন এবং জিনিসটাকে চিনতে পেরেই সহসা চীৎকার ক'রে উঠলেন আর্ত্তকণ্ঠে।

—"কী?"

একটা কুঠার। রক্তের দাগ লেগে আছে সে কুঠারের শাণিত মুখে!

রাণী জানতেন, এই কুঠার ব্যবহৃত হয় বধ্য-ভূমিতে। সমস্ত দেহটা তাঁর ন'ড়ে উঠল, শিথিল হয়ে গেল রক্তের প্রবাহ। হাতের আলোটা প'ড়ে গেল মাটিতে।

সমস্ত অন্ধকার! ভয়ঙ্কর অন্ধকার চারদিকে!!

—ছয়—

দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। লেডী হারবার্ট ও লেডী হেষ্টিংস্ দু'জনেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন সভা-গৃহের পার্শ্বস্থিত একটা ছোট কামরায়। সম্রাজ্ঞীর অধিক বিলম্ব হওয়ায় আর অপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব মনে হ'ল। তাই সম্রাজ্ঞীর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরা তাঁর সন্ধানে বেরুলেন। প্রহরীদের আদেশ করলেন সঙ্গে যেতে। তাদের সাহায্যে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সোজা পথে এসে পৌঁছলেন তাঁরা গির্জ্জায়।

কিন্তু এ কী! চতুর্দ্দিক অন্ধকার, নীরব নিস্তব্ধ। কোনো জন-প্রাণীর সেখানে চিহ্নমাত্রও নেই। তা'হলে সম্রাজ্ঞী কোথায় গেলেন?

বিস্মিত হলেন সবাই। সবাই দুর্ব্বোধ্য চোখে তাকাতে লাগলেন পরস্পরের মুখের পানে। সেই থমথমে নীরবতা হঠাৎ ভঙ্গ করলে যেন কার একটা দীর্ঘশ্বাস। শব্দটা ভেসে এল কক্ষের এক প্রান্ত থেকে! লেডী হারবার্ট আর লেডী হেষ্টিংস্ উভয়েই সেদিকে তাকালেন। নিজেদের হাতের প্রদীপ তাড়াতাড়ি তুলে ধ'রে তাঁরা দেখলেন,—ওদিকে শুধু বিপুলকায় থামের সারি। যেন দানব-সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে! তবু তাঁরা স্থির থাকতে পারলেন না, সেই দিকেই ছুটে চললেন শব্দটা লক্ষ্য ক'রে।

স্তম্ভশ্রেণী পেরিয়ে বারান্দা। পাশে তার সারি সারি কক্ষ।

সবগুলোর দরজাই বন্ধ। মাত্র একটা কক্ষের দরজা খোলা। তার মধ্য থেকেই এই শব্দটা এসেছিল। লেডী হারবার্ট ও লেডী হেষ্টিংস্ দ্রুত সেই ঘরে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে গেল প্রহরীরাও। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন—একটা ছোট্ট কৌচে রাণী শায়িত অবস্থায় প'ড়ে আছেন। তাঁর প্রাণের কোনো চিহ্ন আছে ব'লে মনে হয় না।

তবে কি মৃত!

সকলে ভয় পেলেন। তাঁরা ডাকলেন—"রাণী, মহারাণী!"

কোনো সাড়া নেই, শব্দও নেই রাণী জেনের। তিনি মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। নিঃশ্বাস বইছিল তাঁর অতি ক্ষীণভাবে। হঠাৎ মনে হ'ল, যেন বুকটা একটু ন'ড়ে উঠল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

লেডী হারবার্ট আর লেডী হেষ্টিংস্ প্রাণপণে তাঁর শুশ্রূষা করতে লাগলেন। আর মনে মনে তাঁরা রাণীর জীবন-ভিক্ষা চাইলেন ভগবানের কাছে।

এমনি ভাবে কাটল অনেকক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে তাঁদের অকৃত্রিম সেবা-শুশ্রূষায় রাণীর চেতনা ফিরে এল। কিন্তু তিনি বড় দুর্ব্বল—কিছু কইতে পারলেন না! শুধু চোখে মুখে তাঁর একটা প্রহেলিকা-জড়িত ভাব।

আরো কয়েক মুহূর্ত্ত চ'লে গেল।

রাণী একটু শক্তি সঞ্চয় ক'রে বললেন—"কোনো ভয় নেই। আমি বেশ সুস্থ হয়েছি, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। তোমাদের আর ব্যস্ত হতে হবে না।"

একটু থেমে আবার তিনি বলতে লাগলেন—"আমার কি হয়েছিল না হয়েছিল সে প্রশ্ন তোমরা করো না। কারণ, আমি নিজেও জানি না সে-কথা। তা'ছাড়া আমি চাই সে স্মৃতি বা স্বপ্ন যেন মন থেকে আমার চিরদিনের জন্য দূরে চ'লে যায়, আর তোমরাও যেন কারো কাছে না এ-কথা কোনো দিন প্রকাশ কর। এমন কি আমার স্বামীও না এর কিছুমাত্র জানতে পারেন।"

পরে তিনি প্রহরীদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—"এ আমার আদেশ, তোমাদেরও যেন মনে থাকে এ-কথা।"

সম্রাজ্ঞীর কথাগুলো সবাইকে বিস্মিত ক'রে তুলল, বিমূঢ় ক'রে দিলে আরো। তাঁরা সকলেই এবার প্রাসাদের দিকে ফিরলেন। রাণী চলতে লাগলেন তাঁর বোনের কাঁধে ভর দিয়ে। খানিকটা এগিয়ে ডান দিকের সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই তিনি চুপিচুপি বললেন—"চেয়ে দেখ, মেঝের দিকে চেয়ে দেখ। কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?"

—"কই? না তো!"

—"যাক, ভেগেছে।"

সম্রাজ্ঞী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

—"কি?"

—"কিছু না। ভুলে যেও না, আমি প্রশ্ন করতে মানা করেছি।"

—"আমার মনে হয় দিদি তুমি ভূত দেখেছ।" লেডী হারবার্ট বললেন।

—"চুপ কর। চল, আমি একবার বেদীতে যেতে চাই।"

—"না না, আর বেদীতে যেয়ে কাজ নেই। এখানে থাকতে বড় ভয় করছে আমার।"

—"পাগল, ভয় কি ?" উত্তর দিলেন সম্রাজ্ঞী।

হঠাৎ লেডী হেষ্টিংস্ সেই সময় চুপিচুপি বললেন—"আমার যেন মনে হচ্ছে আমিও কি দেখছি !"

—"বল কি ! কী দেখছ ?" রাণী অতি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন।

—"ওই, কী যেন একটা স'রে গেল !"

—"স'রে গেল ! কোথায় ?"

—"অন্ধকারে, ওই থামের আড়ালে !"

—"কে ?"

—"একটা মানুষ, কালো আলখিল্লা-জড়ানো মানুষ !"

সাহসে ভর ক'রে রাণী উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"প্রহরীগণ ! যাও, এগিয়ে দেখ লোকটা কে ?"

রাণী যেন ইচ্ছা ক'রেই সেই লোকটাকে তাঁর এই আদেশ শুনিয়ে দিলেন।

প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। চোখের পলকে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল অনুসন্ধান করতে। কিন্তু সেই আলখিল্লা-জড়ানো লোকটার কোথাও হদিস পেল না। তারা ফিরে এসে বললে—"কেউ তো নেই ওখানে সম্রাজ্ঞী।"

সম্রাজ্ঞী ঈষৎ হাসলেন।

লেডী হেষ্টিংস্ বললেন—"ও প্রেত। প্রেতকে কখনও স্পষ্ট দেখা যায় না।"

লেডী হারবার্ট উঠলেন অধৈর্য্য হয়ে। তিনি বললেন—"চল পালাই। শীগ্‌গির পালিয়ে যাই এখান থেকে।"

রাণী বাধা দিলেন—"এক মুহূর্ত্ত। প্রার্থনা না ক'রে, আমি গির্জ্জা থেকে ফিরব কেমন ক'রে? তা' ছাড়া ভয়ই বা হ'ল তোমাদের এত কিসের?'

অতএব সকলেই তাঁরা নিরুত্তর হলেন। গির্জ্জার মধ্যস্থিত বেদীর দিকে এগিয়ে চললেন সবাই। সেখানে বেদীর সম্মুখে ব'সে প্রার্থনা করতে লাগলেন সম্রাজ্ঞী। বাকী প্রাণী কয়টি দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর পশ্চাতে। ভয়ে তাঁদের বুক দুরু-দুরু করছিল।

করবেই তো। অমন জায়গায় ভয় না করে কার?

দিনের বেলায়ই এই সেণ্ট জন্ গির্জ্জার চেহারা অতি ভয়ঙ্কর থমথমে থাকে। আর রাতের অন্ধকারে তার সেই গাম্ভীর্য্য ও ভয়ানক ভাব বৃদ্ধি তো পাবেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাণীর প্রার্থনা শেষ হয়ে গেল। এরপর নিজ নিজ কক্ষে তাঁরা ফিরে এলেন। কিন্তু রাণীর স্বামী লর্ড গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লি তখনো গুপ্ত-সভা থেকে ফেরেননি। একাকী ভারী অস্বস্তি বোধ হতে লাগল রাণীর। তাঁর মনে হ'ল, হাত-পাগুলো খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, মনটাও হয়ে পড়েছে ভারী দুর্ব্বল। তিনি শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত পায়চারী করলেন। তবু অন্যমনস্ক হতে পারলেন না, ভুলতে পারলেন না গির্জ্জার সেই স্মৃতি, সেই চিন্তা। রাণী ক্রমশঃই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। শেষে নিরুপায় হয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়। তারপর পড়তে

পড়তেও তাঁর ঘুম এল না, কিন্তু সাহস আর শক্তি এল ফিরে। ভেবে-চিন্তে তিনি মনে করলেন,—গির্জ্জাতে গিয়ে যা ঘটে' গেছে তা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, স্রেফ্ স্বপ্ন মাত্র। তবে, ভারী দুঃস্বপ্ন!

আরো ঘণ্টাখানেক কেটে গেল! অনেক চেষ্টা ক'রেও সেদিন রাণীর চোখে আর ঘুম কিছুতেই এল না। সারারাত্রি তিনি জেগে কাটিয়ে দিলেন।

—সাত—

রাত্রি শেষ হয়ে গেছে। পূবের আকাশে দেখা দিয়েছে ভোরের অস্পষ্ট আলো। দু'-একটা পাখীও তাদের কুলায় ব'সে ডাকতে সুরু করেছে। এমনি সময়ে লর্ড গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লি ফিরে এলেন সভা থেকে। রাণীকে তাঁর পড়া থেকে বিরত ক'রে বললেন—"শোন, একটা ভারী আনন্দের সংবাদ আছে।"

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাণী জেন্ দেখলেন, ভারী খুশীর একটা সুস্পষ্ট ছাপ সেখানে ফুটে উঠেছে। তাই হাতের বইখানা ফেলে রেখে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বললেন—"বল, কী সংবাদ?"

—"তুমিই বল না কি হতে পারে?"

ডাড্‌লি ঈষৎ হাসলেন।

—"না, না, বল। দুষ্টুমি রেখে তাড়াতাড়ি বল। তোমার আনন্দে আমাকে একটু আনন্দ পেতে দাও।" রাণী জেন্ অতি আগ্রহের সঙ্গে বললেন।

—"তবে শোন। একটি কথাতেই তোমাকে বলি। সভায় ঠিক

হ'ল, তুমি রাণী ছিলে, এবার আমিও হলুম রাজা। অবশ্য আমার ইচ্ছায় এটা হয়নি, এটা হয়েছে সমস্ত সম্ভ্রান্তদের ঐকান্তিক ইচ্ছায়। তা' ছাড়া বাবারও ইচ্ছা ছিল তাই।"

সংবাদটা রাণী শুনলেন মাত্র, কিন্তু সংবাদটা আনন্দের না বিষাদের তা ভাববার তিনি অবকাশ পেলেন না। হঠাৎ মুখখানা তাঁর সাদা হয়ে গেল—একেবারে ছাইএর মতো সাদা। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল একটা প্রেতমূর্ত্তি, অন্ধকারের বাসন্দা! ধারাল একখানা চক্‌চকে কুঠারও তিনি যেন দেখতে পেলেন! রাণী শিউরে উঠলেন ভয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেকে সংযত করলেন। সাহসে ভর দিয়ে বললেন তিনি—"না, না, কিছুতেই না।"

—"কি, কি বললে তুমি?"

ডাড্‌লি একটু বিস্মিত হলেন। প্রশ্নও করলেন তিনি বিস্মিত হয়ে। রাণীর মুখখানা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

—"তাঁদের তো সে অধিকার নেই। সে অধিকার আছে মাত্র একা আমার।"

রাণী একটু হাসলেন তাঁর কণ্ঠস্বরকে মিষ্ট ক'রে।

—"তা'হলেও কিন্তু আমি রাজা হই।" আনন্দ-জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলেন ডাড্‌লি।

এবার আর রাণী হাসলেন না। মুখখানা তাঁর হয়ে উঠল আবার গম্ভীর। তিনি বললেন—"আমায় ভাবতে দাও।"

—"ভাবতে! এর উত্তর দিতেও তোমাকে ভাবতে হবে?"

ডাড্‌লিকে যেন কে চাবুক দিয়ে আঘাত করলে। অপমানে তাঁর

মুখখানা লাল হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল অভিমান-ভরা রাগে। ধরা-গলায় তিনি বললেন—"কি ভাববে তুমি জেন্? এক্ষুনি ভাব। আমি আর বিলম্ব করতে পারছি না। এ যখন আমার বাবার ইচ্ছা, তখন তোমার ইতস্ততঃ করার এতে কি থাকতে পারে? তা' ছাড়া আমি তোমার স্বামী। রাণী হলেও আমার আদেশ পালন করাই হচ্ছে তোমার কর্ত্তব্য।"

অকস্মাৎ জেন্ সোজা হয়ে বসলেন। সম্রাজ্ঞী-সুলভ দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন—"আর এ-কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি সম্রাজ্ঞী। আমার অগণিত প্রজাদের মধ্যে তুমিও একজন প্রজামাত্র। অতএব রাজ্যের অধীশ্বরী সম্রাজ্ঞীর আদেশ পালনই রাজভক্ত প্রজার বড় কর্ত্তব্য। যাক্, এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার অভিপ্রেত আমার এখন নয়।"

রাণী জেনের এই দৃঢ়তা দেখে ডাড্‌লি দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন। মৃদু-কণ্ঠে তিনি বললেন—"বেশ, যা তোমার ইচ্ছা; কিন্তু বাবার আদেশ তুমি কাল জানতে পারবে।"

—"না, তুমি ভুল করছ। তিনিই আমার আদেশ জানতে পাবেন কাল।" পূর্ব্বের মতই দৃঢ় গলায় বললেন জেন্।

—"অর্থাৎ?"

সহসা ডাড্‌লি ক্ষেপে গেলেন। একসঙ্গে দুটো কারণ আঘাত দিলে তাঁর মনে। একটা নিজের অপমান, অপরটা বাবার। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তীব্র অণুবীক্ষণী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন—"কি অদ্ভুত তোমার পরিবর্ত্তন জেন্!

আমি কোনো মতেই আজ বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এই জেন্ আমার স্ত্রী। একে সম্রাজ্ঞী সাজিয়ে আমরাই এই টাওয়ারে নিয়ে এসেছিলাম। কিছুক্ষণ আগে একেই রেখে গিয়েছিলাম আমি এই কক্ষে। অথচ ফিরে এসে দেখছি, কী ভয়ঙ্কর তার পরিবর্ত্তন! একেবারে ঘৃণ্য পরিবর্ত্তন দেখছি জেনের। কোথায় গেল সেই ভালোবাসা, মায়া-মমতা, সেই সততা আর আনুগত্যই বা গেল কোথায়? শাসন-দণ্ড হাতে পেয়ে সমস্ত স্বভাবটাই গেল তোমার বদলে,—আশ্চর্য্য! এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, জেন্ ইংলণ্ডের রাণী, জেন্ আমার স্ত্রী নয়। সে আমাকে আর ভালোবাসে না। দেখে করুণার চক্ষে, একজন সাধারণ লোকের মতোই। তার চোখে শুধু আজ প্রজা ছাড়া আমি আর কিছুই নই!"

—"এ কি! সত্যি সত্যিই তুমি রাগ করলে? না না, রাগ করো না লক্ষ্মীটি।"

জেন্ অতি অনুনয়ের সুরে ব'লে উঠলেন—"আমি তোমার সেই স্ত্রী-ই আছি। কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি, ভুল বুঝো না আমায়! তবে, আমি এখন রাণী হয়েছি। তাই প্রয়োজন হলে যদি তোমার আদেশ কখনো অবজ্ঞা করি, তাতে আমার ভালোবাসাকে তুমি ছোট করো না। তোমরাই আজ আমাকে এই আসনে বসিয়েছ, মাথায় কর্ত্তব্যের গুরুভার চাপিয়েছ আজ তোমরাই। তা রক্ষা করাই আমার জীবনের চরম কর্ত্তব্য। আর আবশ্যক হলে প্রাণ দিয়েও আমি তা রক্ষা করব। আমার একটি কথা রাখ,—বাবার কথায় তুমি চ'লো না, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ো না উচ্চাশায়। যে পথে আজ

সানন্দে তুমি পা বাড়াতে চাও, জান না সে-পথ কত কণ্টকাকীর্ণ! প্রতি পদে পদে রয়েছে সেখানে বিপদ।"

—"থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। উপদেশে আর কাজ নেই তোমার।"

রাণীর কথাগুলো অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এড়িয়ে গেলেন ডাড্‌লি। তিনি শুধু বললেন—"আচ্ছা, কাল সকালেই এর সমাধান হবে।"

অশান্ত মন নিয়ে দিনের পর রাতও কেটে গেল সেদিন ডাড্‌লির। পরদিন সকালে উঠে প্রথমেই গেলেন তিনি বাবার সন্ধানে।

ডিউক অব্ নর্দাম্বারল্যাণ্ড তখন একটা কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পুত্রের আগমনবার্ত্তা পেয়ে তিনি খবর পাঠালেন তাকে ভেতরে আসতে। ডাড্‌লির মুখে তাঁর পুত্রবধূর এই ঔদ্ধত্যের কথা শুনেই ক্রোধে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি; বিস্মিতও হয়ে উঠলেন খুব। ডিউক যেন একটু কি চিন্তা করলেন। অবশেষে ভেবে স্থির করলেন তিনি,—হয়ত পুত্রের এই অকৃতকার্য্যতার গোড়ায় রয়েছে তার নিজেরই অক্ষমতা। তাই আ'র বিলম্ব না ক'রে তিনি রাণী জেনের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলেন।

মাত্র একটা রাত্রি। কিন্তু রাণী জেন্ তারই মধ্যে যে একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছেন, এর প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল শ্বশুরকে তাঁর অভ্যর্থনা করার কায়দা দেখে। ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড রাণীর শ্বশুর ব'লে বিশেষ সম্মান পেলেন না, রেহাইও পেলেন না তাঁর সিংহাসনদাতা ব'লে। সাক্ষাতের জন্য রাণী তাঁকে সময় মঞ্জুর করলেন মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত। মনে মনে এতে ডিউক ভারী ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু প্রকাশ করতে তাঁর কেমন যেন লাগল, সাহসও পেলেন না

মনে। তাঁর পুত্রবধূ, একেবারে নিজের পুত্রবধূ—যাকে তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই সিংহাসনে বসিয়েছেন তার এই স্পর্দ্ধা? ডিউক বিস্মিত হলেন, অসন্তুষ্টও হলেন খুব। তবে, কাজ হাসিলের জন্য নিজের অবমানিত মনটাকে শান্ত ক'রে তিনি বোঝালেন—কার্য্যোদ্ধার, যেমন ক'রে হোক্—কার্য্যোদ্ধার আমাকে করতেই হবে। ধীরে ধীরে হাতে গুটিয়ে নিয়ে আসতে হবে ওর সমস্ত শক্তি। তাই ও নিয়ে এখন মন খারাপ করলে মোটেই চলবে না, বরং কাজের ক্ষতি হবে তাতে বিশেষ।

ডিউক অভিনয় করলেন, যেন কিছুই তিনি জানেন না, মনেও করেননি তিনি এতে কিছু। অতি ভালো মানুষের মতোই তিনি পুত্রবধূকে বললেন—"কালকার সভায় তোমাকে অনেকক্ষণ ব'সে থাকতে হয়েছিল, ভাবতেও হয়েছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তুমি না বললেও আমি তো বুঝতে পারছি মা, তাতে তোমার পরিশ্রম হয়েছিল কতখানি। অথচ নানা রকম কাজের চাপে আমি একবার খবরও নিতে আসতে পারিনি। তাই সকালে উঠেই ছুটে এলাম মায়ের আমার শরীর কেমন আছে জানতে। তোমার কাছে আসবার সময় ডাড্‌লির ওখানেও হয়ে এলাম। তাকে দেখে মনে হ'ল, সে যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে আছে। অহেতুক এই গাম্ভীর্য্যের কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে বললে,—তুমি নাকি তাকে সহকারীরূপে নিতে চাও না। তাই তার এই অভিমান। আমি অবশ্য মোটেই বিশ্বাস করিনি। আর করবই বা কেন? সারা জীবনের সহযাত্রী যে স্বামী, স্ত্রী তাকে কর্ম্মজীবনের সহযাত্রী

করতে চায় না, এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? বলত মা, তুমিই বলত,—এমনি একটা অস্বাভাবিক অর্থহীন কথা কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?"

রাণী জেন্ নিরুত্তর। শুধু তাঁর শ্বশুরের কথাগুলো অতি মনোযোগ দিয়ে তিনি শুনছিলেন।

কূটবুদ্ধি বুড়ো ডিউক বকে যাচ্ছিলেন অনর্গল। কিন্তু তাঁর মিষ্টি কথায় গলবার মেয়ে নন্ রাণী জেন্। তাঁর সে দৃঢ়তা তেমনি অটুট রইল।

তখন দুরাশায় উন্মত্ত নর্দাম্বারল্যাণ্ডের মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল মাঝে মাঝে। অপমানের তীব্র জ্বালাও তাঁকে বৃশ্চিকের মতো দংশন করতে লাগল। ক্রোধে সারা দেহে তিনি অনুভব করলেন একটা দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভবিষ্যতের দুরাশায় নিজেকে সংযত ক'রে আবার পুত্রবধূকে বোঝাতে লাগলেন। কখনো ভয় দেখালেন দায়িত্বের কথা ব'লে, কখনো বা অতি স্নেহের সুরে তিনি বললেন—"তোমার মত একটি অল্পবয়স্কা মেয়ের পক্ষে এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করা, মা, একেবারেই অসম্ভব। অসম্ভব এই গুরুভার বহন করা। তাই বলছিলাম, একজন সহকারী তোমার একান্ত প্রয়োজন। আর সে সহকারী অবশ্য নির্ব্বাচন করবে তুমি তাকে, যে তোমার জীবনের সকল সময়ে হবে সাহায্যকারী, অকৃত্রিম হবে সকল কাজে। আমার তো মনে হয়, স্ত্রীর কাজে স্বামী, স্বামীর কাজে স্ত্রী ছাড়া আর প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কেউ সংসারে থাকতে পারে না। অতএব তুমিও নিশ্চয় তোমার স্বামীকেই নির্ব্বাচন করবে এই কাজে।"

রাণী তবুও অচল। শুধু একটু মাথা নেড়ে তিনি মৃদু হেসে বললেন—"উঁহু! তা হয় না বাবা, একেবারেই অসম্ভব!"

ডাড্‌লি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। স্ত্রীর এই দৃঢ়তায় বিরক্তও হলেন খুব। অথচ এর কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি সী-অন্ হাউসে বাস করবার জন্য চ'লে গেলেন তক্ষুনি টাওয়ার পরিত্যাগ ক'রে। অভিমানে রাণীর কাছে বিদায় পর্য্যন্ত নিলেন না।

বুড়ো ডিউক শয়তানী বুদ্ধিতে যেমন পটু ছিলেন, তেমনি অভিজ্ঞ ছিলেন মানুষের মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে। তাঁর জানা ছিল, কোনো বিশেষ অবস্থার পরিবর্ত্তনে অতি দুর্ব্বল কোমল চরিত্রও হঠাৎ কঠিন ও দৃঢ় হয়ে উঠতে পারে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, ভাববারও নেই এতে কিছু। অবশ্য তাঁর দীর্ঘ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁকে এ-কথা শিখিয়েছিল। তবু তিনি ভাবতে পারেননি যে, তাঁর শান্ত সরল পুত্রবধূ জেন্ কখনো ইংলণ্ডের শাসন-দণ্ড হাতে পেয়েই উদ্ধত, কঠিন আর সুচতুরা ও এতখানি সাহসী হয়ে উঠবে।

ডিউকের মুখের ওপরে চিন্তার একটা সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। মুহূর্ত্ত কয়েকের মধ্যেই অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি স্থির করলেন—নিশ্চয় রাণীর পেছনে কেউ আছে, যার যুক্তি-পরামর্শে পরিচালিত হচ্ছেন তিনি। কিন্তু কে? কে সেই হতভাগ্য, দুষ্টবুদ্ধি লোক? তাই জানবার জন্য ডিউক, রাণী জেনের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। আর লেডী হেষ্টিংস্ অর্থাৎ তাঁর মেয়েকেও ডেকে তিনি জানিয়ে দিলেন—"যদি বাবার আর ভাইয়ের তুমি মঙ্গল চাও, তা'হলে

এখন বিশেষ কর্ত্তব্য হচ্ছে তোমার রাণী জেনের গতিবিধি লক্ষ্য করা। তা' ছাড়া এটাও তোমার জেনে রাখা উচিত যে রাণী জেন্‌কে কে মন্ত্রণা দেয়, তাঁকে উত্তেজিত ক'রে দেয় তোমাদের সকলেরই বিরুদ্ধে? এত বড় দুঃসাহস হয় কার? কে সে, সেই শয়তানটি কে?"

—"হ্যাঁ, দেখব বই কি বাবা। যখন আপনার আদেশ, নিশ্চয় দেখব। কিন্তু রাণী জেন্ আপনার পুত্রবধূ। তিনি তো কখনো এমন ছিলেন না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতেও এতদিন তাঁকে দেখিনি। অথচ আজ সকাল থেকেই কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন দেখছি তাঁর, একেবারে পরিবর্ত্তন।"

—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্ মা। কখনো তাঁকে এমন দেখিনি। আর তিনি যে এমন হয়ে যেতে পারেন ভাবতেও পারিনি তা কখনো।"

এরপর লেডী হেষ্টিংস্ গত রাত্রিতে সেণ্ট জন্ গির্জ্জায় যা ঘটেছিল ধীরে ধীরে তাঁর বাবাকে সব তিনি খুলে বললেন।

অকস্মাৎ মেয়ের কাছ থেকে এই অদ্ভুত দুর্ব্বোধ্য সংবাদ পেয়ে ডিউক বিস্মিত ও বিমূঢ় হলেন। পরে কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত ভীতও হয়ে উঠলেন তিনি। এই ঘটনাটার কি যেন একটা অর্থ ডিউক মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করেছেন। তিনি অনুমান করলেন, গির্জ্জার ওই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার কোনো ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃতিক কিছু নয়। এ তাঁর শত্রুদের কারচুপি মাত্র। একেবারেই এ ষড়যন্ত্র।

বুড়ো ডিউকের সকল সন্দেহ পড়ল মঁসিয়ে সাইমন রেণার্ডের

ওপর। অথচ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন না যে, এই ব্যাপারটার সঙ্গে রেণার্ডের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে। তবুও ধারণা তাঁর নির্ভুল ব'লেই মনে হ'ল।

কন্যা লেডী হেষ্টিংস্‌কে বিদায় দিয়ে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড ভাবতে লাগলেন, গভীর ভাবনা। কী হতে পারে এই প্রহেলিকা, মূল ভিত্তিই বা এর কোথায়! কিন্তু কোনো মতেই তাঁর মাথায় এল না, কিছু স্থির করতে পারলেন না তিনি। একবার ইচ্ছা করলেন, নিজেই রাণীকে তিনি এ-সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেন। কিন্তু সামান্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রাণীর কাছে যে প্রকারের অভ্যর্থনা তিনি পেয়েছেন, তাতে আর সে সাহস তাঁর রইল না। তবে একটু বাদেই আর একটা দুঃসংবাদ তাঁকে এ-ভাবনা থেকে রেহাই দিলে। সংবাদটা আর কিছু নয়। সিংহাসনের দাবীদার লেডী মেরী নরফোকের ক্যানিং হল বাড়ীতে ছিলেন। সেখানে তাঁকে অকস্মাৎ বন্দী করার উদ্দেশ্যে ডিউক পাঠিয়েছিলেন একদল শক্তিশালী সৈন্য। কিন্তু নরফোকের দূত সংবাদ নিয়ে এসেছে, তাঁর প্রেরিত সৈন্যদের উপস্থিত হবার আগেই লেডী মেরী ক্যানিং হল প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন এবং আশ্রয় নিয়েছেন তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ উইচের ফ্যাম্‌লিংহাম ক্যাসেলে। শুধু আশ্রয়ই নয়,—সেখানে তিনি ইংলণ্ডের রাণী ব'লে বিঘোষিত হয়েছেন। নরউইচে তাঁর দলও নিতান্ত কম নয়। আর প্রবলভাবে হয়ে উঠছেন তাঁরা পরিপুষ্ট। মেরীকে যাঁরা রাণী ব'লে ঘোষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দেশের প্রধান ব্যক্তিরাও আছেন অনেকে। আর্ল অব বার্থ, আর্ল অব

সাসেকস্, আর্ল অব অক্সফোর্ড, লর্ড ওয়েন্টওয়ার্থ, স্যর্ টমাস কর্ণওয়ালিস, স্যর্ হেন্‌রী জেনিংহাম এমনি আরো বহু সম্ভ্রান্তরা।

এই নূতন সংবাদে ডিউক অত্যন্ত ব্যস্ত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। প্রথম চিন্তা গেল তাঁর উবে। কি ক'রে গোড়াতেই ভেঙে দেওয়া যায় এই সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে, ধ্বংস ক'রে দেওয়া যায় তাকে সমূলে, সেই চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এমন সময় একজন ভৃত্য এসে তাঁকে অভিবাদন জানালে।

—"কে ?" প্রশ্ন করলেন ডিউক।

—"লেডী হেষ্টিংসের আমি ভৃত্য।"

—"কি সংবাদ ?"

—"লেডী হেষ্টিংস্ আপনাকে জানাচ্ছেন যে, মহারাণী এখন ম'সিয়ে রেণার্ডের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত।"

সমস্ত চিন্তা একদিকে ফেলে রেখে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত উঠলেন গর্জ্জে—"কোথায় ?"

—"সেণ্ট পিটারের গির্জ্জায় ?"

—"রাণী সেণ্ট পিটারের গির্জ্জায় ?"

—"শুনেছি লর্ড ডাড্‌লি তাঁর কক্ষ ত্যাগ করার পর রাণীর মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাই সেখানে তিনি গিয়েছিলেন প্রার্থনা করতে।"

—"একা ?"

—"না।"

—"তবে, সঙ্গে তাঁর কে ছিল ?"

—"মহারাণীর মা ডাচেস্ অব্ সাফোক ছিলেন আর ছিলেন লেডী হারবার্ট।"

—"হুঁ। তারপর?"

—"তারপর গির্জ্জায় তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন—আর্ল অব পেমব্রোক, আর্ল অব আরুণ্ডেল, দ্য-নোয়ালে আর সাইমন রেণার্ড। মহারাণীর প্রার্থনার শেষে রেণার্ড ব্যাপৃত হয়েছেন তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায়।"

—"আচ্ছা, তুমি এখন যাও।"

একটার পর একটা দুঃসংবাদ এসে ডিউককে একেবারে বিব্রত ক'রে তুলেছে। রাশীকৃত অশুভ চিন্তায় তাঁকে ক'রে তুলেছে খানিকটা বিপন্ন। অথচ এই বিপদেও সাহায্য করার মতো একজন সুযোগ্য লোক তাঁর নেই। সব বিষয়ই নিজেকে ভাবতে হয়, সকল কাজেই যেতে হয় নিজেকে।

ডিউক যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন একখানি ধারালো তরবারি আর নিলেন কয়েকজন সাহসী ও সুপটু সৈন্য। এক মুহূর্ত্তও আর বিলম্ব না ক'রে তিনি ছুটে চললেন সেই সেণ্ট পিটারের গির্জ্জার দিকে।

এর পর কিছুক্ষণ চ'লে গেছে। ডিউক এসে গির্জ্জার অতি নিকটে পৌঁছে গেছেন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে। রাণীর সঙ্গে তখনো রেণার্ডের কথাবার্ত্তা চলছে, আলোচনা তাঁদের শেষ হয়নি।

সশস্ত্র ডিউক একাকী গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সৈন্যদের নির্দ্দেশ দিলেন তিনি বাইরে অপেক্ষা করতে—মাত্র দু'মুহূর্ত্ত। হ্যাঁ

দু' মুহূর্তের বেশী একটুও নয়। সেখানে ঢুকতেই ডিউকের চোখে পড়ল রাণী জেন্ এবং সাইমন রেণার্ড পরস্পর কথাবার্তায় অত্যন্ত ব্যস্ত, অন্যমনস্কও তাঁরা অত্যন্ত।

—আট—

টাওয়ারের অন্ধকার পথ ধ'রে নাইটগাল যেদিকে কুৎবার্টকে নিয়ে চলেছিল, সিসেলিও তার অনুকরণে চুপিচুপি চলেছিল সেইদিকে। চলতে চলতে একটা সিঁড়ির পাশে এসে থামল নাইটগাল। দাঁড়িয়ে যেন একটু কি সে ভাবল, তারপর নামতে লাগল সেই সিঁড়ি বেয়ে। পিছনে পিছনে তার সিসেলিও চলেছে নিঃশব্দে, অতি নীরবে। নাইটগাল তা' টের পায়নি। অবশ্য ভাবতেও পারেনি সে এ-কথা। খানিকক্ষণ চলবার পর নাইটগাল আবার থামল। থামল, বোসম্ টাওয়ার নামে যে ভয়ঙ্কর উঁচু একটা বাড়ী আছে তারই পাশে। সিসেলি সেই টাওয়ারের অন্যদিকে আত্মগোপন করলে। অন্ধকারের মাঝে সে চেয়ে চেয়ে দেখলে—নাইটগাল সেখানে দাঁড়িয়ে যেন কি একটু ভেবে নিল। আবার এগিয়ে চলল সে। বেভিলন টাওয়ারের পাশে এবার এল। টাওয়ারটাকে দেখে সিসেলির মনে পড়ল, এই টাওয়ারেই আর্ল অব এসেক্স ছিলেন বন্দী। সে একটু অন্যমনস্ক হতেই নাইটগাল তার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। সঙ্গে বন্দী কুৎবার্টও চ'লে গেলেন দৃষ্টির বাইরে। সিসেলি তখন নাইটগাল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে তাকিয়ে তাকিয়ে চার-দিকে দেখতে লাগল। কোথায় গেল নাইটগাল? কোন্ পথে—

কোন্ দরজা দিয়ে সে চোখের পলকে স'রে গেল ? খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সিসেলির চোখে পড়ল একটা রুদ্ধ দরজা। নিশ্চয় কুৎবার্টকে নিয়ে নাইটগাল এই পথেই গেছে। কিন্তু উপায় ? দরজা যদি সে বন্ধ ক'রে যেয়ে থাকে ! অতি সাবধানে সিসেলি দরজায় ঠেলা দিলে। সামান্য চাপেই খুলে গেল সেই দরজা। ভাগ্যিস্ কোন খিল কিংবা চাবি দিয়ে ওটা বন্ধ ক'রে যায়নি। সিসেলি একবার এদিকে, ওদিকে একবার তাকিয়ে সেই দোরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখলে, অপেক্ষাকৃত একটু বেশী অন্ধকার একটা ছোট নিম্নগামী পথ। পথটা দেখেই সিসেলির আর বুঝতে বাকী রইল না যে, এই পথ নীচে কোথায় গেছে ! বন্দীদের জন্য মাটির নীচে যে সমস্ত ঘর রয়েছে, সেই ভূ-গর্ভে চলেছে এই পথ। সিসেলির সর্ব্বাঙ্গ একটা ঝাঁকুনী দিয়ে উঠল, শিউরে উঠল সে !

তারপর সিসেলি চলল এগিয়ে। কিন্তু সামান্য কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতেই সে শুনতে পেল একটা শব্দ। মানুষের পায়ের শব্দ, ক্রমশঃই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। থমকে দাঁড়াল সিসেলি। অস্পষ্ট হলেও সে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, সেই সরু আঁকা-বাঁকা অন্ধকার পথের মধ্য দিয়ে যতদূর দেখতে পাওয়া যায়। মুহূর্ত্তখানেকের মধ্যেই দেখলে, শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষ অতি দ্রুত ও ত্রস্ত-পদে ছুটে আসছে। আর সে হচ্ছে নাইটগাল। নাইটগাল ফিরে আসছে, কিন্তু একাকী ! সঙ্গে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, কুৎবার্টও নেই সঙ্গে। সিসেলি ভাবলে—এখন উপায় ? নাইটগাল যদি এই অবস্থায় আমাকে এখন দেখতে পায় ? যদি তার

সন্দেহ হয় যে, পিছু নিয়ে আমি কোনো মতলবে এখানে এসেছি, তা'হলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে সে। একেবারে প্রাণে না মারলেও হয়তো জ্যান্তে মরা ক'রে রাখবে নিশ্চয়! তাই সিসেলি আর একমুহূর্তও বিলম্ব করলে না। চোখের পলকে সে কোনো রকমে গা ঢাকা দিলে একটা দেওয়ালের কোণে।

তখুনি নাইটগাল চ'লে গেল। একেবারে সিসেলির প্রায় গা ঘেসেই চ'লে গেল সে। ভাগ্যিস্ তাকে সে দেখতে পেল না। কোনো রকম সন্দেহও করলে না যে, কুৎবার্ট আর সে ছাড়া আরো একজন মানুষ এখানে রয়েছে!

এই অন্ধকারময় ভূগর্ভের বন্দীশালায় আসবার সময় নাইগাল কুৎবার্টকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ও অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিল। তাড়াতাড়িতে সে ভুলে গিয়েছিল পেছনের দরজা বন্ধ ক'রে আসতে। তাই যখনি তার মনে পড়েছে যে, দরজাটা রয়েছে খোলা, তখুনি সে ছুটে ফিরে গেল তালা বন্ধ ক'রে দিতে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নাইটগাল গেল বেরিয়ে। কুৎবার্ট বন্দী হলেন। সঙ্গে সিসেলিও হয়ে রইল বন্দিনী; কিন্তু সবার অজ্ঞাতে। কেউ সে-কথা জানলে না, সিসেলি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউই না। সিসেলির মনে ভয় হ'ল, খুব ভয়। তবে একটুখানি ভরসা যে, আশেপাশে অতি নিকটেই কোথাও কুৎবার্ট আছেন, তার কুৎবার্ট। মরণের আগে অন্ততঃ একটিবারও তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আবার কথা বলতে পারবে তাঁর সঙ্গে এই ধরণী ছেড়ে যাবার আগে।

—নয়—

এদিকে ভোজশালার পাশেই একটা কক্ষে রক্তাক্ত-দেহে বন্দী ছিল গিলবার্ট। তাকে ঘিরে ছিল—ওগ্, গগ্ আর ম্যাগগ্। আশেপাশে তার তিড়বিড় করছিল জিট্—সেই বেঁটে বামন জিট্।

অভিষেকের ভোজটা হয়েছিল সেদিন পুরোমাত্রায়। ওগ্, গগ্ আর ম্যাগগ্ রাক্ষসের মতো মণ্ডা-মিঠাই খেয়েছিল, আর পান করেছিল প্রচুর পরিমাণে মদ। আহারের সময় বিশেষ কোনো দুর্ব্বলতা তাদের দেখা যায়নি। কিন্তু এখন আর পারছে না, একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ছে তারা। নেশাটাও যেন ক্রমে ক্রমে ওপরের দিকে উঠছে। মনে হচ্ছে, তারাও এইবার সঙ্গে সঙ্গে উঠবে ওপরের দিকে। শেষে না সটান ঠেকে যাবে ছাদের তলায়; তারপর ছাদ সমেত বাড়ীটা উঠতে থাকবে! উঠতে উঠতে তাও গিয়ে ঠেকবে হয়তো একেবারে আকাশের ছাদে। ব্যস্! তা'হলে নিতান্ত মন্দ হবে না!

—"মন্দ হবে না কি? বল্ ভালোই হবে। এই বেটা কয়েদী! খাড়া রহো।" হুকুম করলে ওগ্।

গগ্ বললে—"আর পারিনে বাপু, নেই একটু গড়িয়ে। জয়, মহারাণী জেনের জয়!"

—"হ্যাঁ, তা' বই কি! ভারী তো একটা পুঁটকে কয়েদী। এক থাপ্পড়ে খালাস ক'রে দেব, হুঁ! নড়িসনে কিন্তু, আমরা তিনজনেই বলছি।"

এমন সময় পোটেন্সিয়া ট্র্যাস্বট অর্থাৎ সিসেলির মা এসে

সেখানে হাজির। হাঁউমাঁউ ক'রে সে হঠাৎ কেঁদে উঠল। তখন ওরা নেশার ঘোরে তাকে প্রশ্ন করলে—"কিগো মাসী, কাঁদ কেন? চাঁদ চাই, চাঁদ?"

—"চাঁদ কি হবেরে মুখপোড়ারা। আমার সিসেলি কই? তোরা থাকতে আমার সিসেলি?" কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলে ট্র্যাস্‌বট।

—"সিসেলি? অ্যাঁ! বলো কি মাসী?" তিনজন দৈত্য একসঙ্গে গর্জ্জে উঠল।

—"বলি আর কি, আমার মাথা। কোথায় গেল হতভাগী? আমি যে তাকে অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছিনে!"

ম্যাগগ্‌ বললে—"হুঁ, বুঝতে পেরেছি। সেই লোকটা!

—"কার কথা বলছ?"

—"ওই যে সেই ভদ্রলোক গো।"

—"ও, তা' কি ক'রে বলব বলো? তবে, তাকে তো দেখছি না অনেকক্ষণ। বোধ হয়, সে চ'লে গেছে।"

—"আচ্ছা, নাইটগাল? নাইটগাল কই?" প্রশ্ন করলে গগ্‌।

—"তাকেও দেখছি না। ও মাগো, তোর কি হ'ল গো? কোথায় গেলি গো তুই?" কেঁদে আর্ত্তনাদ করতে লাগল ট্র্যাস্‌বট।

ওগ্‌, গগ্‌ আর ম্যাগগ্‌ এবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"ওই ছু'বেটার কাজ। হুঁ, এত স্পর্দ্ধা? আচ্ছা রোসো, দেখছি।"

তারপর তারা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল সিসেলিকে।

শৃঙ্খলিত বন্দী গিলবার্ট এদের সব কথাই শুনল, বুঝতেও

পারল সব ব্যাপারটা। ওরা চ'লে যাবার পর সে দেখলে, সে একা। কোথায়ও কোনো লোক নেই। প্রহরীরাও কেউ নেই সেখানে। স্রেফ সে একা। যারা দু'-চারজন আছে, হয় তারা ঘুমুচ্ছে, নইলে নেশায় ঝিমুচ্ছে তারা। গিলবার্ট একবার হাতের শৃঙ্খলের দিকে তাকালে, আর একবার তাকালে চারদিকে।

পালাবে!

কিন্তু কোন্ পথে? তা' ছাড়া, সারা গায়ে ভয়ানক ব্যথা হয়েছে। ক্ষতগুলোতে হয়েছে আরও বেশী। রক্ত ঠিক বন্ধ হয়নি, চুঁইয়ে চুঁইয়ে তখনো পড়ছে।

হঠাৎ মনের বলে দেহেও যেন শক্তি বেড়ে উঠল তার। আশে-পাশে চারদিকে সে আর একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে তাকালে। তারপর ছুটতে আরম্ভ করলে ঊর্দ্ধশ্বাসে। গোটা কয়েক কক্ষ পেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা। জায়গাটার পরেই আবার সারিবদ্ধ কক্ষের পাশ দিয়ে একটা সুদীর্ঘ বারান্দা। সেইটা পেরিয়ে এসে পড়ল সে প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে একটা মস্ত বড় পরিখা। চারদিকে তার আগুন জ্বলছে। গিলবার্টের মনে হ'ল, হয়তো চারদিকেই অজস্র প্রহরী তাদের হাতিয়ার হাতে নিয়ে সজাগ দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, এই টাওয়ারের বাইরে আজ কারো যাওয়ার আদেশ নেই। কিন্তু সে কী করে? আবার ধরা পড়বে? আবার? শিউরে উঠল সে। গায়ের ও ক্ষতের ব্যথাটাও একটু অনুভব করলে। অথচ পরমুহূর্তেই সে চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ল অদূরের সেই পরিখায়।

গিলবার্টের দেহের আঘাত পেয়ে পরিখার জল শব্দ ক'রে উঠল। উঁচু হয়ে একটা ঢেউ গিয়ে ভেঙে পড়ল পাড়ের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে টাওয়ারের চারদিক থেকে অনেকগুলো বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল। কিন্তু কয়েকবার গুলী ছুঁড়বার পর আবার শান্ত হয়ে গেল সব। বন্দুকের শব্দ আর জলের শব্দ দুই-ই নীরব হয়ে গেল।

—দশ—

দ্রুত বেরিয়ে পড়ল নাইটগাল। যাবার সময় সে বেদম প্রহার দিলে কুৎবার্টকে। তা' ছাড়া হাতে ও পায়ে তাঁর লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে গেল। প্রহারের প্রথম দিকটায় কুৎবার্ট বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন; কিন্তু প্রত্যুত্তরে পেলেন শুধু আঘাতের পর আঘাত। তারপর যে কি হ'ল তা' আর কুৎবার্ট জানতেও পারলেন না। তিনি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। মূর্চ্ছা ভেঙে গেছে কুৎবার্টের। তখন তিনি তাকিয়ে দেখলেন, একটা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরের মেঝেতে তিনি প'ড়ে রয়েছেন। প্রথমে তাঁর মনে হ'ল, বোধ হয় তিনি স্বপ্ন দেখছেন—নিছক একটা দুঃস্বপ্ন। তাই নিজেকে একবার সজাগ ক'রে তুলতে চাইলেন কুৎবার্ট। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, সজাগই আছেন। এ স্বপ্ন নয়, সত্যি—একেবারে সত্যি। কুৎবার্ট ভাবতে লাগলেন, কেন এই দুর্দ্দশা ঘটল তাঁর? ভাবী সম্রাটের শ্রেষ্ঠ অনুচর তিনি। কোথায় তাঁর বুকভরা সব আশা ও আকাঙ্ক্ষা সফল হয়ে উঠবে। তা' না

হয়ে হ'ল, এই ভূগর্ভের ভয়ঙ্কর কারাগারে বাস! সঙ্গে সঙ্গে কুৎবার্টের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল দুটো চোখ—সিসেলির সেই নিখুঁত সুন্দর মুখখানার ওপরে ডাগর দুটো চোখ। তাকে কুৎবার্ট ভালোবাসে, সত্যি-সত্যিই তাকে ভালোবাসে। তাই আজ তিনি বন্দী! আর এই বন্দী করেছে তাঁকে নাইটগালের মতো একটা সামান্য লোক। শয়তান নাইটগাল গায়ের জোরে তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছে।

কুৎবার্ট হতাশ হয়ে পড়লেন। যদি কারো বিচারে তিনি কারাগারে বন্দী হতেন তা'হলে হয়তো একদিন মুক্তির আশা তাঁর ছিল। কিন্তু বিনা বিচারে এক শয়তানের হাতে আজ তিনি বন্দী, তাই মুক্তির আশা আর কোনো দিন নেই। বাইরের জগতের সবই এখানে মিথ্যা। এখানেই তাঁকে মরতে হবে—অনাহারের তীব্র জ্বালায় তিলে তিলে তাঁকে মরতে হবে! নিজেকে কুৎবার্ট অত্যন্ত নিঃসহায় ও নিস্তেজ মনে করলেন। তবুও একটু বাদে তিনি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাইলেন একটু দাঁড়াতে। এবার বুঝতে পারলেন যে, পা দুটো তাঁর লোহার শিকলে বাঁধা। আর সেই শিকলের এক প্রান্ত গাঁথা আছে একটা লোহার খিলে!

কুৎবার্ট একবার শিকলে টান দিলেন। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দিলেন টান। আশা—যদি খুলে যায়। কিন্তু হাতে আর পায়ে খানিকটা ক্ষত হওয়া ছাড়া তাঁর লাভ হ'ল না এতটুকুও। অবশেষে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। এ যেন তাঁর মৃত্যুশয্যা!

অন্ধকারে কুৎবার্ট কিছুই দেখতে পাননি। তবুও মাটিতে শুয়ে শুয়ে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলেন। এতক্ষণে চোখ তুটোতে যেন তাঁর সয়ে গেল অন্ধকার। এবার অস্পষ্টভাবে দেখলেন, মাথার ওপরে একটা বাঁকা গহ্বর আছে। হ্যাঁ, একটা গহ্বরই বটে। অবশ্য আলো তা' দিয়ে মোটেই আসে না, বাতাসও আসে অতি অল্প অল্প। বিশেষ লক্ষ্য করলে তবে সেই গহ্বর নজরে পড়ে। ঘরের মধ্যে দরজা ছাড়া আলো আসতে পারে, এমন পথ আর একটিও নেই। তাও আবার বন্ধ। হয়তো চিরদিনের জন্য সেটা বন্ধ! কুৎবার্ট সেই অন্ধকারে কেবল হাতড়াতে লাগলেন। হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি অনুভব করলেন একটা প্রাচীর,—রুক্ষ কর্কশ পাষাণের তৈরী একটা প্রাচীর। তখন আন্দাজে বুঝলেন, এটা ভূগর্ভস্থিত কারাগার। নিশ্চয় বেভিলন টাওয়ারের নিকটস্থ সেই কারাগার।

কুৎবার্ট শিউরে উঠলেন! আশৈশব তিনি এই সমস্ত কারা-কক্ষের কত ভয়ঙ্কর কাহিনীই না শুনে আসছেন। শুনে আসছেন, এই সব কক্ষে তাদেরই রাখা হ'ত, সারা জীবনটাই হ'ত যাদের বন্দী-জীবন!

ভূগর্ভের এক অন্ধকার কক্ষে কুৎবার্ট বন্দী। অথচ তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না যে, বন্দী হলেন আজ তিনি কোন্ অপরাধে? আর এই কারাধ্যক্ষেরই বা এত স্পর্দ্ধা কি ক'রে হ'ল?

কক্ষের মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার! স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে একটা ভ্যাঁপসা তুর্গন্ধ। তারই ওপর শুয়ে শুয়ে কুৎবার্ট ভাবতে লাগলেন।

ভাবতে ভাবতে অনেক কথাই মনে পড়ল তাঁর। মনে পড়ল— অনেক দিনের অনেক স্মৃতির কথা। শোনা কথাও আজ বাদ পড়ল না। আবাল্য এই টাওয়ারের হাজার হাজার নৃশংস ব্যাপারের কথা তিনি শুনে এসেছেন। তা'ছাড়া, ইদানীং তিনি দেখেছেনও স্বচক্ষে! কেমন ক'রে বন্দীদের তপ্ত লৌহের যাতার চাপে ফেলে দরকারী সব কথা বের করা হয়, কেমন ক'রে দেওয়া হয় তাদের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা আর কেমন ক'রেই বা অন্ধকারের নির্জ্জনতায় অনাহারে তারা শুকিয়ে শুকিয়ে মরে দিনের পর দিন!

কুৎবার্ট একবার অন্ধকার মেঝেতে হাতড়ে দেখলেন। দেখলেন, তাঁর জন্য কিছু খাবার রেখে গেছে কিনা কারাধ্যক্ষ। হয়তো গেছে। হঠাৎ যেন একটা কি হাতে লাগল তাঁর। কিন্তু জিনিসটা কি কুৎবার্ট ঠিক বুঝতে পারলেন না। তবে এটা যে কোনো খাদ্য নয়, তা' জানতেও তার বিলম্ব হ'ল না বেশীক্ষণ।

—কি এ?

ভাবতে লাগলেন কুৎবার্ট। হঠাৎ শিউরে উঠলেন তিনি। এ যে হাড়, একেবারে শুকনো রক্ত-মাংসহীন হাড়! কুৎবার্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নিশ্চয়ই কোনো হতভাগ্য এই কক্ষে ছিল। অত্যাচার আর অনাহারের তীব্র জ্বালায় সে মৃত্যুর কবলে আত্ম-বিসর্জ্জন করেছে। তারপর প'চে ধীরে ধীরে খুলে গেছে তার গায়ের মাংস! শুধু হাড়গুলো এখন প'ড়ে আছে! কুৎবার্ট শিউরে উঠলেন। তাঁরও হয়তো এমনি দশাই একদিন হবে! আর সে শুভদিন আসতে খুব দেরী হবে না বেশী। খানিকক্ষণ তিনি আতঙ্কে অসাড় হয়ে ব'সে

রইলেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে, পড়লেন কখন ঘুমিয়ে। অবশ্য ঘুম সেটা নয়—অস্পষ্ট একটু চঞ্চল তন্দ্রা মাত্র। কয়েক মুহূর্ত্ত যেতে না যেতেই কুৎবার্ট হঠাৎ চমকে উঠলেন সেই তন্দ্রার আবেশ থেকে। কে যেন কাঁদছে—আর্ত্তনাদ করছে তাঁরই পাশের কক্ষে! একটু কান পেতে শুনে তিনি বুঝলেন,—নারীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু কে? কে এই অন্ধকারের বন্দিনী? এই হতভাগিনী কে? কুৎবার্ট সজাগ হয়ে উঠে বসলেন।

কান্না হতে লাগল ক্রমশঃ নিকট হতে নিকটতর। অবশেষে তাঁরই কক্ষে শোনা গেল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলেন না কুৎবার্ট। শুধু অস্পষ্ট একটা পায়ের শব্দ শুনলেন। পরে সাহস ক'রে প্রশ্ন করলেন—"কে?"

উত্তর দেবার আগেই সেই মেয়েটা হঠাৎ তাঁর হাতখানা ধরল চেপে। কুৎবার্টের তখন মনে হ'ল, যেন হাত দুটো শুধু হাড়ের তৈরী। না আছে তাতে মাংস, না আছে একটু কোমলতা। কুৎবার্ট আবার প্রশ্ন করলেন—"কে? কে তুমি?"

—"আমি? আমায় চিনতে পারছ না তুমি? তবে সে পরিচয় এখন থাক। কিন্তু আমার বাছা কই? কই, কই সে সোনার বাছা? তাকে আমায় ফিরিয়ে দাও।"

—"কে তুমি?"

—"ওগো, দাও, দাও। তোমার পায়ে পড়ি, তাকে দাও। আমার সোনার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দাও। তুমিই তো তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ!"

—"না, না, তুমি ভুল করছ। আমি তোমার সোনার বাছাকে নেব কেন? কে তুমি?"

—"চেন না? আমাকে চেন না? নিষ্ঠুর! শয়তান!! খুনী!!!"

হঠাৎ কান্না থামিয়ে মেয়েটা উন্মাদিনীর মতো হেসে উঠল; তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে। কুৎবার্ট বিস্মিত হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। নিজের কথা ভুলে গিয়ে তিনি ব'সে রইলেন প্রাণহীন পাষাণের পুতুলের মতো অচল, অটল হয়ে।

এর পর মুহূর্ত্ত খানেক চ'লে গেছে। হঠাৎ শোনা গেল কার ভারী পায়ের শব্দ। সঙ্গে একটা আলোর ক্ষীণ রশ্মিও দেখা গেল। বিস্ময়াবিষ্ট কুৎবার্ট দেখলেন, এগিয়ে আসছে লরেন্স নাইটগাল। তারই হাতে ওই ক্ষীণ প্রদীপ। সে এসে কুৎবার্টের সম্মুখে দাঁড়াল। তাকে দেখে কুৎবার্ট গেলেন ক্ষেপে; জোর গলায় বললেন—"এত স্পর্দ্ধা তোমার! তুমি আমাকে এখানে বন্দী ক'রে রাখ! জান আমি কে? লর্ড গিলফোর্ড ডাড্লির আমি শ্রেষ্ঠ অনুচর।"

—"জানি। আর এও জানি যে, প্রিভি-কাউন্সিল তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে।" ব'লেই নাইটগাল হেসে উঠল, একেবারে হো-হো ক'রে উঠল সে হেসে।

—"মিথ্যাবাদী!"

—"মিথ্যাবাদী? না, না, মোটেই না। এই দেখ সেই আদেশ-পত্র।"

কুৎবার্টের অতি নিকটে গিয়ে নাইটগাল সেই ক্ষীণ আলোতে আদেশ-পত্রখানা দেখালে।

বিস্মিত হলেন কুৎবার্ট। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। মুহূর্ত্তে যেন কে এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিলে তাঁর মুখে!

এর পর আরও মুহূর্ত্ত দু'এক চ'লে গেল। উভয়েই রইল নীরব।

হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করলে নাইটগাল। ধীরে ধীরে সে বললে—"দেখ কুৎবার্ট! খুব ভাববার এতে কিছু নেই, বিস্মিত হবারও নেই কিছু। কারণ, আদেশ-পত্র এখনো আমার হাতে রয়েছে। ইচ্ছা করলে, আমি এই আদেশের হাত থেকে অতি গোপনে তোমায় অব্যাহতি দিতে পারি। হ্যাঁ, মনে রেখো যে কেবল মাত্র আমিই পারি—তবে, একটা সর্ত্তে। সিসেলিকে পাবার আশা তুমি ত্যাগ করবে, চিরদিনের জন্য ত্যাগ করবে। সে হবে আমার, আমার বিবাহিতা......।"

—"চুপ!" বাধা দিলেন কুৎবার্ট।

—"রাজী নয়?"

—"কিছুতেই নয়—বেঁচে থাকতে অন্ততঃ নয়!"

—"অতএব মরতেই তোমাকে হ'ল। দেখ, ভেবে দেখ। এই আদেশ-পত্র। এখনো সময় আছে। তোমার কাছ থেকে শেষ উত্তর পেলে, আমি তখুনি এটা জল্লাদের কাছে পাঠাব কিনা ঠিক ক'রে ফেলব। দেবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে এই আদেশ পালিত হবে। গোপনে, অতি নির্জ্জনে বিনা বিচারে হয়ে যাবে তোমার প্রাণদণ্ড! আর এই পৃথিবীর কেউ তা' জানতেও পারবে না। তোমার মৃত্যুতে একটু মুখের কথায়ও সহানুভূতি দেখাবে না কেউ। অথচ লর্ড গিলফোর্ড ডাড্‌লির তুমি শ্রেষ্ঠ অনুচর!"

নাইটগাল প্রদীপ হাতে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু যাওয়ার আগেই সেখানে তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল আর একটি নারী-মূর্ত্তি। তার চেহারা কিন্তু সেই আগের মেয়েটির মত ভয়াবহ নয়। আর কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নিয়েও সে আসেনি। তাই ধীরে ধীরে অতি মিনতির স্বরে সে বললে—"যেও না, দাঁড়াও।"

—"কে, কে তুমি। সিসেলি? তুমি এখানে?" বিভ্রান্ত স্বরে ব'লে উঠল নাইটগাল।

—"হ্যাঁ। তুমি ওকে মুক্তি দিতে পার?"

—"পারি। যদি তুমি বলো। কিন্তু সর্ত্ত বড় কঠিন সিসেলি। পারবে কি?"

—"নিশ্চয়। কি, বলো।"

—"কঠিন হলেও খুব কঠিন নয়। যদি তুমি আমার হও।"

—"এ আর এমন কঠিন কি? বেশ, তাই হবে।" নির্ব্বিকারভাবে বললে সিসেলি।

কুৎবার্ট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন—"না, না—কখনই না। এ মূল্য দিয়ে আমি মুক্তি চাই না, বাঁচতে চাই না। আমি মোটেই। তার চেয়ে সারা জীবন এই অন্ধকারের বন্দী হয়ে থাকব! অনাহারের তীব্র জ্বালায় তিলে তিলে শুকিয়ে মরব এই ভূগর্ভস্থ পাষাণ-পুরীর নির্জ্জন কারাগারে! কিংবা আজই, এই মুহূর্ত্তে ওই শয়তানের ইঙ্গিত মাত্রই জল্লাদের নিষ্ঠুর খড়্গের এক আঘাতেই হয়ে যাব শেষ, তবুও নয়।"

সিসেলি তাঁর কথায় কান দিলে না। নাইটগালকে সে বললে

—"একে যে তুমি মুক্তি দেবে, তার প্রমাণ কি দেবে তুমি? আমি ওকে গোপনে বলতে চাই সে-কথা।"

—"বলো, কি প্রমাণ তুমি চাও?"

—"আচ্ছা, কুৎবার্টকে আমি একটা কোনো জিনিসের নাম ব'লে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওকে যখনি মুক্তি দেবে, তখনি ও তোমাকে দেবে সেই চিহ্ন বা অভিজ্ঞান। তোমার কাছ থেকে আমি তা' পেলেই জানতে পারব, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছ এবং তিন দিনের মধ্যে হবে আমাদের বিয়ে।"

—"বেশ। এইবার তা'হলে গোপনে তোমাদের চুক্তিটা সেরে নাও। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।"

নাইটগাল কক্ষের বাইরে চ'লে গেল। কিন্তু কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগল তার মনে। তাই আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেওয়ালের গায়ে কান লাগিয়ে শুনতে লাগল, ওরা কি বলে।

কুৎবার্ট আর্ত্তভাবে ব'লে উঠলেন—"না, না। আমি মুক্তি চাই না। আমি মরব, তবুও না—কিছুতেই না।"

—"তুমি ভুল করছ কুৎবার্ট!"

সিসেলি তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অতি চুপি-চুপি বললে—"ভয় কি? এমনিভাবে তোমায় এখান থেকে বাইরে নিয়ে যেতে চাই। তুমি বাইরে গেলেই আমি লর্ড ডাড্‌লি কিংবা লর্ড নর্দাম্বারল্যাণ্ডকে জানিয়ে দেব এই সব কথা। তারপর আর কোনো ভয়ই তোমার থাকবে না, ভাবনাও থাকবে না নিশ্চয়।"

সাহসে ও উৎসাহে কুৎবার্ট মুহূর্ত্তে সোজা হয়ে বললেন—

"সত্যিই ! বেশ, আমি রাজী আছি। এই নাও আমার আংটি। পাঠিয়ে দিও এটা লর্ড ডাড্‌লির কাছে। কিন্তু আর কোনো ভয় থাকবে না, কেমন ?"

—"হ্যাঁ।" উত্তর দিলে সিসেলি।

তারপর একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন কুৎবার্ট —"হ্যাঁ, মুক্তি পাওয়ার সঙ্কেতটা কি হবে ?"

—"ঐ যে বললাম, আংটি পাঠিয়ে দিলেই সব কাজ হবে।"

শেষের কথাগুলো নাইটগালের কানে গেল না। কিন্তু প্রথমের কথাগুলো শুনেই ক্রোধে ফুলতে লাগল সে। অবশ্য হেসেও ফেললে ওদের দুর্বুদ্ধিতে। এই সময় সিসেলি তাকে জোর-গলায় ডেকে বললে—"এবার এস।"

নাইটগাল ওদের সম্মুখে আসতেই কুৎবার্ট পূর্ব্বের মতোই তাঁর মুখখানাকে আবার ছায়াচ্ছন্ন ক'রে ব'সে রইলেন। সিসেলি তখন বেরিয়ে গেছে সেই অন্ধকার কক্ষ থেকে। নাইটগাল বললে— "আসছি আমি।" ব'লে সেও বেরিয়ে গেল সিসেলির সঙ্গে সঙ্গে।

—এগারো—

এদিকে সিসেলির মা আর বাবা তাকে খুঁজে খুঁজে সারা। তারা যখন অত্যন্ত ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে পড়েছে অত্যন্ত, তখন ওগ্, গগ্ আর ম্যাগগ্‌কে লাগিয়ে দিয়েছে সমস্ত টাওয়ারে সন্ধান নিতে। সঙ্গে তাদের জিট্‌ও আছে, সেই বামনাবতার জিট্। সবাই ব্যস্ত, চিন্তিতও তারা সবাই। সিসেলিকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারী অন্যায় কথা !

অত বড় মেয়েটা গেলই বা কোথায়? বিশেষতঃ এই সুরক্ষিত টাওয়ারের ততোধিক কড়া প্রহরীদের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে? সুবিস্তৃত টাওয়ারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ওরা চারজনে খুঁজল, কিন্তু সিসেলির দেখা কোথায়ও পেল না। অবশেষে বিফল-মনোরথ হয়ে তারাও সবেমাত্র ফিরে এসেছে, ঠিক এমনি সময় সিসেলিকে সঙ্গে নিয়ে কারাধ্যক্ষ এসে সেখানে উপস্থিত হ'ল।

অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই সিসেলিকে শুনিয়ে শুনিয়ে কারাধ্যক্ষ এবার ওগ্, গগ্ আর ম্যাগগ্‌কে বললে—"এই! জল্লাদকে সংবাদ দাও। বলো, আমি তাকে ডাকছি। যাও, ছুটে যাও। হ্যাঁ দেখ, বলো আজ একটা জবাই আছে, মানুষ জবাই!"

ব'লেই নাইটগাল একবার হেসে উঠল—বিকট, বীভৎসভাবে উঠল সে হেসে। সঙ্গে একটু কৌতুকও অবশ্য ছিল।

হুকুম পেয়েই একজন দৈত্যের মতো প্রহরী চলল এগিয়ে, সেই জল্লাদের উদ্দেশে।

সিসেলি এতক্ষণ নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রহরীটাকে সত্যি-সত্যিই যেতে দেখে সে অতি কাতরভাবে তার সম্মুখে এসে বাধা দিয়ে বললে—"না না, যেয়ো না। দাঁড়াও, ও ঠাট্টা করছে। সত্যিই তোমাকে হুকুম এখনো দেয়নি।"

প্রহরী থমকে দাঁড়াল।

সিসেলির মা আর বাবা দু'জনেই হ'ল বিস্মিত। তবে, ব্যাপারটা সঠিক জানা না থাকলেও এদের কথায় খানিকটা তারা বেশ বুঝে নিতে পারলে। তাই কি বলতে যাবে, এমনি সময়

নাইটগালই সুরু করলে বলতে—“হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তো আমার প্রস্তাবের কোনো সন্তোষজনক উত্তর করলে না? তা' ছাড়া, এখন দেখছি রাজীও নও তুমি সেই সর্ত্তে।”

সিসেলির মা তখন প্রশ্ন করলে—“ব্যাপার কী? কী হ'ল তোমাদের কর্ত্তা?”

—“না, এমন কিছু নয়। তবে, আজ সন্ধ্যায় একজন রাজ-সভার কে এখানে এসেছিল না, সেই চটক্‌দার ছোক্‌রা। তোমার এই গুণবতী মেয়ে তার সঙ্গে পা'লয়ে যাচ্ছিল। অথচ এটা তার মাথায় এল না যে, এই টাওয়ার থেকে আমার চোখে ধুলো দিয়ে একটা ফড়িং পর্য্যন্ত পারে না পালাতে আর কিনা ছু' ছুটো জলজ্যান্ত মানুষ পালিয়ে যাবে! সুড়ঙ্গের মধ্যে পাকড়াও করেছি ছু'জনকে।”

—“এসব কথা সত্যি, সিসেলি?” প্রশ্ন করলে তাকে মা।

সিসেলি নিরুত্তর। চুপ ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন শুভকামীর মতো বলতে লাগল নাইটগাল—“বেশ তো। যাবি একটা ভালো লোকের সঙ্গে যা। তা' নয় একটা আসামীর সঙ্গে! প্রাণদণ্ডের আসামী!”

—“এ্যাঁ, বল কী কর্ত্তা?” বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে সিসেলির মা।

—“হ্যাঁ, বলি আর কি আমার মাথা! সেই লোকটি হচ্ছে প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারে বন্দী। প্রাণদণ্ডের জন্য তার আদেশ হয়েছে।” জবাব দিল নাইটগাল।

সিসেলিকে একটা ধমক দিয়ে তার মা বললে—"কি, কথা কইছিস্ না যে মুখপুড়ি? এসব সত্যি?"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সত্যি নয় তো কি আমি মিথ্যে ক'রে বলছি তোমার মেয়ের নামে? ওঃ! বিশ্বাস হ'ল না বুঝি আমার কথা?" উত্তর দিলে নাইটগাল।

সিসেলি কিন্তু এদের কথায় মোটেই কান দেয়নি। এতক্ষণ ওদের অলক্ষ্যে সে নিজের কাজেই ব্যস্ত ছিল। জিটের হাতে চুপি-চুপি কুৎবার্টের সেই আংটিটা দিয়ে বললে—"যাও, ছুটে যাও রাজ-প্রাসাদে। একেবারে লর্ড গিল্‌ফোর্ডের কাছে গিয়ে বলবে, 'আপনার অনুচর কুৎবার্ট বন্দী হয়েছেন। কেলভিন্ টাওয়ারের নীচে ভূগর্ভের একটা অন্ধকার কক্ষে আছেন তিনি।' যাও পুরস্কার পাবে তুমি, অনেক পুরস্কার পাবে।"

জিট্ চ'লে গেল। পিছন থেকেই স'রে পড়ল সে। কিন্তু কোথায় গেল, কেন গেল তা' কেউ জানতে পারলে না, বুঝতেও পারলে না কেউ। খুব ছোট্ট কিনা তাকে দেখতে, তাই কেউ লক্ষ্য করলে না।

সিসেলির মা বললে—"না না, বিশ্বাস হবে না কেন? কিন্তু কেমন ক'রে জানব বাপু, মেয়ে যে আমার এমন উড়ন্ত হয়েছে! তা' তো আমি ভাবতেও পারিনি কখনো। আচ্ছা, আটকে রাখব এবার ঘরে। যেমন পাখী, তার তেমনি খাঁচা!"

হো-হো ক'রে হেসে উঠল নাইটগাল। পরে হাসি থামিয়ে সে বললে—"এই তো, কে বলে মেয়েদের বুদ্ধি নেই! একেবারে

বাজে কথা। বুদ্ধি আছে তাদের খুবই। খালি সুযোগ পায় না সেটা দেখাতে।"

এর পর সবাই চ'লে গেল যে যার কাজে। আর সিসেলি হ'ল বন্দিনী। তবে, কারাগারে নয়, নিজের বাড়ীতেই। তার মা রাখলে তাকে বন্দী ক'রে!

এদিকে ভোজশালার পাশেই একটা ঘরে বন্দী গিলবার্ট ছিল এতক্ষণ একাকী। কারণ ওগ্, গগ্ আর ম্যাগগ্ তিনজনেই নেশার চাঞ্চল্যে সিসেলির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই অবসরে গিলবার্ট করলে কি, বহুকষ্টে নিজের বন্ধন খুলে ফেললে। তারপর প্রস্তুত হয়ে নিলে পালাবার জন্য। কিন্তু কোন্‌দিকে যায়? কোন্‌দিকে গেলে একটা নিরাপদ জায়গায় সে পৌছতে পারবে নির্বিঘ্নে? গিলবার্ট তাই ভাবতে লাগল। হঠাৎ সে ঠিক ক'রে ফেললে, ওপাশে একটা অন্ধকার বারান্দা আছে। সেইটা পেরিয়ে গেলেই সম্মুখে পাওয়া যাবে উন্মুক্ত ছাদ। ছাদটা বিশেষ উঁচুও নয় সেখান থেকে। কোন রকমে একবার তার ওপর উঠতে পারলে হয়। তা'হলে হয়তো এ-যাত্রা সে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কারণ ছাদটা বেশ লম্বা, খুবই লম্বা—প্রায় আধ মাইল হবে। অন্ধকারে হামা দিয়ে দিয়ে ঠিক প্রহরীদের চোখে ধূলো দিতে পারবে।

এদিক ওদিকে চেয়ে গিলবার্ট কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌছল সে ছাদের শেষপ্রান্তের একটা শ্যাওলা-ধরা কার্ণিসে। সেখান থেকে তাকিয়ে দেখল, নীচে

অন্ধকার—কালো, থম্‌থমে জমাট অন্ধকার। চোখটা একটু বুজে গিলবার্ট ভালো ক'রে আবার নীচের দিকে তাকালে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না সে। তবে অস্পষ্টভাবে যেটুকু বুঝলে, তাতে বহু নীচে অন্ধকারের তলায় একটা সুবিস্তৃত পরিখা আছে ব'লে তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? এই পরিখা কোথায় গেছে, শেষ হয়েছে এর কোথায় আর ওপারেই বা কি আছে এর তাই বা কে জানে! কিন্তু যাই থাক ভেবে আর লাভ নেই কিছু। সাহসে বুক বেঁধে গিলবার্ট স্থির করলে, ঝাঁপিয়ে পড়বে,—বিনা দ্বিধায় সে ওই পরিখায় পড়বে ঝাঁপিয়ে! মরবে? তাতেই বা ভয় কি তার? শয়তানের হাতে তিলে তিলে মরবার চেয়ে সে-মৃত্যুও শতগুণে শ্রেয়। তা' ছাড়া, নাও তো মরতে পারে। বেঁচে থাকলে, অনেক কর্ত্তব্য প'ড়ে আছে তার।

গিলবার্ট আর কালবিলম্ব না ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে। মুহূর্ত্তে সে পরিখার সুগভীর জলে এসে পড়ল। জল ছিটকে পড়ার ভয়ঙ্কর শব্দে পার্শ্ববর্ত্তী একজন প্রহরী উঠল চকিত হয়ে। চোখটা একটু রগড়ে সে বুঝল যে, শব্দটা অতি নিকটেই হয়েছে। আর হয়েছে সেটা এই পরিখার জলেই। কেউ বোধ হয় টাওয়ার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বন্দুকের গুলি ছুড়ল সেই অন্ধকার পরিখার শব্দস্থল আন্দাজ ক'রে। একটা গুলির শব্দ পেয়ে টাওয়ারের চারদিক থেকে তখন ধ্বনিত হয়ে উঠল আরো অনেক বন্দুকের শব্দ! সুপ্ত টাওয়ারটা জেগে উঠল। তার বুকের সব প্রাণীগুলোও উঠল জেগে।

আতঙ্কিত-বুকে গিলবার্ট চলেছে। ডুবে ডুবে জলের তলা দিয়ে পালাচ্ছে সে। মুখ তুলে শ্বাস নিতেও তার কত ভয়! তাই নিতান্ত দম বন্ধ হয়ে না এলে সে জলের ওপরে মোটেই উঠছে না। তাও অতি সন্তর্পণে, অতি সাবধানে মাত্র নাকটা একটু উঁচু ক'রে শ্বাস নিয়েই আবার নিঃশব্দে তলিয়ে যাচ্ছে। এমনি ক'রে খানিকক্ষণ চলবার পর গিলবার্ট শ্বাস নিতে উঠেই দেখল, পরিখার দু'পাড় দিয়ে সব সৈন্যেরা ছুটে আসছে। হাতে তাদের জ্বলন্ত মশাল, যেন এক একটা প্রেতমূর্ত্তি তারা!

তখনো বন্দুকের গর্জ্জন সমানে চলেছে। গিলবার্ট বুদ্ধি ক'রে আবার পেছন দিকে ফিরল। সৈন্যেরা তা' টের পায়নি। খানিকটা এসে টাওয়ারের বিপরীত পাড়ে সে উঠল কোনোরকমে। তারপর অতিকষ্টে তার আহত দেহ আর দুর্বল পদদ্বয়কে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ছুটতে লাগল। কিন্তু ভাগ্য যার অপ্রসন্ন, চেষ্টায় তার কতটুকু হবে! হঠাৎ দেখা গেল, খানিকটা দূরে কতগুলো মশাল অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে' উঠল। আরো একটা সৈন্যের দল টাওয়ার থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে আর আসছে তারা পরিখা পেরিয়ে তারই পেছনে পেছনে। অথচ দেহ যদি বা পারে কিন্তু পা দু'খানা গিলবার্টের আর চলতে চায় না। তারা যেন একেবারেই বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসেছে! তবুও গিলবার্ট দিলে ছুট, যত বেগে সে পারে। ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল একটা ছোট পাহাড়ের মতো উঁচু মাটির ঢিপির কাছে। সৈন্যেরাও তার পেছনে আসছে, তখনো বন্দুক ছুড়ছে তারা! অবশ্য ধাবমান গিলবার্টের গায়ে

একটাও লাগাতে পারেনি। শুধু অন্ধকারে তাদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

গিলবার্ট বুঝল, আর নিষ্কৃতি নেই তার। হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়াল। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার! বিরাট একটা চেহারা! কালো মিশমিশে তার রঙ, অন্ধকারে প্রায় মিশে আছে। মাথাটা গিলবার্টের ঘুরে গেল। তার মনে হ'ল, মনে হ'ল কেন—চোখের সামনে সে স্পষ্ট দেখতে পেল, সেই লোকটার হাত তুটো তাকে ধরবার জন্য নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে!

গিলবার্ট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বুঝল, এ তার ভ্রম। সত্যিই এটা মানুষ নয়, প্রেত নয়, দৈত্যও নয় এটা। এটা একটা ফাঁসী-কাঠ! অপরাধীদের এখানে ফাঁসী দেওয়া হয়। প্রায় প্রত্যহই হয় তু'-একটার! তু'-চার পা এগোতেই গিলবার্টের গায়ে এসে খানিকটা কাদার মতো কি ছিট্‌কে পড়ল। অন্ধকারে ঠিক বুঝা গেল না, দেখতেও পেল না সে কিছু। কাদা! এমন শুকনো জায়গায় কাদা এল কোথেকে? হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল—কাদা নয়, নিশ্চয়ই এটা রক্ত—জমাট-বাঁধা রক্ত! এই যে নর্দ্দমা রয়েছে, রক্ত গড়িয়ে পড়বার নর্দ্দমা। গিলবার্ট আর কালক্ষয় না ক'রে নেমে পড়ল সেই রক্তাক্ত নর্দ্দমার মধ্যে। পাশ থেকে একটা তক্তা টেনে নিয়ে ঢাকা দিলে নিজের ওপরে।

এর পাঁচ-সাত মিনিট পরের কথা। সৈন্যেরা ছুটে চলল, সেই ফাঁসী-কাঠের পাশ দিয়েই তারা চলল পলাতক আসামী

অর্থাৎ গিলবার্টের সন্ধানে। তক্তার ফাঁক দিয়ে সব ব্যাপারটা গিলবার্ট দেখতে লাগল। সৈন্যেরা খানিক দূর চ'লে গেলে, উঠে দাঁড়াল সে। বামদিকে চেয়ে দেখলে, সেদিকে কেউ যায়নি। তখন গিলবার্ট প্রাণপণে ছুটতে লাগল সেই দিকে। সামনে একটা প্রাচীর। প্রাচীরটা খুব উঁচু নয়। প্রায় মাথা সমান হবে গিলবার্টের। প্রাচীর টপ্‌কে সে ওদিকে গিয়ে পড়ল এবং দৌড় দিলে আপ্রাণ।

যে সকল সৈন্য গিলবার্টের পেছনে তাড়া ক'রে ছুটেছিল, একে একে তারা সব ফিরে এসেছে। বহু চেষ্টা ক'রেও আসামীর নাগাল পাওয়া গেল না। তাই টাওয়ারের নিকটে পরিখার পাড়ে এসে জমায়েত হয়েছে সবাই। তাদের মধ্যে কেউ বলছে—"আসামীটা পালিয়ে গেছে।" কেউ বলছে—"না, অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে আছে ব্যাটা।" আবার কেউ বা বলছে—"না না, পালায়ওনি, লুকিয়েও নেই কোনখানে। সে ডুবে গেছে এই পরিখার অতল জলে। নিশ্চয় কাল সকালে ভেসে উঠবে।" আর একজন বললে—"সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এখন উপায়? এতগুলো সশস্ত্র পাহারা থাকতে আসামীটা যদি সত্যি-সত্যিই পালিয়ে থাকে, তা'হলে কাল সকালে তার বিচারের সময় আমাদেরই বিচার যে সুরু হবে আগে। তার কি উত্তর দেবে কিছু ভেবেছ তোমরা?"

—"হ্যাঁ, ঠিকই তো। যদি পালিয়ে থাকে, তবে কি জবাব দেওয়া যাবে?"

সবাই চিন্তিত হয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময় সেখানে এসে দেখা দিলে বামনাবতার জিট্।

প্রাসাদে গিয়ে সে লর্ড গিল্‌ফোর্ডের সাক্ষাৎ পায়নি। কারণ, গিল্‌ফোর্ড ছিলেন তাঁর পিতা ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের সঙ্গে তখন গোপন পরামর্শে ব্যস্ত।

জিটের অনুপস্থিতিটা গগের কাছে ধরা পড়েছে। রেগে-মেগে গগ্ জিজ্ঞেস করলে—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ জিট্?"

—"আজ্ঞে, একটা কাজে গেছলুম।"

কুৎবার্টের সেই আংটিটা দেখিয়ে জিট্ সমস্ত ব্যাপারটা গগ্‌কে বলতে লাগল। অবশ্য আস্তে—খুবই আস্তে, অতি চুপিচুপি।

নাইটগালও ছিল তার অনতিদূরে, আশে পাশেই। জিটের হাবভাব আর কথা বলবার ভঙ্গী দেখে কেমন সন্দেহ হ'ল তার। ওদের কথাবার্ত্তা শোনার জন্য সে কান উঁচিয়ে একটু এগিয়ে এল। দেখলে, গগের সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিট্ হাত নেড়ে নেড়ে একটা কি দেখাচ্ছে। অবিলম্বে সে মশালের আলোয় বুঝতে পারলে যে, ওটা আংটি, আর ঐ আংটিটা নিশ্চয়ই কুৎবার্টের।

নাইটগাল ঠিক চিলের মতো একটা ছোঁ দিয়ে সেই আংটিটা হঠাৎ কেড়ে নিলে জিটের হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল ক্রোধোন্মত্ত জিটের তর্জ্জন আর তাণ্ডব-নৃত্য! সে তার ক্ষুদে তরবারিটা টেনে নাইটগালকে তেড়ে যায় আর কি! কিন্তু একটু হেসে তাকে থামিয়ে দিলে গগ্।

তারপর নাইটগাল সেখান থেকে চ'লে গেল। সিসেলির উদ্দেশ্যেই গেল সে তাড়াতাড়ি। টাওয়ারে পৌঁছে প্রথম সাক্ষাৎ পেলে সিসেলির মায়ের। গম্ভীরভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলে—

"তোমার মেয়ে কোথায়? সেই শয়তান লোকটার সম্বন্ধে ছু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করব তাকে। তা' ছাড়া, সিসেলিকে বল, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। হ্যাঁ, তাকে আরো বল যে, সঙ্কেত নিয়ে এসেছি।"

—"আচ্ছা।"

কি সঙ্কেত, কার সঙ্কেত কিছুই বুঝল না সিসেলির মা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলে না সে। কিন্তু তবুও তাকে যেতে হ'ল। কি করবে? জেলের কর্ত্তার ওপর কোনো কথা কইবার মতো তার ক্ষমতা তো ছিল না! তাই কোনো প্রশ্ন না ক'রেই সে চ'লে গেল সিসেলিকে খবর দিতে।

সংবাদ পেয়ে সিসেলি ছুটে এল। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে সে জিজ্ঞেস করলে—"মুক্তি দিয়েছ তাকে, মুক্তি? সঙ্কেত কই?"

—"এই যে।"

নাইটগাল সেই আংটিটা দেখাল আর সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল, বিষাক্ত হাসি!

—"উঃ! তবে সংবাদ যায়নি?"

-"না!'

—"ভগবান! কি করলে ভগবান!"

সিসেলি কাঁদতে লাগল। ঠিক শিশুর মতো সে ফুলে' ফুলে' কাঁদতে লাগল। পরাজিত, দিশেহারা, একান্ত উপায়হীন সে।

নাইটগাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই সানন্দে দেখতে লাগল এবং উপভোগ করতে লাগল সিসেলির এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা।......

এদিকে গিলবার্ট ছুটে চলেছে।

আহত ও ক্লান্ত দেহটাকে তার কোনো রকমে টেনে নিয়ে চলছে ছুটে সে অন্ধকার ভেদ ক'রে। উঁচু নীচু কত ভয়ঙ্কর পথের পরে পথ পেরিয়ে গিলবার্ট ছুটছে, একেবারে জীবন পণ ক'রে সে ছুটছে। বড় রাস্তা ছেড়ে যতই সরু গলির দিকে সে এগোচ্ছে, অন্ধকার হয়ে উঠছে ততই গাঢ় থেকে গাঢ়তর। গলির দু'দিকে শুধু বড় বড় বাড়ী—কালো, ঝল্‌সানো সব সারিবদ্ধ বাড়ী।

বাড়ীগুলো সব কালো ঝল্‌সানো কেন ?

শোন, বলছি। বছর কয়েক পূর্ব্বে শহরে একবার ভীষণভাবে আগুন লেগে যায়। সেই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এই অঞ্চলের বহু ঘর-বাড়ী। তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। বাসিন্দাদের মধ্যে পুড়ে মরে যায় অনেক ছেলে-বুড়োই। আধ-পোড়া হয়েও বেঁচে থাকে কেউ কেউ। অক্ষত-দেহে যারা একবস্ত্রে পালিয়ে যায়, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাই এত বড় ক্ষতির পূরণ ক'রে, আবার পল্লী-শ্রীকে তারা ফিরিয়ে আনতে এখনো পারেনি।

এছাড়া গলির শেষ প্রান্তে আছে একটা ফাঁকা ময়দান। সেই ময়দান পেরিয়েই বিরাট সেন্ট্‌পল গির্জ্জা দাঁড়িয়ে ছিল। নিষ্ঠুর অগ্নি-দেবতার আক্রোষ থেকে সেও বাদ পড়েনি। গির্জ্জাটা এখনো আছে। তেমনি দগ্ধ ও ভগ্ন অবস্থায়ই আছে সে দাঁড়িয়ে। ক'বছরের ঝড়-বৃষ্টি, কুয়াশা আর বরফ তাকে আরো বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছে। দেখলেই মনে হয়, যেন বিরাটকায় একটা আধ-পোড়া দৈত্য তার দাঁত বের ক'রে সমস্ত পৃথিবীটাকে শাসাচ্ছে!

শ্রান্ত-ক্লান্ত গিলবার্ট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল সেই গির্জ্জার নিকটে। হঠাৎ একটা কম্পমান আলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। দুর্ব্বল দুটো চোখ তুলে চাইতেই সে দেখতে পেল, গির্জ্জাটার সম্মুখে খানিকটা জায়গায় কেমন একটা আলো এসে পড়েছে। কিন্তু অন্ধকার তাতে কাটেনি, চেনাও যায় না তাতে কাউকে। অথচ দেখতে পাওয়া যায় প্রায় সবই। এমনি একটা আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা সেখানে চলেছে।

গিলবার্ট থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর কোথাও কিছু না দেখতে পেয়ে সে সবুজ ঘাসের ওপরে পড়ল ব'সে। বিশ্রাম—একটুক্ষণ বিশ্রাম না করলে আর সে পারে না।

মুহূর্ত্তখানেক পরের কথা।

আলোটা যতখানি জায়গায় পড়েছে, বেশ পরিষ্কারভাবেই পড়েছে এবার আরো খানিক দূর তার সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু কিসের আলো? তা' ভাববার মতো মগজের অবস্থা গিলবার্টের তখন একটুও ছিল না। দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তিতে তার মাথা ঘুরছিল।

কিন্তু চোখ-ধাঁধানো এই দারুণ অন্ধকারের মাঝে খানিকটা জায়গা ক্রমশঃই আলোকিত হচ্ছে কেমন ক'রে। তবে কি পরিত্যক্ত গির্জ্জায় এখন দেবতার স্থান অধিকার করেছে কোন দানবে, যেমন ক'রে অধিকৃত হয়েছে ইংলণ্ডের সিংহাসনটা? হঠাৎ গিলবার্টের নজরে পড়ল, আধ-পোড়া সেই গির্জ্জার ধ্বংস-স্তূপের মাঝখান দিয়ে দূর আকাশের গায়ে উঁকি মারছে এক ফালি তাম্রাভ চাঁদ। তারই ফিকে জ্যোছনায় গির্জ্জাটা আরো ভয়ঙ্কর হয়েছে দেখতে। কিন্তু

গিলবার্টের এতটুকুও ভয় করল না। বরং গির্জ্জার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে জোর-গলায় অভিযোগের সুরে বললে—"প্রভু! তোমার মন্দির আজও বিদগ্ধ, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। সেদিকে তাকাবার নেই কেউ। অথচ সিংহাসনে ব'সে আছে লেডী জেন্। হে পিতঃ! তুমি কি বুঝতে পারছ না, সিংহাসনে যতক্ষণ জেন্ থাকবে আর মন্ত্রী থাকবে তার ওই নর-পশুটা, ততক্ষণ তোমার এই মন্দির প'ড়ে থাকবে এমনি ধ্বংস-স্তূপ হয়ে? তাকে কি ফিরিয়ে আনবে, আবার ফিরিয়ে আনবে তাকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে যে তোমার ভক্ত, সত্যিকারের ভক্ত? যে তোমার মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবে, সিংহাসনের সেই ন্যায্য অধিকারিণী, কুমারী মেরীকে কি ফিরিয়ে আনবে?"

—"আনব!"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল ওই মন্দিরের মধ্য থেকে; কিন্তু তারপর আর কোনো শব্দই নেই! একেবারে নীরব!

গিলবার্ট চম্‌কে উঠল। সচকিত হয়ে সে তাকিয়ে রইল মন্দিরের দিকে। শেষে ভাবতে লাগল,—তবে কি মানুষের পরিত্যক্ত হলেও মন্দিরে এখনো দেবতা আছেন! সত্যিই কি এই ভগ্ন গির্জ্জা থেকে আজ কথা কয়ে উঠলেন যিশু!

এরপর মুহূর্ত্তখানেক যেতে না যেতেই গিলবার্ট দেখতে পেল, একটা মূর্ত্তি তার দিকে এগিয়ে আসছে—যেন জমাট-বাঁধা অন্ধকারের একটা মূর্ত্তি!

গিলবার্ট সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সাহসে ভর ক'রে।

মূর্ত্তিটা তখন গির্জ্জা ছেড়ে সামনের প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে। সেখানকার স্তব্ধতা ভেঙে সে গিলবার্টের অতি নিকটে দাঁড়িয়ে বললে—“কে তুমি যুবক? ফিরিয়ে আনবার কথা বলছিলে না? হ্যাঁ, আনব আমরা ইংলণ্ডের প্রজার দল। কুমারী মেরীকে আবার ফিরিয়ে আনব। সিংহাসনে বসাব তাঁকে আমরাই, ওই মন্দিরের মরা দেবতা নয়।”

জীবন্ত একটা মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে স্পষ্ট কথা কইছে। কিন্তু তাকে চেনা যাচ্ছে না এই আবছা অন্ধকারে। পরিষ্কার আলোতেও যে বুঝা যাবে, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ মাথা থেকে গলা পর্য্যন্ত তার একটা সাদা চাদর দিয়ে মোড়া। সেই বস্ত্রাবৃত মুখের ওপরে দুটো চোখ অতিকষ্টে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

গিলবার্ট স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

মূর্ত্তি আবার বলতে লাগল—“অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে তোমার কাতর প্রার্থনা শুনে মনে হচ্ছে, কুমারী মেরীর একজন বিশ্বস্ত প্রজা তুমি।”

—“হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্য। নিঃসঙ্কোচে আমি তা’ স্বীকার করছি।” এতক্ষণে উত্তর দিলে গিলবার্ট।

—“উত্তম। কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরে আবার এখানেই তুমি দেখা ক’রো। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। ভয় নেই। এই রকম ছেলেই আমি খুঁজছিলাম।”

—“কিন্তু আপনি কে?”

—"সে-পরিচয় কাল পাবে। তবে, এইটুকু মাত্র এখন জেনে রাখ যে, আমিও তোমার মতোই কুমারী মেরীর একজন বিশ্বস্ত প্রজা। কিন্তু তুমি কে ?"

—"আমি একজন চাষার ছেলে।"

—"থাক কোথায় ?"

—"সামনের ওই ছোট মাঠটার ওপারে যেখানে ফাঁকা ফাঁকা বসতি আরম্ভ হয়েছে, তারই পাশের বড় রাস্তা বেয়ে খানিক দূর এগিয়ে গেলে বাঁ-ধারের একটা হোটেলে। ওখানে আমরা নূতন এসেছি।"

—"সর্ব্বনাশ! বল কী? হোটেলওয়ালা যদি জানতে পারে, তুমি জেনের শত্রু, তা'হলে সে অবিলম্বে তোমাকে ধরিয়ে দেবে। লোকটা জেনের একজন পরম ভক্ত।"

—"তা' হোক। আমি তাকে ভয় করিনে। ভয় করিনে তার জেন্‌কেও।"

গিলবার্ট অতি সাহসের সঙ্গে বললে—"ওদের জেন্ যখন শোভাযাত্রা ক'রে গেল, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক হাঁ ক'রে তা' দাঁড়িয়ে দেখলে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, সেই লক্ষ জনের মধ্যে মাত্র একজন মোটেই সহ্য করতে পারলে না। শোভাযাত্রার সম্মুখে গিয়ে সে চীৎকার ক'রে বললে,—'আপনারা সকলেই ভুল পথে চলেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা না ব'লে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাকে। সিংহাসন লেডী জেনের নয়। প্রকৃত অধিকারিণী তার কুমারী মেরী। আর এ কথাকে অস্বীকার করা যে কতখানি পাপ, কতখানি

অপরাধ, সাময়িক জাঁকজমক আর পশুশক্তির চাপে প'ড়ে তা' আপনারা ভুলে যাচ্ছেন।' এত বড় দুঃসাহসিক কথা যে বললে, তাকে আপনার জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, না? সে লোকটা আর কেউ নয়,—এই গিলবার্ট। জীবন থাকতে আমি লেডী জেনের আধিপত্য স্বীকার করি না, তার জন্য ভয়ও করি না আমি কাউকে।"

—"তুমি? তুমি সেই গিলবার্ট? আশ্চর্য্য! দেখছি, ভগবানে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে হয়। আমি তোমাদের সন্ধানই করছিলাম। অবশ্য ঠিক তোমার নয়। কারণ আমি জানতাম, তুমি বন্দী— টাওয়ারের বন্দী। তাই সন্ধান করছিলাম তোমার মায়ের। তাকে আমার প্রয়োজন, বিশেষ প্রয়োজন। বেঁচে আছে, কোথায় সে বুড়ী?"

—"আমার মা?"

—"হ্যাঁ-হ্যাঁ। তোমার মা, সেই বুড়ী।"

—"তিনিও থাকেন ওই হোটেলে।"

—"আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

—"বেশ তো।"

—"চল, অতি চুপিচুপি। আজই রাত্রিতে কাজটা শেষ ক'রে ফেলি।"

হোটেলের পেছনেই অন্ধকার একটা বন। সেই বনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় হোটেলের পিছনদিককার কক্ষে। যেমন ছোট তেমনি নোংরা একটা স্যাঁৎসেঁতে কক্ষ। সেখানে প্রবেশ ক'রে গিলবার্ট হাতড়াতে লাগল। উদ্দেশ্য দু'খানা চকমকি পাথর

অথবা প্রদীপের সন্ধান। গাঢ় গভীর অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। তবুও খুঁজতে খুঁজতে অল্পক্ষণের মধ্যেই গিলবার্ট প্রদীপটা পেল। আলো জ্বালিয়ে সে চাদর-জড়ানো সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। মনে মনে খুব সন্দেহ হ'ল গিলবার্টের। একটু ভয়ও পেল সে। মুখে যাই বলুক, কিন্তু কে জানে হয়ত জেনের গুপ্তচরদের মধ্যে এও একজন। চোখে মুখে তার ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ।

নিশীথ রাতে গৃহে আগত অতিথির গলা থেকে পা পর্য্যন্ত একটা কালো আলখাল্লায় ঢাকা। সারা মাথায় আর মুখে তার পুরু চাদরের আবরণ। তারই মধ্য দিয়ে শুধু দৃপ্ত একজোড়া জ্বল্‌জ্বলে চোখ তার দিকে ঘন ঘন চাইছে। অন্যমনস্ক থাকা সত্ত্বেও গিলবার্ট সেদিকে তাকাল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন না তাকিয়ে সে পারছে না।

হোটেলের বিভিন্ন কক্ষে তখনো সমানে উৎসব চলেছে। নাচ, গান, হাসি, গল্পের ছুটেছে সেখানে ফোয়ারা। আনন্দে সবাই ভরপুর আছে।

কেন, কিসের এত আনন্দ? হল্লাই বা এত কিসের?

সেই কথাই এবার বলব, শোন।

আনন্দ হবে না? জেন্‌কে যারা ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞীরূপে চেয়েছিল আর যারা চায়নি তাদেরও বাধ্য করা হয়েছিল চাইতে। সেই লেডী জেন্ আজ সম্রাজ্ঞী জেন্ হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। তাই এই আনন্দ, এই উল্লাস।

নবাগত মূর্ত্তিটি গিলবার্টের ভয় লক্ষ্য ক'রে বললে—"যুবক! তুমি বীর। অকারণ ভয়ে মনটাকে তোমার বিচলিত ক'রো না। কই, তোমার মা কোথায়?"

—"ওই পাশের ঘরে। কিন্তু কে আপনি? আপনার পরিচয় তো পেলাম না?"

—"আমি? তোমার মা আমাকে চিনতে পারবে। ভয় কি? মেরীর অতি বিশ্বস্ত প্রজা আমি। এই পরিচয়ই কি যথেষ্ট হ'ল না?"

গিলবার্টের বুকে আবার সাহস ফিরে এল।

—"না, ভয় করিনি। বসুন। এখানে আপনি অপেক্ষা করুন। মাকে আমি নিয়ে আসছি।"

—"বেশ। দেরী ক'রো না যেন। চট্ ক'রে।"

গিলবার্ট চ'লে গেল প্রদীপটা হাতে নিয়ে।

কালো মূর্ত্তিটা সেখানে অন্ধকারে ব'সে রইল।

এরপর ধীরে ধীরে অতীত হ'ল কয়েকটা মুহূর্ত্ত। কিন্তু গিলবার্টের আর দেখা নেই। অথচ রাতও ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতম হয়ে উঠতে লাগল। তখন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল সেই অন্ধকারের মতো কালো মূর্ত্তিটার। সে উঠে দাঁড়াল কি করবে তাই ভাবতে ভাবতে। এমন সময় শোনা গেল, ও-ঘরে গিলবার্ট তার মাকে বলছে—"কেঁদো না মা। তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে, আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি। সহ্য করতে পারি আমি যে কোনো রকমের অত্যাচার! তবু কোনো মতেই স্বীকার করব না, জেন্ আমাদের সম্রাজ্ঞী।"

—"এর পুরস্কার তোকে ভগবান দেবেন বাবা।"

এই ব'লে, পুত্র-স্নেহাতুরা গানোরা তার চোখের জল মুছল।

—"চল মা, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ। ও-ঘরে অপেক্ষা করছেন তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।"

বৃদ্ধা গানোরা এল দেখা করতে, সঙ্গে এল গিলবার্ট।

প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোতে ভালো দেখা যায় না। তা' ছাড়া, বয়স অধিক হওয়াতে চোখের দীপ্তিও গেছে তার কমে'। তারপর এই প্রেতের মতো মূর্ত্তি দেখে গানোরা প্রথমে শিউরে উঠল। কিন্তু মূর্ত্তি কথা কইতেই ভয়টা অনেক কমে' গেল তার।

—বারো—

রাণী জেনের সঙ্গে মঁসিয়ে রেণার্ডের দেখা হয়েছে সেণ্ট্ জন গির্জ্জায়। এ সংবাদ পেয়েই ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সেইদিকে ছুটে গেলেন।—একথা তোমাদের আগেই বলেছি। কিন্তু রাণীর সঙ্গে মঁসিয়ে রেণার্ডের সাক্ষাৎ হ'ল কেমন ক'রে তা' বলিনি মোটেই। অথচ সেটাও তোমাদের জানা দরকার। তাই সে সম্পর্কে এখানে কিছু বলব, শোন।

লর্ড গিল্‌ফোর্ডকে নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে। রাণী জেনের ওপর অভিমান ক'রে তিনি সী-অন্ প্রাসাদে চ'লে গেছেন। তারপর দেখতে দেখতে দিনও চ'লে গেল অনেক। অথচ অভিমান এখনো তাঁর যায়নি। স্বামীর সঙ্গে দেখা না হওয়াতে রাণী জেনের মনে কষ্ট হচ্ছে খুব বেশী। কারণ বিয়ের পর অনেক দিন চ'লে গেছে,

স্বামীর সঙ্গে কখনো বিবাদ হয়নি তাঁর। এই প্রথম, তাই বড় অসহ্য লাগছে। তা' ছাড়া, যা' নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতের অমিল হয়েছিল, নিরুপায় হলেও তা' ভাবতে আজ কষ্ট হচ্ছে রাণীর।

কিন্তু উপায় কি! নিজের স্বামী হলেও তাঁকে রাজা হবার দায়িত্ব দিতে তিনি নারাজ—বিশেষতঃ, অন্ধকারে সেই ভয়াবহ একটা ব্যাপার ঘটে' যাবার পরে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কোনো মনান্তর হয়, এও তাঁর মনঃপূত নয় মোটেই। তাই প্রিভি-কাউন্সিলের সকল সদস্যের মধ্যে তিনি আর্ল অব পেম্‌ব্রোক আর আরুণ্ডেলকে ডেকে পাঠালেন মন্ত্রণার জন্য।

সংবাদ পেয়ে আরুণ্ডেল আর পেম্‌ব্রোক এসে পৌঁছলেন অবিলম্বে।

রাণী জেন্ বললেন—"আপনারা অর্থাৎ আমার কাউন্সিল নাকি আমার স্বামীকেই রাজা করবার অভিমত প্রকাশ করেছেন? কিন্তু আমি যত দূর জানি, তাতে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে এই রাজ্যে। রাজ্য-শাসন দুরূহ হয়ে উঠবে।"

—"সম্রাজ্ঞীর অনুমান সত্য। আমারও তাই মনে হয়। তবে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের এইটাই ইচ্ছা। তিনি চান অধিকার। নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষমতা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাই হ'ল তাঁর অভিলাষ।" উত্তর দিলেন আর্ল অব পেম্‌ব্রোক।

—"অথচ এ-কথা জানা সত্ত্বেও আপনারা তাঁর সপক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন! এর কারণ জানতে পারি কি?"

রাণীর কণ্ঠ-স্বর বেশ দৃঢ় ও রুক্ষ।

আর্ল অব পেম্‌ব্রোক একটু অমায়িকভাবে হেসে বললেন—"তার কারণ? কারণ আর কিছুই নয়। তবে, ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড আমার শত্রু। পুত্রকে সিংহাসনে বসালে ধ্বংস যে তাঁর অনিবার্য্য এ-কথা আমি নিশ্চয় ক'রে জানি। আর আমি চাই তাঁর ধ্বংসই। তাই ডিউককে আমার পূর্ণ সমর্থন জানাতে মোটেই কৃপণতা করিনি, সম্রাজ্ঞী!"

—"কিন্তু সেই সঙ্গে আমারও ধ্বংস যে অনিবার্য্য, একথা আপনি জানেন?" রাণী প্রশ্ন করলেন।

—"না, এ আপনার ভুল সম্রাজ্ঞী। আমি তা' মোটেই বিশ্বাস করি না। কারণ, আমরা সকলেই সম্রাজ্ঞীর বিশ্বস্ততম ভৃত্য। অতএব তাঁর শুভাশুভের জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমরা চেষ্টা করব তাঁকে রক্ষা করতে। ধ্বংস হ'তে কিছুতেই দেব না। কিন্তু ডিউককে আমরা সহ্য করব না। সহ্য করব না তাঁর ঔদ্ধত্য, স্পর্দ্ধা, অধিকার ও তাঁর ক্ষমতা!" নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন আর্ল অব পেম্‌ব্রোক।

এবার আর্ল অব্ আরুণ্ডেল বললেন—"আমারও ওই একই মত। মিষ্টার পেম্‌ব্রোকের কথারই আমি প্রতিধ্বনি করছি। ডিউক চাইছেন অধিকার। সম্রাজ্ঞী ব'লে আপনাকে তাঁর স্বীকার করাও সেই অধিকার লাভেরই একটা উপায়ান্তর মাত্র। আজ যদি নিজেকে দুর্ব্বল মনে ক'রে আপনি তাঁর উপদেশ মতো চলেন, পুত্রকে তাঁর অংশীদার ক'রে নেন ওই সিংহাসনের, তা'হলে কাল থেকে আপনি ডিউকের হাতের একটা পুতুল ছাড়া আর কিছুই নন্, এ-কথা আমি

নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি। তিনি এই কাজ দিয়েই বিচার করতে চান আপনার স্বভাবের কোমলতা, মনের শক্তি ও দুর্ব্বলতা।"

—"উত্তম। যাক, সে আলোচনা। এখন যে কারণে আমি আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম, বলি। আপনারা জানেন, আমার স্বামী রয়েছেন এখন সী-অন্ প্রাসাদে। তাই আমার অনুরোধ যে, তিনি যেন অবিলম্বে ফিরে আসেন এখানে। আর এই অনুরোধটুকু আমার হয়ে আপনারা তাঁকে জানাবেন।"

—"অনুরোধ ?" আর্ল অব পেম্‌ব্রোক বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—"অনুরোধ নয়, বলুন এটা অনুমতি।"

—"ভুল করেছেন মিষ্টার পেম্‌ব্রোক! সম্রাজ্ঞী হলেও, আমি তাঁর স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী।" রাণী একটু হেসে উত্তর দিলেন।

আর্ল অব আরুণ্ডেল বললেন—"আপনি তা'হলে তাঁর দাবী স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন ?"

—"না। আমি তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, সাম্রাজ্যের অংশ দিতে না পারলেও, রাজ্য-শাসনে তাঁর সাহায্য চাই।"

—"কিন্তু তিনি যদি না আসতে চান ?"

—"অনুরোধেও না এলে ভাবতে পারব, আমার কর্ত্তব্য আমি করলাম। তাঁর কর্ত্তব্যে করলেন তিনি অবহেলা। এই নিন আমার স্বাক্ষরিত পত্র। আপনারা দু'জনে অবিলম্বে যাত্রা করুন।"

—"কিন্তু ডিউকের আদেশ-পত্র ভিন্ন টাওয়ারের বাইরে যাওয়ার উপায় কারো নেই।"

—"আমার আদেশেও না ? আমি না সম্রাজ্ঞী ?"

—"তবুও।"

—"না, আমি বিশ্বাস করি না এ-কথা।"

সঙ্গে সঙ্গে তক্ষুনি একজন প্রহরীকে ডেকে রাণী বললেন—"এঁদের দু'জনকে টাওয়ারের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এস। যদি কেউ বাধা দেয়, বল আমার আদেশ। যাও।"

রাণী আর কাল-বিলম্ব না ক'রে পাশের কক্ষে চ'লে গেলেন।

আর্ল অব পেমব্রোক একটু মুখ টিপে টিপে হেসে আরুণ্ডেলকে বললেন—"আগুন তা'হলে জ্বলল? এখন অনুকূল হাওয়া দিয়ে সেটাকে দাউ-দাউ ক'রে জ্বালিয়ে দিতে পারলেই তবে হয়। একদিকে ডিউকের আদেশ, অন্যদিকে সম্রাজ্ঞীর। অতএব ডিউকের সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর বিরোধ এবার অবশ্যম্ভাবী।"

এর পর কয়েক মুহূর্ত্ত চ'লে গেছে। রাণী জেনের ক্রোধ তখনো একেবারে যায়নি। এমনি সময় আর্ল অব পেমব্রোক ও আরুণ্ডেল আবার ফিরে এলেন। সম্রাজ্ঞীকে তাঁরা অভিবাদন ক'রে বললেন—"আপনার আদেশে কেউ পথ ছেড়ে দিলে না, সম্রাজ্ঞী। তারা চায় ডিউকের লিখিত আদেশ।"

পেমব্রোক আর আরুণ্ডেল দু'জনেই এতে খুশী। এই তো তাঁরা চান। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' অর্থাৎ কাঁটা তুলতে হবে কাঁটা দিয়েই।

রাণী জেন্ স্তব্ধ হয়ে সমস্ত ঘটনাটা শুনতে লাগলেন; আর ভাবতে লাগলেন তিনি মনে মনে—'এত বড় স্পর্দ্ধা, এত অপমান! তবে কি সত্যি-সত্যিই তিনি ডিউকের হাতে একটা কাঠের পুতুল?

খেয়ালের খেলনা তাঁর ?' গম্ভীর হয়ে রাণী একটু কি ভেবে বললেন—"উত্তম। আপনারা এখন যান। এর প্রতিবিধান আমি করছি।"

রাণীর কক্ষ থেকে পেম্‌ব্রোক বেরিয়ে গেলেন। আরুণ্ডেলও আর সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন না। মনস্কামনা তাঁদের পূর্ণ হতে চলেছে।

এর কিছুক্ষণ পরেই মঁসিয়ে রেণার্ডের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"ব্যাপার কত দূর ?"

আর্ল অব পেম্‌ব্রোক অতি আনন্দের সঙ্গে ব্যাপারটা বিবৃত ক'রে উত্তর দিলেন—"এমনি ক'রেই জেনের সঙ্গে ডিউকের বিরোধটা বেশ ঘনিয়ে তুলতে হবে। তা'হলে পতন তাঁর অবশ্যম্ভাবী, সঙ্গে জেনেরও !"

মঁসিয়ে রেণার্ড বললেন—"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ভিত্তি পাকা না হলে কোনো কাজই মজবুত হয় না। ওটা ধীরে ধীরে ঘটিয়ে তুলতে হবেই। রাণী এখন কোথায় ?"

—"এতক্ষণ তিনি সেণ্ট্ জন গির্জ্জায়। সেখানে প্রার্থনা করতে গেছেন।"

—"বেশ। এই সুযোগে তা'হলে আমিও তাঁকে একটু উস্‌কে দিতে চাই।"

—"ভালোই তো। চলুন আমিও সঙ্গে যাই। দু'জনেই গিয়ে সেখানে দেখা করি। কাজ প'ড়ে থাকার চাইতে যতটুকু এগিয়ে যায়, তাই লাভ।" উত্তর দিলেন পেম্‌ব্রোক।

রাণী জেন্ গির্জ্জায় গিয়েছিলেন প্রার্থনা করতে। প্রার্থনা শেষ

হয়ে গেছে। সবেমাত্র তিনি গির্জ্জা থেকে তখন বেরুচ্ছেন। সঙ্গে আছে তাঁর ননদ লেডী হেষ্টিংস্, বোন লেডী হারবার্ট আর আছেন তাঁর মা ডাচেস্ অব সাফোক্।

এমনি সময় সুকৌশলী রেণার্ড গির্জ্জার সম্মুখ পেরিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন—যেন রাণীকে তিনি দেখতেই পাননি। হঠাৎ পেম্‌ব্রোকের ডাকে ফিরে চাইতেই ফটকের দ্বারদেশে সম্রাজ্ঞীকে দেখে, অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে রেণার্ড অভিবাদন জানিয়ে বললেন —"এদিকে একটা কাজে যাচ্ছিলাম, সম্রাজ্ঞী। আপনার সঙ্গেও বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই অসময়ে···"

—"না না, অসময় কিছুই নয়। নিঃসঙ্কোচে আপনি বলুন।"

রাণী জেন্ তাঁর গাম্ভীর্য্য ও তেজ অটুট রেখেই বললেন।

মুহূর্ত্তের জন্য রেণার্ড একবার তাকালেন রাণীর মুখের দিকে। তিনি কিছু বলতে চান অথচ যেন একটা কি সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে এমনই তাঁর মুখের ভাব। রাণী সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে স'রে যেতে বললেন। তার পর সুরু হ'ল তাঁদের আলোচনা।

প্রথম দিকে রেণার্ডের কথাবার্ত্তায় বেশ একটা অমায়িক ভাব ও সঙ্কোচের প্রকাশ ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপের পরেই সে সঙ্কোচ ও অমায়িকতার ভাবটা হ'ল বিলুপ্ত। কথা বলবার ভঙ্গীতে তাঁর তেজ ও দৃঢ়তা ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। রাণীর চোখে মুখে তখন মনোযোগের স্থিরতা।

এর পর আরো মুহূর্ত্ত কয়েক সেই আলোচনা চলল। তাতে

শুষ্ক হয়ে গেল রাণীর সুন্দর মুখখানা। তিনি একটু ভীতও হয়ে উঠলেন।

কিন্তু রেণার্ড তবুও থামলেন না, বরং সকলকে শুনিয়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন—"ডিউক যত দিন জীবিত আছেন, আপনারও বিপদ আছে তত দিন। এ-কথা আপনি ভুলে যাবেন না সম্রাজ্ঞী!"

ঠিক সেই সময় হঠাৎ গির্জ্জার একটা রুদ্ধ দ্বার খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডিউক এগিয়ে এলেন সেখান থেকে। হাতে তাঁর উন্মুক্ত তরবারি। সমস্ত দেহে একটা ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি তাঁর।

মঁসিয়ে রেণার্ড এবার নিজেকে শান্ত করলেন। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন তিনি।

তরবারি হাতে ডিউক সক্রোধে অগ্রসর হয়ে বললেন—"শয়তান! বিশ্বাসঘাতক!"

—"বিশ্বাসঘাতক? কার কাছে? আপনার কাছে হলেও সম্রাজ্ঞীর কাছে নয়।" তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন রেণার্ড।

ছু'জনের মাঝখানে ছুটে এসে দাঁড়ালেন সম্রাজ্ঞী। পরে অতি শান্ত গলায় তিনি ডিউককে বললেন—"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, কে এখানে দাঁড়িয়ে। কার সম্মুখে আপনি কথা কইছেন!"

—"না, ভুলিনি। বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার পুত্রবধূ।" কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন ডিউক।

—"শুধু তাই নয়, ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞীও।"

রাণীর কণ্ঠ-স্বরে বেশ তিক্ততা।

—"হুঁ। যাকে আমিই সম্রাজ্ঞী সাজিয়েছি। অথচ সে বুঝতে

পারছে না যে, ইচ্ছা করলে সেই পোষাকটা আবার এখুনি খুলে নিতে পারি।” ঠাট্টার সুরে উত্তর করলেন ডিউক।

রেণার্ড ও পেম্‌ব্রোক এতদিন এই সুযোগই খুঁজছিলেন। আজ তাঁরা সময় বুঝে আগুনে ঘি না যুগিয়ে আর পারলেন না। ডিউকের কথায় বাধা দিয়ে বললেন—“রসনা সংযত ক'রে কথা বলুন নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ডিউক! সম্মুখে দাঁড়িয়ে আপনার পুত্রবধূ হলেও তিনি ইংলণ্ডেশ্বরী। আমরা তাঁর আর কিছু না হলেও একান্ত অনুরক্ত প্রজা। অকারণ এই অপমান তাঁর, জীবন থাকতে আমরা সহ্য করব না।”

চোখের পলকে তাঁদেরও দু'খানি ঝক্‌ঝকে তরবারি কোষ মুক্ত হয়ে দেখা দিল। সূর্য্যকিরণে তা' জ্বলে' উঠল ক্রোধোন্মত্ত ডিউকের সম্মুখে!

—“শান্ত হউন মঁসিয়ে রেণার্ড, আর্ল অব পেম্‌ব্রোকও শান্ত হউন। ধৈর্য্য ধরুন আপনারা সকলেই।”

রাণী জেন্ তাঁদের অনুরোধ জানালেন।

মনে মনে তিনি বুঝলেন, ডিউকের হাতের একটা পুতুল ছাড়া আর কিছুই তিনি নন্। তবুও অতি শান্ত সুরেই শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বললেন—“যতক্ষণ সে পোষাক আমার গায়ে আছে, ততক্ষণ আমিই আদেশ করব। তাই জানাচ্ছি,—কাল প্রভাতে রাজ-সভা বসবে। তাতে আপনাদের সকলের উপস্থিতি প্রয়োজন এবং সে পর্য্যন্ত অন্ততঃ আপনাদের মধ্যে যে বিরোধ অথবা মতের অমিল আছে তাও যেন শান্ত থাকে, এই আমার একান্ত ইচ্ছা।”

রাণী আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। সম্রাজ্ঞী-সুলভ মহিমায় তিনি নিজের প্রাসাদে চ'লে গেলেন। সঙ্গে তাঁর সঙ্গিনীরাও।

পরদিন প্রাতঃকাল। রাজ-সভা বসবার পূর্ব্বেই একটা সংবাদ এসেছে আর এসেছে সেটা আর্ল অব পেম্‌ব্রোকের কাছে। সংবাদটা এই—রাজকুমারী মেরীকে যারা ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞীরূপে চায়, তাদের দলের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে উঠছে। এরই মধ্যে নাকি গ'ড়ে উঠেছে একটা বিরাট সেনা-বাহিনী! অস্ত্রচালনায় তারা সকলেই সুশিক্ষিত, অপরাজেয় তারা সকলেই।

রাণী জেনের পূর্ব্বদিনের আদেশ-মতো রাজ-সভা বসল। বেলা হবে তখন প্রায় ন'টা। একে একে রাজ-সভার সদস্যগণ সকলেই এসে পৌঁছলেন। কিন্তু সভার কাজ আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই পেম্‌ব্রোক কয়েকখানা কাগজ হাতে নিয়ে বললেন—"মাপ করবেন সম্রাজ্ঞী! আমাদের আলোচ্য বিষয় সুরু হবার আগে একটা সংবাদ আপনাকে জানাতে চাই। কারণ, সংবাদটা বিশেষ জরুরী।"

সভাস্থ সকলেই পেম্‌ব্রোকের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

রাণী জেন্ বললেন—"বেশ, বলুন।"

আমাদের অন্যতম সেনাপতি স্যার্ এডওয়ার্ড হেষ্টিংস্ রাজকুমারী মেরীকে সাহায্য করছেন। তাঁর অধানস্থ সৈন্য-সংখ্যা এক সহস্রেরও অধিক। তা' ছাড়া, পাঁচটি প্রদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আর সেই সব প্রজাসাধারণকে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছেন—সাসেক্স, বাথ্ আর অক্সফোর্ডের আর্লেরা এবং

লর্ড ওয়েন্ট ওয়ার্থ, স্যার্ টমাস্ কর্ণওয়ালিস্, স্যার্ হেন্‌রী জেনিংহাম্ এঁরা সবাই। শুধু তাই নয়, ইতঃপূর্ব্বেই এই বিদ্রোহীদল কেম্‌লিংহাম প্রাসাদের অভিমুখে রওনা হয়েছে।”

ব্যাকুলতার সঙ্গে সংবাদটা পেম্‌ব্রোক জানিয়ে দিলেন।

উত্তরে বললেন রাণী জেন্—“অবিলম্বে সেখানে সৈন্য পাঠাতে হবে। সমূলে ধ্বংস করতে হবে বিদ্রোহীদের সেই অভিযান।”

—“উত্তম। কিন্তু সে ভার আপনি কাকে দিতে চান?” প্রশ্ন করলেন আর্ল অব পেম্‌ব্রোক।

—“বাবাকে। ডিউক অব সাফোক্‌ই এই ভারের যোগ্য।”

রাণীর উত্তরে প্রতিবাদ ক’রে আর্ল অব আরুণ্ডেল বললেন—“আমাদের ইচ্ছা, এ ভার ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ওপরেই ন্যস্ত করা হোক। কারণ, অতীত অভিযানগুলো তাঁর সমস্তই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তা’ ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সব চাইতে সুযোগ্য সেনাপতি।”

রাজ-সভার সকলেই প্রায় আর্লের কথায় সায় দিলেন।

কিন্তু ডিউক নিজে বাধা দিয়ে বললেন—“সম্রাজ্ঞীর জন্য শেষ রক্তবিন্দুও দিতে রাজি আছি। কিন্তু এ ভার নিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, অসমর্থও আমি।”

মঁসিয়ে রেণার্ড চুপিচুপি রাণীকে বললেন—“ডিউককে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত। তাতে একসঙ্গে দুই পাখীই মরবে। মেরীর পক্ষের বিদ্রোহীরা হটবে আর আপনিও সুযোগ পাবেন ওই স্বার্থান্বেষী ডিউকের হাতের মুঠো থেকে বাইরে আসবার।”

যুক্তিটা রাণীর ভালো লাগল। বিশ্বাস করলেন তিনি রেণার্ডের কথায়। তাই অনুরোধের সুরে তিনি ডিউককেই আদেশ করলেন—"আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনিই সেনাপত্য গ্রহণ করুন। নইলে এই আসন্ন বিপদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুব শক্ত ব'লেই আমার বিশ্বাস। তা' ছাড়া, টাওয়ারের ভার আমি বাবার হাতেই দিতে চাই।"

—"উত্তম, উত্তম। অতীব উত্তম। আমরা সকলেই এ-প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি।"

সমস্ত রাজ-সভাটা সমস্বরে রাণী জেনের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে উঠল।

কিন্তু ডিউকের চোখে ঘনিয়ে এল অন্ধকার! তাঁর মনে হ'ল, যেন একটা চোরাবালির ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এত দিনের সাধনা ও উচ্চাশা তাঁর ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে সেই চোরাবালির তলার দিকে। পায়ের নীচে থেকে স'রে যাচ্ছে পৃথিবী। অগত্যা নিরুপায় হয়ে ডিউক বললেন—"আপনাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, মহারাণীর আদেশ আমি শিরোধার্য্য করছি!"

সেদিনই ডিউক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা করলেন মেরীর পক্ষীয় বিদ্রোহীদলকে বাধা দিতে। টাওয়ারের ভার পড়ল ডিউক অব সাফোক্ অর্থাৎ রাণী জেনের বৃদ্ধ পিতার ওপরে।

মঁসিয়ে রেণার্ড আর তাঁর দলের সবাই খুব আনন্দিত। জেনের আর পতনের বিলম্ব নেই। নর্দাম্বারল্যাণ্ডকেও স'রে যেতে হবে

দূরে, একেবারে পৃথিবীর বাইরে! তা' ছাড়া পতন তাঁর ইতঃপূর্ব্বেই সুরু হয়েছে। রাণী জেনের পতনও হয়ে এসেছে আসন্ন।

এর পর সেই দিনই রাত্রিবেলায় আবার সবাই সাক্ষাৎ করলেন। কেবল রাণী জেন্ আর তাঁর দলের কেউই ছিলেন না। সেখানে ঠিক হ'ল, পর দিন রাত্রির পূর্ব্বেই তাঁরা লণ্ডনের রাজ-প্রাসাদে মেরীকে সম্রাজ্ঞী ব'লে ঘোষণা করবেন।

আর জেন্?

হাঃ-হাঃ-হাঃ! উচ্চ হাসিতে চারদিক ভ'রে গেল। এ্যানি বলিয়েন ও ক্যাথারিন হাওয়ার্ড ইতঃপূর্ব্বে রাণীর বেশে এসেছিলেন এই টাওয়ারে। অথচ বেশী দিন কাটল না! দিন ঘনিয়ে এল। অজ্ঞাত এক দিনে তাঁদেরও ঝুলতে হ'ল টাওয়ারের ফাঁসী-কাঠে! জেনের আজ পালা এসেছে। তাই রাণী জেনের জন্যেও ব্যবস্থা হয়ে আছে ওই একই পুরস্কার।

আজ কয়েকদিন হ'ল চোলমণ্ডলে বন্দী হয়ে আছেন একটা অন্ধকার, স্যাৎসেঁতে, নির্জ্জন গহ্বরের মধ্যে। নাইটগাল সেখানে মাঝে মাঝে আসে আর দু'এক দিন অন্তর কিছু খাদ্য দিয়ে যায়। কিন্তু চোলমণ্ডলের খিদে তাতে কোনো দিনই যায় না। দিন দিন তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন, রোগা হয়ে যাচ্ছেন। খিদের জ্বালায় চোলমণ্ডলে তাকে ভয় দেখান, গাল দেন, কখনো বা তোষামোদ করেন তার কাছে। কিন্তু সব তাতেই নির্ব্বাক, নির্ব্বিকার সে। মাঝে মাঝে কেবল একটু শয়তানি হাসি সে হাসে। নির্ম্মম, নিষ্ঠুর

এই দস্যুর হাত থেকে মুক্তির আশা নেই বুঝে, চোলমণ্ড্‌লে তাঁর হাতে ও পায়ে বাঁধা লোহার শিকলগুলো টেনে ছিঁড়তে চাইলেন। নিজের খুশীমতো রাগ করা চলে, কিন্তু তত শক্তি তিনি পাবেন কোথা থেকে ?

লোহার শিকল ! ভূগর্ভের অপরিসর অন্ধকার ঘর ! কপাট তার লোহার ! এও কি সম্ভব ? মনে-প্রাণে চোলমণ্ড্‌লে বুঝলেন, এই কারাগারেই তাঁকে পচে পচে মরতে হবে ! এমনি সব আরো কত কি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সেদিন তাঁর মাথায় একটা মতলব এল।

কিন্তু মতলবটা কেমন হবে তা' কে জানে। তবে, মরতে তো একদিন হবেই। তাই শেষ চেষ্টা করতে একবার দোষ কি ?—ভাবলেন চোলমণ্ড্‌লে।

কিছুক্ষণ পরের কথা। একটা মিট্‌মিটে আলো নিয়ে নাইটগাল এসে ঢুকল সেই ভূগর্ভের অন্ধকার ঘরে।

চোলমণ্ড্‌লের খিদে পেয়েছিল খুব। খাবার জিনিসও সেখানে ছিল। কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই তিনি তাঁর খাদ্যে আজ আর হাত দেননি। তা' ছাড়া, নাইটগালকে দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ফেললেন। শরীরের সকল অংশকে ফেললেন শক্ত ক'রে। একেবারে মরার ভান ক'রে তিনি আড়ষ্ট হয়ে প'ড়ে রইলেন।

মিট্‌মিটে আলোয় নাইটগাল ঠিক বুঝতে পারলে না। কিন্তু খাবারের ডিস্‌টা দেখে তার সন্দেহ হ'ল। তাই চোলমণ্ড্‌লের নাকের কাছে সে একটুক্ষণ হাত দিয়ে রাখলে। নিঃশ্বাস নেই ! সত্যি-

সত্যিই তা'হলে মরেছে। আনন্দের সঙ্গে নাইটগাল ভাবলে—'ব্যস্, সাবাড়! এবার ওকে সেই গাদার ঘরের মধ্যে ফেলে দেব। সেখানে প'ড়ে প'ড়ে পচবে।' এই ভেবে নাইটগাল আর দেরি করলে না। চাবি নিয়ে সে খুলতে লাগল সেই শিকলের বাঁধনগুলো। কিন্তু বাঁধন খুলেই হঠাৎ কেমন খট্‌কা লাগল তার মনে। বোধ হয় মরেনি। মরলে এখনো গায়ে এত তাপ কেন? কিংবা সবেমাত্র কিছুক্ষণ আগে হয়তো মরেছে। যাক্, এ নিয়ে অত ভাববার কি আছে। নাইটগাল স্থির করলে, ছুরি বসিয়ে দেবে ওর বুকে! তা'হলেই সব চুকে যাবে। সন্দেহের আর কিছুমাত্র থাকবে না। কোমর থেকে সে একখানা ছোরা বের করলে।

কিন্তু চোলমণ্ড্‌লের বুকে ছোরাটা বসিয়ে দেবার আগেই চোলমণ্ড্‌লে উঠে বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়লেন নাইটগালের ওপরে। অভাবিত এই আক্রমণে তার মাথাটা যেন কেমন হয়ে গেল। হাত থেকে ফস্‌কে মাটিতে প'ড়ে গেল ছোরাটা। চোখের পলকে তা' কুড়িয়ে নিলেন চোলমণ্ড্‌লে। একে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, তার ওপর এই সুবর্ণ সুযোগ। দেখে আর বিলম্ব না ক'রে তিনি মরিয়া হয়ে আক্রমণ করলেন নাইটগালকে!

দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলল খুব। কিন্তু জেলার নাইটগালের সময় ফুরিয়ে এসেছে, তাই দেহে অসুরের মতো শক্তি থাকতেও তার পরাজয় হ'ল। মুহূর্ত্তখানেকও যেতে না যেতেই হঠাৎ চোলমণ্ড্‌লে একটা সুযোগ পেয়ে সেই ছোরাটা বসিয়ে দিলেন নাইটগালের পিঠে; সঙ্গে সঙ্গে তাজা রক্তের স্রোত বেরিয়ে এল! অন্ধকারে

দেখা গেল না কিছুই। কিন্তু ফিন্‌কি দেওয়া রক্তের উষ্ণতা পায়ে অনুভব করলেন চোলমণ্ডলে।

নিরস্ত্র আহত নাইটগাল মাটিতে প'ড়ে আর্ত্তনাদ করছে! অথচ অত বড় কয়েদখানার সে জেলার, তবু তাকে বিপন্ন দেখেও রক্ষা করতে আজ কেউ ছুটে আসছে না!

-"কেন?"

নির্জ্জন, অন্ধকার ভূগর্ভের বাইরে তো শব্দ যাচ্ছে না। সে শব্দ ঘুরছে সেখানকার দেওয়াল থেকে দেওয়ালে। চোলমণ্ডলে এবার চাবির গোছাটা নাইটগালের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন। তার পর যে শিকলে তিনি নিজে এত দিন বাঁধা ছিলেন, সেই শিকলে জেলারকে বেঁধে লাগিয়ে দিলেন চাবি। নাইটগাল তা' বুঝতে পারল না। সে তখন মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে।

অদূরেই দরজা—গহ্বর থেকে বেরিয়ে যাবার একমাত্র পথ। চোলমণ্ডলে একবার বাইরের আলো আর বাতাসের মধুময় স্পর্শ নিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন তিনি পরম শত্রুর শেষ পরিণতি দেখবার জন্য।

নাইটগালের তখন মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে তার। স্পষ্ট বুঝতে পারল সে বন্দী! চারদিকে তার অন্ধকার আর কঠিন শীতল পাথরের স্তূপ! ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল নাইটগাল!

চোলমণ্ডলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু এই কারাগারের বাইরে অত সহজে আসা যায় না!

চারদিকে তার অলিগলি। সমস্তগুলোই খানিকটা গিয়ে শেষ হয়ে যায়।

কোনো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না অথচ শুনতে পাওয়া যায় শুধু কান্না আর চীৎকার—যেন একটা অন্ধকার পাগলা-গারদ। সেই অন্ধকারের মধ্যে চোলমণ্ড্‌লে ঘুরতে লাগলেন। পথ নেই, উপায় নেই সেখান থেকে বেরুবার! চারদিকে একটা মরীচিকার মতো পথের ইঙ্গিত। কিন্তু খানিক এগিয়ে গেলে, প্রতারণা তার সমস্তটাই। একটু বাদেই দেখা যায়, বিরাট কালো কালো পাথর দিয়ে তৈরী প্রাচীরের অন্ধকারে সে-পথ গেছে শেষ হয়ে।

চোলমণ্ড্‌লে ভাবলেন, নাইটগালের কাছে ফিরে যাবেন। ফিরে গিয়ে জেনে নেবেন পথের সন্ধান। কিন্তু কোন্ পথে? কোন্ দিক দিয়ে গেলে আবার পৌঁছতে পারবেন সেখানে? দিশেহারা চোলমণ্ড্‌লে সেই গোলক-ধাঁধায় প'ড়ে পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন। আর মনে মনে বললেন—"হে ভগবান! অন্ধকার ভূগর্ভে লৌহ শিকলের বন্দী-জীবন থেকে যদি অব্যাহতি দিলে, তবে বাইরের মুক্ত আলো-বাতাসে আমায় নিয়ে চলো প্রভু!"

এমনিভাবে আরো কতক্ষণ ঘুরবার পর চোলমণ্ড্‌লে একটা পথ দেখতে পেলেন। পথটা অপেক্ষাকৃত স্বল্প অন্ধকার। তাই বুকভরা আশা নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন সেই পথ ধ'রে। কিন্তু ফল হ'ল একই। খানিক দূর গিয়ে পথটা শেষ হয়ে গেছে! প্রান্ত-সীমায়

তার দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট প্রাচীর—যেন সজাগ পাহারা দিচ্ছে সে।

নিরুপায়, নিঃসহায় হয়ে চোলমণ্ড্লে সেই প্রাচীরের দেওয়াল ঘেঁসে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন। অত্যন্ত শ্রান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত, একেবারে অর্দ্ধমৃত তিনি। হঠাৎ দেওয়ালের গায়ে তাঁর হাত লাগল ঈষৎ উঁচু একটা কি বস্তুতে। তিনি বুঝলেন, একটা লোহার খিল। কিন্তু এখানে এই লোহার খিলের কি দরকার? অন্যমনস্কভাবে চোলমণ্ড্লে হাত বুলাতে লাগলেন সেই খিলের ওপরে। কখনো মাথায়, কখনো মুখে আবার কখনো বা দেওয়ালের গায়ে হাত লাগিয়ে তিনি ভাবছিলেন। এমনি নানা রকমের ভাবনা ভাবতে ভাবতে একবার তাঁর মনে হ'ল, যেন আঙ্গুলটা একটু ঢুকে গেল সেই কঠিন পাথরের গায়ে। তখন ইচ্ছে ক'রেই তিনি জোরে চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট প্রাচীরটা ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল। আর গায়ে দেখা দিলে তার একটা ফাটল। ফাটলটা বেশ বিস্তৃত। একজন লোক অনায়াসে সেখান দিয়ে যেতে আসতে পারে। চোলমণ্ড্লে আর দেরি করলেন না। সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে তিনি ওপাশে চ'লে গেলেন।

সেখানে একটা কক্ষ। কিন্তু পচা গলিত মাংসের দুর্গন্ধ তার বাতাস ভরপূর ক'রে তুলেছে। হয়তো দু'চার দিন আগে কোনো লোক ম'রে প'ড়ে আছে এক কোণে। একটা দোর দিয়ে চোলমণ্ড্লে ছুটে বেরিয়ে গেলেন আর একটা ঘরে। সে-ঘরটা আরো ভয়াবহ। বড় বড় খড়্গ রয়েছে সেখানে। অল্প আলোতেই সেগুলো চক্‌মক ক'রে

জ্বলছে। তা' ছাড়া রয়েছে লোহার চিম্‌টে, সাঁড়াশী, ইস্কুপ। কাঠের বড় বড় গুঁড়ি আছে আর আছে আগুন জ্বালবার হাপর, চাবুক আর কাঁটাওয়ালা জুতো। এই রকম ঘরের বিবরণ চোলমণ্ড্‌লে আগে কানে শুনেছিলেন; কিন্তু চোখে কখনো দেখেননি। আজ বুঝলেন, এটা টাওয়ারের সেই কক্ষ—যেখানে কোনো কিছু জানবার জন্য লোককে যন্ত্রণা দেওয়া হয়।

এই ঘরের শেষপ্রান্তে একটা দড়ির সিঁড়ি আছে। ঘুরতে ঘুরতে চোলমণ্ড্‌লের তা' নজরে পড়ল। অমনি সিঁড়ি বেয়ে তিনি নেমে গেলেন নীচে। সেখানে গিয়ে আগের মতো প্রাচীরের গায়ে কোনো সাঙ্কেতিক খিল আছে কিনা তার সন্ধান করতে লাগলেন। শেষে সন্ধানও পেলেন, তবে কয়েক মুহূর্ত্ত পরে।

এমনি ক'রে প্রায় ঘণ্টা দু'এক তাঁকে এদিকে ওদিকে ঘুরতে হয়েছে। তারপর সহসা দেখতে পেলেন, একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছেন তিনি, যেখানে অন্ধকার নেই, সরু সরু আঁকা-বাঁকা পথও নেই। শুধু আলো আর আলো। দিনের মতো পরিষ্কার আলোয় চারদিক ঝক্‌মক্‌ করছে! মনে হ'ল স্থানটা তাঁর বহুদিনের পরিচিত। কিন্তু এ কি স্বপ্ন! এখানে তিনি এলেন কি ক'রে? এ যে সেণ্ট্‌ জন গির্জ্জার উত্তর দিকে সেই বাগানের এক অংশ। পরে হঠাৎ খেয়াল হতেই চোলমণ্ড্‌লে বুঝলেন, টাওয়ারের অদৃশ্য গুপ্ত-পথগুলোর ধরণই এমনি।

চোলমণ্ড্‌লে একটা স্বস্তি ও সত্যিকারের মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

—তেরো—

নর্দাম্বারল্যাণ্ড বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্য চ'লে গেছেন, একথা তোমাদের বলেছি। সেখান থেকে তিনি নিয়মিতভাবে প্রতিদিনের সংবাদ পাঠাচ্ছেন টাওয়ারে। কিন্তু যে সমস্ত সংবাদ আসতে লাগল, তার অধিকাংশই অশুভ। লণ্ডনের চারদিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। দলে দলে গিয়ে বিদ্রোহীরা যোগদান করছে শত্রুর পক্ষে। মেরীর দলে এখন অনুমান ত্রিশ হাজার সৈন্যেরও অধিক। অথচ মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড রয়েছেন সেখানে। তা' ছাড়া লণ্ডনের অধিবাসীদের এক উন্মত্ত জনতা সে-দিন টাওয়ার আক্রমণ করতে চলেছিল। দলপতি ছিল তাদের গিলবার্ট। সেই গিলবার্ট, যাকে রাণী জেন্ একদিন দয়া ক'রে প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন। সময়মতো সংবাদ পেয়ে আক্রমণকারীদের কোনো রকমে বিতাড়িত করা গেছে। কিন্তু যে কোনো মুহূর্ত্তেই আবার গোলযোগের সৃষ্টি করতে পারে তারা।

চারদিকের এই ভয়ানক অবস্থা দেখেশুনে বৃদ্ধ ডিউক অব সাফোক্ অতি মাত্রায় ভীত হয়ে পড়লেন। অবিলম্বে লর্ড গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লির কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন তিনি গোপনে।

আসন্ন এই বিপদের সংবাদ পেয়ে ডাড্‌লি এসে উপস্থিত হলেন। রাগ-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে তিনি রাণী জেন্‌কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন—"বাবার কাছ থেকে যে সংবাদ পেয়েছি, তাতে ভয়ের বিশেষ কিছু নেই। তুমি চিন্তিত হয়ো না জেন্।"

ডিউক অব সাফোক্ প্রতিবাদ ক'রে বললেন—"কিন্তু আমার

কাছে যে সংবাদ এসেছে ডাড্‌লি, তা' মোটেই আশাজনক নয়। এরই মধ্যে সাম্রাজ্য রক্ষায় তাঁর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি আরো।"

—"হয়তো হবে। অবিলম্বেই তা' হলে আমাদের সাহায্য পাঠানো উচিত।"

—"ভুল করছ ডাড্‌লি। তুমি ত খবর রাখ না, আমাদের পক্ষে তা' অসম্ভব।"

ডিউক অব সাফোক্‌ আরো বললেন—"কারণ বিদ্রোহ শুধু লণ্ডনেই দেখা দিয়েছে তা' নয়। এখানেও চারদিকে তার ঢেউ এসে লেগেছে। অথচ টাওয়ারে যে সৈন্য আছে তা' অতি অল্প। আরো হ্রাস পেলে, শত্রুদের হাত থেকে টাওয়ারকে রক্ষা করা হবে একেবারেই অসম্ভব।"

—"কিন্তু আমি বলব, সম্রাজ্ঞীর ভুলেই আজ এ সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটছে। রেণার্ডকে বিশ্বাস করা হয়েছে তাঁর ঘোরতর অন্যায়!" উত্তর দিলেন ডাচেস্‌ অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড অর্থাৎ রাণী জেনের শাশুড়ী।

রাণী জেন্‌ হয়তো প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু তাঁর পিতা ডিউক অব সাফোক্‌ বাধা দিয়ে বললেন—"কথাটা বাস্তবিকই সত্যি। কাউন্সেল আমাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয় ষড়যন্ত্র করছে। আমি তার পরিচয়ও পেয়েছি।"

—"টাওয়ারের প্রহরীরা সব অনুগত আছে ত?" প্রশ্ন করলেন ডাড্‌লি।

—"হ্যাঁ, এখনো আছে। তবে আমার সন্দেহ হয়, যে কোনো

মুহূর্ত্তে তারাও শত্রুপক্ষ অবলম্বন করতে পারে।" উত্তর দিয়ে সাফোকের ডিউক নীরব হলেন।

—"উত্তম! রাজ-সভার সমস্ত সদস্যদের আমি বন্দী করতে চাই।"

ডাড্‌লির কথা শেষ না হতেই একজন প্রহরী এসে জানালে—"দ্বারে মঁসিয়ে রেণার্ড।"

—"নিয়ে এস।"

প্রহরীদের ডাড্‌লি উপস্থিত থাকার সঙ্কেত করলেন।

সশস্ত্র প্রহরীরা রইল দাঁড়িয়ে।

মঁসিয়ে রেণার্ড এসে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে এলেন তাঁর আর্ল অব পেম্‌ব্রোক ও আরুণ্ডেল।

ডাড্‌লি বললেন—"আপনারা সকলেই সম্রাজ্ঞীর বন্দী।"

—"দূতের দেহ পবিত্র। তাকে বন্দী করার অর্থ কি তা' জানেন?—বিশেষতঃ, স্পেনের দূত ও রাজভ্রাতা মঁসিয়ে রেণার্ডকে বন্দী করার অর্থ?" উত্তর দিলেন মঁসিয়ে রেণার্ড।

—"তা' জানি। সেজন্য আমিও প্রস্তুত আছি মঁসিয়ে।"

দ্বিধা না ক'রে ডাড্‌লি কথা কয়টা ব'লে ফেললেন। একটু ভাবনা-চিন্তাও করলেন না তিনি বলবার আগে।

আর্ল অব পেম্‌ব্রোক ও আরুণ্ডেল বললেন—"সম্রাজ্ঞীরও কি এই আদেশ?"

—"হ্যাঁ।" উত্তর দিলেন জেন্‌।

—"উত্তম। কিন্তু রাজ-সভা আমাদের অচিরেই মুক্তি দেবে।" আরুণ্ডেল বললেন।

ডাড্‌লি একটু হেসে বললেন—"হ্যাঁ, সেই আশায়ই এখন থাকুন। তবে, টাওয়ারের কারাগারে আপনাদের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করবেন। কারণ রাজ-সভায় কাল আপনাদের আসতে হবে। মাত্র আর এক দিনের জন্যই আসতে দেওয়া হবে সেখানে।"

—"অর্থাৎ?" বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন পেম্‌ব্রোক।

—"এটা আর বুঝতে পারলেন না? অথচ বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে ষড়যন্ত্রের বুদ্ধি তো মাথায় খেলছে বেশ!"

—"এ আপনি কি বলছেন?"

—"হাঁ-হাঁ-হাঁ, বলছি, সমস্ত রাজ-সভার সদস্যেরা এখন বন্দী থাকবেন। পরে বিচার করা হবে তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার।"

প্রহরীদের ডাড্‌লি ইঙ্গিত করলেন।

তাঁর নির্দ্দেশ-মতো তারা নিয়ে চলল সেই বন্দীদের।

চলতে চলতে পথে একটু হেসে রেণার্ড বললেন—"উন্মাদ! পতনের যেটুকু বা দেরি ছিল, তাকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এল শীগ্‌গির। মগজে তাদের মোটেই খেয়াল হ'ল না যে, বন্দী ক'রে আমাদের আটকে রাখতে পারবে ওরা ক'দিন! টাওয়ারের সমস্ত গুপ্ত-পথগুলোই যে আমি জেনে নিয়েছি। নাইটগাল আমাকে ব'লে দিয়েছে সব,—দীর্ঘজীবী হোক নাইটগাল।

পেম্‌ব্রোক বললেন—"কিন্তু এই প্রহসনের আর প্রয়োজন আছে কি মঁসিয়ে? আমার মনে হয়, কাল যদি আমরা রাজ-সভাতে যাই, তবে সেখানেই মেরীকে ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী ব'লে ঘোষণা ক'রে দেওয়া ভালো।"

—"হ্যাঁ, ঠিকই তো। আমারও মনে হয় তাই। বৃথা বিলম্বের আর প্রয়োজন কি?" সমর্থন ক'রে উত্তর দিলেন আরুণ্ডেল।

রাজ-সভার সমস্ত সদস্য এবং স্পেন ও ফ্রান্সের দূত মঁসিয়ে রেণার্ড আর দ্য-নোয়ালেকে বন্দী ক'রে ডাড্‌লি ফিরে এসেছেন। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি কথা বলছিলেন সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, চোলমণ্ড্‌লের কথা; বললেন—"তোমার সঙ্গে চোলমণ্ড্‌লে এই টাওয়ারে ছিল, কোথায় গেল সে?"

—"আমি তো তাকে দেখিনি। আমার ধারণা ছিল, সে তোমার সঙ্গেই সী-অন প্রাসাদে গেছে।"

ডাড্‌লির কেমন যেন সন্দেহ হ'ল মনে। হয়তো ষড়যন্ত্রকারীদের খপ্পরে সে পড়েছে! তাই ত্বরিতে একজন প্রহরীকে তার সন্ধানে তিনি পাঠালেন। কিন্তু বহু চেষ্টার পর প্রহরী ফিরে এল, অথচ কোনো সংবাদই সে দিতে পারলে না। এমন সময় প্রতিহারী এসে জানালে—"দ্বারে একটি তরুণী অতি ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে। সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে সে দেখা করতে চায়।"

ডাড্‌লি রাণীকে বললেন—"হয়তো কেউ কোনো গুপ্ত সংবাদ পেয়েছে। তাই ছুটে এসেছে তোমাকে জানাতে। তাকে ভেতরে আসতে তুমি অনুমতি দাও।"

মেয়েটি ভেতরে এল।

অজ্ঞাত এই নবাগতার অপরূপ যৌবন-শ্রী ও কমনীয়তা সম্রাজ্ঞীকে মুগ্ধ করলে। আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ ক'রে

তিনি তাকিয়ে রইলেন তার মুখের পানে। মুহূর্ত্তকয়েকের জন্য রাণী জেন্ ভুলে গেলেন সব দুঃসংবাদ ও অশুভ চিন্তার কথা। পরে অতি শান্তকণ্ঠে তিনি অভয় দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার বক্তব্য কি? কী তুমি বলতে চাও বাছা?"

এই মেয়েটিকে হয়তো তোমরা চিনতে পারছ না। এ মেয়েটি আর কেউ নয়, এ সেই সিসেলি।

পর পর সিসেলি সমস্ত ঘটনাই রাণীকে বললে—যা' সে জানত।

শুনে ডাড্‌লি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন—সিসেলির ওপরে নয়, নাইটগালের ওপর। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন প্রহরী নিয়ে তিনি চোলমণ্ড্‌লের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন।

সিসেলি রাণীর কাছেই রইল। তাঁর সহচরীদের মধ্যে সিসেলিকেও তিনি ক'রে নিলেন একজন। আর তাকে অভয় দিয়ে বললেন—"কোনো চিন্তা করো না। তোমার প্রিয়তম শীঘ্রই ফিরে আসবে।"

টাওয়ারের বিরাট কারাগারে এসে ডাড্‌লি সন্ধান নিয়ে জানলেন, নাইটগাল অনুপস্থিত। ক'দিন হ'ল তার দেখা নেই। কোথায় যে সে গেছে তা' কেউ জানে না।

—"কারাগারের প্রতিটি কক্ষ তন্ন-তন্ন ক'রে দেখ।" আদেশ দিলেন ডাড্‌লি।

—"কিন্তু দেখব কি ক'রে হুজুর? কারাগারের সমস্ত চাবিই যে রয়েছে নাইটগালের কাছে। তা' ছাড়া সদরের দরজাও বন্ধ রয়েছে।" প্রহরীরা সবাই ব'লে উঠল।

—"বেশ। ভেঙে ফেল দরজা!" বিরক্ত হয়ে ডাড্‌লি আদেশ করলেন।

বলতে যেটুকু তাঁর দেরি হ'ল, তার চাইতে দ্রুত সুরু হয়ে গেল আদেশানুযায়ী কাজ। প্রহরীদের সকলেই মুগুর দিয়ে আঘাত করতে লাগল। আঘাতের পর আঘাত চলল সেই লৌহ-দরজার ওপরে। ফলে মুহূর্ত্তকয়েকের মধ্যেই তার কব্জা গেল খুলে। ঝন্‌ঝন্ শব্দে সদরের বিরাট লৌহ কপাট দুটো মাটির ওপরে ভেঙে পড়ল। তার পর কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করলেন ডাড্‌লি। সঙ্গে তাঁর আর সকলেও গিয়ে অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত হ'ল। মশালের তীব্র আলোয় অন্ধকার পালিয়েছে। একে একে সমস্ত ঘরগুলোই হয়ে উঠেছে আলোকিত। এমনি ক'রে একটার পর একটা ঘর সদলে অতিক্রম ক'রে চলেছেন ডাড্‌লি। খানিকক্ষণ বাদেই হঠাৎ তাঁরা এসে অতর্কিতে পৌঁছলেন নাইটগালের কাছে। তার অবস্থা দেখে সবাই বিস্মিত হ'ল। ডাড্‌লিও খানিকটা বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলেন—"তুমি এখানে কেন আর তোমার এই অবস্থাই বা হ'ল কি ক'রে?"

নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলে নাইটগাল। তাই উত্তর দিলে সে চোলমণ্ড্‌লের ওপর নানা অভিযোগ চাপিয়ে। কিন্তু তার কথার ভঙ্গী দেখে, কেউই তা' বিশ্বাস করতে পারলে না।

তখন ডাড্‌লির কাছে নাইটগাল অতি কাতরভাবে মিনতি ক'রে বললে—"আমায় প্রাণে বাঁচান। সমস্তই বলছি আমি। একটুও মিথ্যা কথা বলব না।"

গোড়া থেকে নাইটগালের বন্দী-জীবন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই ডাড্‌লি শুনলেন। পরে ওগ্‌ আর ম্যাগগ্‌কে তার পাহারায় রেখে নিজেই সন্ধানে গেলেন পার্শ্বচর চোলমণ্ড্‌লের। জেলারের মুখে ইতিবৃত্ত যা' শুনলেন, তাতে ডাড্‌লির মনে হ'ল,—চোলমণ্ড্‌লে নিশ্চয় টাওয়ারের এই দুরন্ত গোলক-ধাঁধায় পড়েছে। আর দিশেহারা হয়ে সে পথ খুঁজে খুঁজে মরছে কোথায়!

পথের পরে পথ ছেড়ে ফাঁকা জায়গা। পাশেই তার সুউচ্চ প্রাচীর। সেই প্রাচীরের গা দিয়ে গেছে আঁকা-বাঁকা অপরিসর পথ। যেখানে গিয়ে সেটা মিশেছে, তার প্রান্ত-সীমায় আছে হয়তো একটা গহ্বর, নইলে একটা জলাশয় আর নয় তো সারি সারি নানা রকমের গারদ-ঘর সুরু হয়েছে। পাতি-পাতি ক'রে ডাড্‌লি অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় অনুচরের কোনো সন্ধান পেলেন না। শেষ অবধি তিনি ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসাই স্থির করলেন।

সম্রাজ্ঞী জেন্‌ তাঁর কক্ষে ব'সে নূতন সহচরীর সঙ্গে কথা কইছিলেন। উভয়েই ছিলেন তাঁরা অন্যমনস্ক। এমনি সময় কোথায়ও কিছু নেই, হঠাৎ একটা শব্দ হ'ল। দু'জনেই উঠলেন তাঁরা চমকে! সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন, সুদৃঢ় পাষাণের দেওয়াল ফাঁক হয়ে যাচ্ছে! চোখের পলকে সেখানে আত্মপ্রকাশ করছে একটা সুগম পথ। রাণী বিস্মিত হলেন। একটু ভয়ও পেলেন তিনি। কিন্তু সিসেলি মোটেই আশ্চর্য্য হ'ল না, তবে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সেই ফাটলের দিকে।

"সিসেলি কেন ভয় পেল না ?"

সে যে এ-সব জানে। এই টাওয়ারের প্রতিটি কক্ষে ঢুকবার জন্য প্রকাশ্যে যেমন দরজা আছে, তেমনি আছে এর প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালের গায়ে। না জানা থাকলে, তা' কেউ দেখতে পায় না। আর সন্ধান জানলে, রাণীর সুসজ্জিত কক্ষ থেকে আসামীদের অতি ভয়াবহ কক্ষগুলো পর্য্যন্ত যাতায়াত চলে। এমন কি সুরক্ষিত এই টাওয়ারের বাইরেও যাওয়া যায় চ'লে। অবশ্য সেটা বড় কঠিন কাজ। প্রাণের ভয় আছে তাতে পদে পদে। তাই রাণী বিস্মিত হলেও সিসেলির মনে এতটুকু বিস্ময় জাগল না। তবে, মিত্র না হয়ে কোনো শত্রু আছে কিনা, তাই সে সতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল।

কক্ষে যিনি প্রবেশ করলেন, তিনি রাণীর খুব পরিচিত। অবশ্য তাঁর নামটা পরিচিত তোমাদের কাছেও।

—"কে ?"

ম'সিয়ে রেণার্ড সেই গুপ্ত-পথ দিয়ে এলেন। তাঁর বড় বড় দুটো চোখের তারা প্রতিহিংসায় জ্বলছে! মুখের ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে অতি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর হৃদয়ের একটা সুস্পষ্ট ছাপ!

দেওয়ালের গায়ে এমনি সব দরজার কথা সম্রাজ্ঞী মোটেই অবগত ছিলেন না। তিনি ছিলেন সে সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ। অথচ অজানিত এই আক্রমণে এখন কী করা যায়! রাণী জেন্ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। সিসেলিও তার সাহসকে আর বজায় রাখতে পারলে না। তবু নিজেকে রাণী সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার আগেই ম'সিয়ে রেণার্ড সিসেলিকে

ঘরের বাইরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তাই নির্দ্দেশ-মতো সিসেলি বাইরে চ'লে যাচ্ছিল। এমন সময় রাণী তাকে বাধা দিয়ে বললেন—"দাঁড়াও, যেও না। প্রহরীদের ডাক, সশস্ত্র প্রহরীদের!"

সিসেলি অত্যন্ত বিপদে পড়ল। ঘর থেকে অবিলম্বে না বেরুলে, হয়তো শত্রুর শাণিত তরবারির আঘাতে মাথাটা এখুনি ভূঁয়ে লুটিয়ে পড়বে! অথচ মহারাণীর আদেশই বা সে অমান্য করে কেমন ক'রে? ভয়ে সিসেলি হতভম্ব হয়ে গেল।

মঁসিয়ে রেণার্ড আর বিলম্ব না ক'রে তাঁর অসি কোষ মুক্ত ক'রে সিসেলিকে বললেন—"খবরদার!"

তারপর রাণীর দিকে ফিরে বললেন—"হ্যাঁ, যা' বলতে এসেছি সম্রাজ্ঞী। আপনার সঙ্গে গোপনে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি আমি। তবে অজানা এই মেয়েটি এখানে আছে। আচ্ছা, না হয় ও থাক; কিন্তু নীরবে। এখন কথাটা হচ্ছে, আপনার বিপদের আর বিলম্ব নেই। সংবাদ পেয়েছেন কিনা জানি না। তবে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড তাঁর সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছেন। আর শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও স্বকণ্ঠে মেরীকে ঘোষণা করেছেন ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী ব'লে।"

—"মিথ্যা কথা!" রাণী জেন্ মরিয়া হয়ে উত্তর দিলেন।

—"ভুল করছেন জেন্! মিথ্যা এর এক বর্ণও নয়। সব সত্য, অতীব সত্য। তাই বলছি,—এখনো সময় আছে, পালান। সাম্রাজ্য গেলেও জীবনটা অন্ততঃ থাকবে।" শুভাকাঙ্ক্ষীর সুরে বললেন রেণার্ড।

রাণী হঠাৎ চীৎকার ক'রে ডাকলেন—"প্রহরী! কে আছ, এই বিশ্বাসঘাতককে বন্দী কর।"

কোষমুক্ত তরবারির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে প্রহরীরা রাণীর কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করল, কোনো অজ্ঞাত শত্রু কিংবা অপরাধীকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ কি! সেখানে তো কোনো লোকই নেই। তবে কি এই মেয়েটিকেই বন্দী করার আদেশ তারা পেয়েছে! এমন সুন্দর, সুশ্রী তরুণী মেয়ে। তা' ছাড়া দেখলেই তাকে মনে হয়,—কোনো অপরাধই যেন সে করেনি আর করতেও পারে না, অথচ··· !

জিজ্ঞাসু-নেত্রে তারা রাণীর মুখের পানে তাকালে।

প্রহরীরা আসবার পূর্ব্বেই মঁসিয়ে রেণার্ড সাঙ্কেতিক দোরের ও-পাশে চ'লে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত হয়ে মিলিয়ে গেল দেওয়ালের গায়ে সেই ফাটল। অত বড় পথটার কোনো চিহ্ন মাত্রও আর সেখানে রইল না! রাণীর সম্মুখে রেণার্ড এসেছিলেন ঠিক পাতলা ঘুমে একটা দুঃস্বপ্নের মতো। আবার প্রেতের ছায়ার মতোই তিনি চ'লে গেলেন।

বিরক্তির সুরে রাণী বললেন—"যাও, বেরিয়ে যাও অপদার্থের দল। শত্রু পালিয়েছে এই দেওয়ালের ও-পারে। দ্রুত সন্ধান কর। আততায়ী—মঁসিয়ে রেণার্ড।"

চিন্তিত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করলেন রাণী জেন্‌।

এর পর মুহূর্ত্তকয়েক চ'লে গেল। রাণী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সিসেলির তখনো ভয় কাটেনি। এমনি সময় ডাড্‌লি

এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। বিস্তৃত সব ঘটনা শুনে আর মুহূর্ত্তমাত্রও তিনি কালক্ষয় করলেন না, তক্ষুণি ছুটে চললেন যেখানে সদস্যেরা সবাই বন্দী আছেন। কিন্তু ডাড্‌লির কেবল ছুটোছুটিই সার হ'ল। সুফল হ'ল না তাতে কিছুই। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, কারাকক্ষ শূন্য! দরজাগুলো তার খাঁ-খাঁ করছে। নিকটে কোথায়ও লোকের সাড়া মাত্র নেই। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ডাড্‌লি খুঁজলেন। সঙ্গের দেহরক্ষীরাও অনুসন্ধান করলে পাতি-পাতি ক'রে। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল তাদের সকল চেষ্টাই।

ডাড্‌লি সদরে এসে প্রহরীদের প্রশ্ন করলেন—"কুক্কুরের দল এখানে ব'সে আছ, অথচ কারাগারের বন্দীরা সব গেল কোথায়?"

—"মাপ করবেন হুজুর। তাঁরা তো সব ভেতরেই আছেন। এর বেশী বিন্দু-বিসর্গও আমরা জানি না।" উত্তর দিলে প্রহরীরা।

—"না, একজন বন্দীও সেখানে নেই।" ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন ডাড্‌লি। পরে তিনি অবিলম্বে রাণীর কাছে ফিরে চললেন।

মঁসিয়ে রেণার্ডের অন্তর্ধান হবার খানিকক্ষণ পরেই প্রতিহারী এসে রাণী জেন্‌কে একটা আংটি দিলে।

বেশ কিছুদিনের কথা। অভিষেকের উৎসব শেষ হয়ে গেছে। তারপর শান্ত, অশান্ত মন নিয়ে কেটে গেছে আরো কিছু দিন। বহু সুবিচার-অবিচারের মধ্য দিয়ে আজ হয়তো রাণীত্বেরও কাল শেষ হয়ে এসেছে তাঁর। কিন্তু এই আংটিটিকে জেন্ এখনো ভুলে যাননি আর ভুলে যাননি তাকেও যাকে এটা তিনি দিয়েছিলেন।

অভিষেকের দিনে রাণী এই আংটিটাকেই স্বহস্তে গানোরা ব্রাউস্‌কে দিয়েছিলেন। তাই প্রতিহারীকে তিনি আদেশ দিলেন, গানোরাকে নিয়ে আসতে।

গানোরা অত্যন্ত বুড়ী। চলতে তার কষ্ট হয়, চোখেও দেখতে পায় কম। তবুও সে যেন পায়ে আজ একটু জোর পাচ্ছে, বেশ জোর। রাণীর কক্ষে ছুটে এসে তাঁর পায়ের তলায় সে লুটিয়ে পড়ল। সকাতরে বললে—"আমি তো সেদিনই তোমায় বলেছিলাম, 'মা, তুমি টাওয়ারে যেও না। ওখানে যারা আছে তারা সবাই তোমার শত্রু।' কেন তুমি এলে ?"

রাণী স্নেহ-কম্পিত-কণ্ঠে গানোরাকে বললেন—"কিন্তু এখন উপায় কি ?"

—"পালাও! পালিয়ে নিজেকে বাঁচাও! নইলে রাজ-সভার সদস্যেরা সবাই স্থির করেছে, কাল প্রাতেই কুমারী মেরীকে সম্রাজ্ঞী ব'লে ঘোষণা করবে। আর তোমাকে,—তোমাকে ঝুলিয়ে দেবে তারা ফাঁসীর কাঠে! তাই বলছি, পালাও! শীগ্‌গির পালাও!"

—"কিন্তু সে সময় আর নেই গানোরা!" রাণী ঈষৎ ম্লান হাসি হাসলেন।

—"কে বললে সময় নেই ? এখনো পালানোর সময় আছে।" হঠাৎ কে পেছন থেকে রাণীর ঘরে প্রবেশ ক'রে গুরুগম্ভীর-কণ্ঠে ব'লে উঠল।

ফিরে দেখল গানোরা, রাণীও একটু ঘুরে চেয়ে দেখলেন, অদূরে দাঁড়িয়ে রেণার্ড—রাজ-সভার সেই সুপরিচিত সদস্য রেণার্ড। তাঁর

হাতে একখানা কাগজ আর পেছনে তাঁর আর্ল অব পেম্‌ব্রোক। তারও পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরো একজন লোক। পরণে তার কালো রঙের আলখাল্লা। পা থেকে দেহ ছাড়িয়ে মাথারও বেশীর ভাগ আবৃত হয়ে গেছে তাতে। বেরিয়ে আছে মাত্র দুটো চোখ। তাই লোকটাকে মোটেই চেনা গেল না।

রেণার্ড বললেন—"এখনো সময় আছে। তবে, খুব বেশী নয়। সত্বর এই পত্রে স্বাক্ষর করুন। এখানা আপনার সিংহাসন-ত্যাগের পত্র।"

রাণী একবার পেমব্রোকের মুখের পানে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন অন্যদিকে চেয়ে,—নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! নিজের ঘরে আজ নিজেই বন্দী! চারদিক ঘিরে শত্রুরা দাঁড়িয়ে আছে। নির্ভয়ে করছে তারা আদেশ আর রাণী জেন্‌কে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হচ্ছে! হঠাৎ তাঁর সম্বিত ফিরে এল। কিন্তু নিজেকে বড় নিঃসহায় ব'লে অনুভব করলেন তিনি। তাই পেম্‌ব্রোককেই অগত্যা আদেশ করলেন—"আর্ল। বন্দী করুন এই বিশ্বাসঘাতককে। ও! বুঝেছি। আপনিও এই বিশ্বাসঘাতকেরই দলে! উত্তম! এই, কে আছ?"

—"আমি আছি সম্রাজ্ঞী!"

শত্রু-বেষ্টিত কক্ষের মধ্য থেকে সেই আলখাল্লা-জড়ানো লোকটি তার আবরণ ফেলে দিয়ে ব'লে উঠল।

পেম্‌ব্রোক আর রেণার্ড একটু চমকিত হয়ে বললেন—"কে, চোলমণ্ড্‌লে?"

—"হ্যাঁ, আমি। সম্রাজ্ঞীর আদেশে তোমরা বন্দী !"

—"কিন্তু আমাদের বন্দী করার অর্থ কি তা' জান ? টাওয়ারে কাল এমন একজনও তা'হলে বেঁচে থাকবে না, যে জেনের নাম মুখে আনতে পারবে। অবশ্য ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড আর লর্ড ডাড্‌লির প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ইতঃপূর্ব্বেই হয়ে গেছে। শেষ হতেও তার আর বিলম্ব নেই বেশী। কিন্তু আমরা চাই না যে, নির্দ্দোষ একজন নারীর রক্তে এই টাওয়ারের ফাঁসী-কাঠ সিক্ত হয়।" সহানুভূতির সুরে উত্তর দিলেন রেণার্ড।

পেম্‌ব্রোক বললেন—"তাই বলছি, এখনো সময় আছে।"

রেণার্ড গানোরাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—"তুমি এখানে কেন ?"

—"আমিও এসেছিলাম রাণীকে পালাবার জন্য উপদেশ দিতে।" উত্তর করলে গানোরা।

—"উত্তম। তোমাকে কেন এই প্রাসাদে আমরা নিয়ে এসেছি, সে-কথা তুমি লেডী জেন্‌কে জানাওনি ?"

—"না। বলবার অবকাশ পাইনি আমি।"

—"বেশ। আমার মুখ থেকেই শুনুন লেডী জেন্। ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড সম্রাট্ ষষ্ঠ এডওয়ার্ডকে বিষ দিয়ে হত্যা করিয়েছিলেন।"

—"মিথ্যা কথা !"

ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে রাণী জেনের ওষ্ঠদ্বয় কেঁপে উঠল।

—"না, মিথ্যা নয় রাণী জেন্। আমিই তাঁকে স্বহস্তে বিষ দিয়েছিলাম।" প্রত্যুত্তরে বললে গানোরা।

—"তুমি!" রাণী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু কেন?"

—"ডিউকের আদেশ-মতো।"

—"তাতে তোমার স্বার্থ?"

বৃদ্ধা গনোরা এইবার হাসল। তারপর বললে—"স্বার্থ? স্বার্থ আমার ছিল অনেক। আমি চেয়েছিলাম ডিউকের সর্ব্বনাশ। আর চেয়েছিলাম সেটা মনে-প্রাণে। তাই তাঁর প্রস্তাবে আমি সানন্দে রাজী হয়েছিলাম। বিনা দ্বিধায় নিজ হাতে খাইয়েছিলাম নির্দ্দোষ সম্রাট্‌কে বিষ! কারণ আমি জানতাম যে, তারই ফলে ঘটবে ডিউকের অনিবার্য্য সর্ব্বনাশ।"

—"কেন?"

—"শুনবে মা? কিন্তু সে বড় মর্ম্মান্তিক, বড় করুণ কাহিনী। আমার এক পুত্রকে ডিউক রাজ-দণ্ডের অছিলায় হত্যা করেছিল! ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলাম বাছাকে আমার বাঁচিয়ে রাখতে। প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে আর যে কোনো শাস্তি তাকে দেবার জন্য আমি সকাতরে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সে অনুরোধ কেউ শুনলে না, বুঝলে না কেউ মায়ের অন্তরের ব্যথা। ডিউক শুধু বলেছিল, 'এ রাজ-দণ্ড—রাজার আদেশ।' তার পর মা, সব শেষ হয়ে গেল। তবুও সর্ব্বহারা মন আমার হয়ে উঠল বিদ্রোহী। আর সেই দিন থেকেই চেয়েছিলাম এর প্রতিশোধ, মর্ম্মস্পর্শী প্রতিশোধ!"

রেণার্ড বললেন—"তা' ছাড়া ডিউকের এতে কি লাভ ছিল তাও এবার বুঝে দেখুন। সম্রাট্‌ ছিলেন তখন রোগ-শয্যায়। রোগ

শয্যায় বলি কেন, মৃত্যু-শয্যায়ই তিনি ছিলেন। মৃত্যুর আর বেশী বিলম্ব তাঁর ছিল না। তবু সেই সামান্য বিলম্বটুকুও ডিউকের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।”

—“কারণ ?” প্রশ্ন করলেন রাণী জেন্।

—“কারণ একটা কিছু ছিল বৈ কি! পাছে রাজকুমারী মেরী আর এলিজাবেথ এসে রাজধানীতে উপস্থিত হন। সিংহাসনে রাজকন্যা মেরীর ন্যায্য দাবী এ-কথা ডিউক মনে-প্রাণে জানতেন। অথচ তা’ সত্ত্বেও অন্য কাউকে সেটা পেতে হলে, এমনি একটা কিছুই তাড়াতাড়ি করবার দরকার। নইলে বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা তাতে অবশ্যম্ভাবী। কে জানে মৃত্যুকালে সম্রাট্ মেরীর ন্যায্য অধিকার আবার তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন কিনা। তাই মৃত্যু-শয্যাতেই তাঁকে বিষ দিয়ে হত্যা করার ব্যবস্থা ডিউক করেছিলেন। আর সম্রাট্ যে আপনাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী ব’লে স্বীকার ক’রে নিয়েছিলেন এ-ও তাঁরই পরামর্শ-মতো।”

সংক্ষেপে রেণার্ড বিস্তৃত বিবরণটা বললেন।

গানোরা বললে—“এতেই ডিউক ক্ষান্ত হননি। তিনি চান তাঁর পুত্রকে রাজা করতে, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ইংলণ্ডের সিংহাসনে। অথচ একেবারে তা’ পরিষ্কার ক’রে বলতে কোথায় যেন আটকাচ্ছে তাঁর। তাই এই ন্যায়ের মুখোস প’রে তাঁর অভিনয়। কিন্তু আপনার স্বামী রাজা হওয়ার পর আপনাকে আর ডিউকের প্রয়োজন ছিল না। এর জন্য দরকার হলে আপনাকেও বিষ দিয়ে হত্যা করবার অভিসন্ধি তাঁর ছিল। সে-কথা নর্দাম্বারল্যাণ্ডের

ডিউক আমার কাছে স্বীকারও করেছিলেন। আপনার শ্বশুর চান প্রতিষ্ঠা, তিনি চান ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের অধিকার। আর কিছুই তাঁর কাম্য নয়।"

—"মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা! এর এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। সবই তোমাদের ষড়যন্ত্র।"

রাণী মুখে প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু গম্ভীর হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন গানোরার সমস্ত কথা।

রেণার্ড বললেন—"হয়তো হবে। যাক্, বৃথা কথা কয়ে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। তবে জানিয়ে দিচ্ছি, কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আপনাকে আমরা অবসর দিলাম। যদি প্রাণের এতটুকু মায়া থাকে, আশা থাকে আপনার বাঁচবার, তা'হলে এর পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের সিংহাসনের ন্যায্য দাবীদার কুমারী মেরীকে সম্রাজ্ঞী ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। অন্যথায়,—এ্যানি বলিয়েন আর ক্যাথারিন হাওয়ার্ডের মতো দুর্ভাগ্যই আপনার ভাগ্য হয়ে দেখা দেবে!"

পরমুহূর্ত্তেই তাঁরা গুপ্ত-দ্বার দিয়ে চ'লে গেলেন। ঠিক এই সময় এসে সেখানে পৌঁছলেন লর্ড ডাড্‌লি। সঙ্গে তাঁর একদল সশস্ত্র প্রহরী। স্ত্রী জেনের মুখে বিস্তারিত শুনে তিনি বিস্মিত হলেন, ক্রুদ্ধও হলেন খুব। তাই বৃথা কালক্ষয় না ক'রে অবিলম্বে ডাড্‌লি সেই চক্রান্তকারীদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে তারা কোথায় গেল, কিছুই তিনি স্থির করতে পারলেন না।

—চৌদ্দ—

পরদিনের প্রভাতকাল। অন্ধকার তখনো দূরীভূত হয়নি। টাওয়ারের ফাঁকে ফাঁকে উন্মুক্ত ময়দান। পাশ দিয়ে তার গাছগুলো সারিবদ্ধ হয়ে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছের ঘন শাখা-প্রশাখায় ব'সে পাখীরা ডাকতে সুরু করেছে। এমনি সময় হঠাৎ সুরক্ষিত টাওয়ারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে তূর্য্য ধ্বনিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন ক'রে উঠল একাধিক কামান। তারই সঙ্গে উন্মত্ত জনতার কোলাহল শুনা গেল। মনে হ'ল, যেন বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জল অতর্কিতে এসে লণ্ডনের টাওয়ারে প্রবেশ করেছে! তোরণ-দ্বার তার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে, সারা প্রাসাদ, সারা কারাগারকে সে মুহূর্ত্তে প্লাবিত ক'রে দিতে চায়। এমনিভাবে অসংখ্য সৈন্য দৈত্য-সেনাদলের মতো চারদিক থেকে ছুটে আসছে!

সমস্ত রাত্রি রাণী জেন্ ঘুমোতে পারেননি। লর্ড গিল্‌ফোর্ড ডাড্‌লিও পারেননি ঘুমোতে। কেবলি তাঁদের মনে হয়েছে, হয়তো কোনো বিপদ সত্যি সত্যি আসছে ঘনিয়ে। আর তাঁরা যেন তারই আগমন প্রতীক্ষায় জেগে আছেন। কিন্তু আগতপ্রায় প্রভাত-সূর্য্যই যে সেই অশুভকে বহন ক'রে আনবে, তা' তাঁরা ভাবতেও পারেননি।

চারদিকের তুমুল কোলাহল আর কামান-গর্জ্জনে রাণী জেন্ ও তাঁর স্বামী প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরে সেই কোলাহল আরো নিকট থেকে নিকটতর শুনে, অতি ভীত হয়ে উঠলেন তাঁরা। কিন্তু তখনো সঠিক বুঝতে পারলেন না যে, যুদ্ধ কার সঙ্গে

কে করছে। কিসের এত কোলাহল? আর কার আদেশেই বা চলছে এই সব গোলা-গুলি?

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের পূর্ব্বেই লর্ড অব সাফোক্ এসে উন্মাদের মতো সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। চীৎকার ক'রে তিনি বললেন—"পালাও! শীগ্‌গির পালাও তোমরা!"

অতি চঞ্চল, অতি দ্রুত পায়ে জেন্‌ও পাগলের মতো ছুটে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—"কী হ'ল, বাবা?"

—"মেরী এসেছে! মেরী—সেই শয়তানী মেরী! রাত্রির অন্ধকারে তার দল নিঃশব্দে ওৎ পেতে বসেছিল লণ্ডনের বাইরে। কেউ তাদের দেখতে পায়নি—গুপ্ত-চরেরাও না। তাই দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে এসে তারা টাওয়ার আক্রমণ করছে!"

কথাগুলো সব লর্ড সাফোক্ এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেললেন।

—"কিন্তু এই টাওয়ার থেকে অবিরাম কামান চালাচ্ছে কারা?" প্রশ্ন করলেন গিল্‌ফোর্ড।

—"ম্যাগগ্ আর জিট্। তারা বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার কোনো মূল্যই নেই। কারণ, অসংখ্য শত্রু-সৈন্যের সম্মুখে তারা তুচ্ছ তৃণের মতোই হাওয়ায় উড়ে যাবে। তাই বলছি, আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না ক'রে পালাও—সত্বর পালাও এখান থেকে!"

—"তা' কখনো সম্ভব নয়।" উত্তর দিলেন গিল্‌ফোর্ড।

—"বল কী?"

—"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আপনি কি পাগল হয়েছেন লর্ড?

প্রাণভয়ে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাব? সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে দেব শত্রুকে? তা' কখনো হতে পারে না। দেহের শেষ বিন্দু শোণিত পর্য্যন্ত আমি দেব। তবু বিনাযুদ্ধে পালিয়ে বাঁচবার সাধ আমার নেই। আমি এই কক্ষের দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে থাকব। কোনো চিন্তা নেই তোমার জেন্! নির্ভয়ে তুমি সিংহাসনে বসো! বসো রাণীর সজ্জায়, রাণীর গৌরবে! মরতেই যদি হয়, তবুও মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জেনে যেতে চাই, তুমিই একমাত্র ইংলণ্ডের রাণী—আর আমি…"

—"পাগল! পাগল! লর্ড গিল্‌ফোর্ড, আমি পাগল হইনি। মাথা খারাপ হয়েছে তোমার।" ভয় আর বিস্ময়ের সুরে বললেন লর্ড সাফোক্।

রাণী জেন্ তাঁর স্বামীকে অতি কাতরভাবে বললেন—"ওগো এতে আপত্তি করো না। চল আমরা পালিয়ে যাই। চাইনে আমি এই সিংহাসন। রাণীর সম্মানও আমি চাইনে। তা' ছাড়া, বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এ মুকুটের ভার আমার সহ্য হবে না। অজ্ঞাতে অপরিচিতা দীন দরিদ্র হয়েও যদি তোমার কাছে আমি নিশ্চিন্ত আরামে একদণ্ড থাকতে পাই, সেই হবে আমার সত্যিকারের রাজত্ব, স্বর্গসুখ হবে আমার সেই। তবুও এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে আর এক মুহূর্ত্তও আমি থাকতে চাই না।"

—"এ তুমি কি বলছ, জেন্? ইংলণ্ডের রাণীর এই দুর্ব্বলতা শোভা পায় না। শোভা পায় না তাঁর মুখে এই সব কথা। ধৈর্য্য ধর, শান্ত হও।" দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন লর্ড গিল্‌ফোর্ড।

সাফোক্ ব'লে উঠলেন—"কিন্তু ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের পুত্রেরও এই অর্থহীন উত্তেজনা মোটেই শোভা পায় না, গিল্‌ফোর্ড। তুমি ভুলে যাচ্ছ তোমার পিতার সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শান্ত সংযত কূট-নীতির কথা। এখানে বীরত্বের গৌরব নেই, আছে অপমান। জয়ের সম্ভাবনা নেই, অথচ মৃত্যু আছে সুনিশ্চিত। তবুও এই উন্মাদনা কেন? এ কাজে চাই ছল, কৌশল আর চাই প্রতারণা। চল, এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে পালিয়ে চল। ডিউক এখনো লণ্ডনের বাইরে আছেন। গোপনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমরা মিলিত হ'ব। তার পর মেরীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলব ইংলণ্ডের সমস্ত প্রজাদের। তাদের মনে এমন দাগ কেটে দিতে হবে, যাতে মেরীকে তারা না মেনে নেয়। জেন্‌ই পরলোকগত সম্রাটের নির্দ্ধারিত উত্তরাধিকারিণী, এ-কথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। রাজভক্ত প্রজারা তা'হলে কোনো দিনই মৃত সম্রাটের অপমান ও ইচ্ছার ব্যতিক্রম কাজ করবে না। আর সেইটাই হবে প্রতিষ্ঠার পাকা ভিত্তি।"

অস্থির মনেও জেন্ কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। শুনতে শুনতে যেন একটা ক্ষীণতম আলোর সন্ধান পেলেন তিনি। তাই পিতার কথা শেষ হতেই আবার বিহ্বলভাবে স্বামীকে অনুরোধ করলেন—"চল, ওগো পালিয়ে চল। বাবা ঠিকই বলেছেন। এমনভাবে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে পারব না। মরতে আমার বড় ভয় করছে,—খুব ভয়। সিংহাসন আমি চাই না। তুমি চল।"

স্ত্রীর এই আতঙ্কিত দুর্ব্বলতায় লর্ড গিল্‌ফোর্ড একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু লর্ড সাফোক্ তখনো ব'লে চলেছেন—"তোমাদের না দেখে

হয়তো নর্দাম্বারল্যাণ্ড এই বিপদের মাঝেই এসে পড়বেন। তিনি এলে……”

লর্ড সাফোকের মুখের কথা শেষ না হতেই দেওয়ালের গুপ্ত দরজাটা অকস্মাৎ স'রে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দৈব-বাণীর মতো শুনা গেল একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর—“ভাবনার কোনো কারণ নেই আপনাদের। ডিউক আর এখানে ফিরে আসবেন না! তিনি বন্দী। আর শুধু বন্দী নয়, মৃত্যুপথেরও যাত্রী তিনি। হাঃ! হাঃ! হাঃ!”

সকলেই একবার চমকে কেঁপে উঠলেন, তার পর সভয়ে তাকালেন সেইদিকে।

দেওয়ালটা যেখানে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তরবারি হাতে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন ম'সিয়ে রেণার্ড। ধূর্ত্ত আর শয়তানীভরা তাঁর চোখ দুটো ক্রুর সাপের চোখের মতো জ্বল-জ্বল করছে! লর্ড সাফোক্ তাঁর তরবারিখানা নিষ্কোষিত করলেন। কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে রেণার্ড আঘাত করলেন সেই তরবারির ওপরে। তাঁর সবল হাতের এক আঘাতেই তরবারিখানা ঝন্‌ঝন্ শব্দে মাটিতে ছিট্‌কে পড়ল। পরে বললেন—“সম্রাজ্ঞী মেরীর আদেশে আপনারা আমার বন্দী। বন্দী কর, সৈন্যগণ!”

লর্ড গিল্‌ফোর্ড ছিলেন নিরস্ত্র। তাই নিষ্ফল রোষ চেপে তিনি বললেন—“শয়তান!”

রাণী জেন্ আর কিছুই বলতে পারলেন না! শুধু আর্ত্তনাদ ক'রে তিনি মুখ ঢাকলেন।

রেণার্ড একটু হেসে বললেন—"ইংলণ্ডের সিংহাসনে মৃত্যুর বিষ লাগানো আছে। সকলে সে বিষ হজম করতে পারে না লেডী জেন্! তা' ছাড়া, ওই সিংহাসন যারা অন্যায়, অবৈধভাবে স্পর্শ করে, তাদেরই মৃত্যু এনে দেয় সেই বিষে,—অনিবার্য্য মৃত্যু! তবে, আপনাদের আমি বাঁচাতে চেষ্টা করব।"

—"অসীম করুণা তোমার।" বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন গিল্‌ফোর্ড।

উত্তরটা শুনে রেণার্ড আর একবার মৃদু হাসলেন।

রাণী জেনের শিশুর মতো সুকোমল, সুন্দর মুখখানি তখন ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে। পদ্মের পাঁপড়ির মতো দুটি নীল চোখে তাঁর জেগে উঠেছে অশ্রুর বিন্দু। কম্পিত-কণ্ঠে বললেন—"আমি সাম্রাজ্য চাইনে, মঁসিয়ে! আমি চাই বাঁচতে। শুধু আমার স্বামীকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।"

মুহূর্ত্তের জন্য এই কথায় রেণার্ডের অন্তরেও স্নেহ জমে' উঠল। কিন্তু সে-ভাবটাকে তিনি পলকে সামলে নিলেন। কর্ত্তব্যের খাতিরে সৈন্যগণকে করলেন নিষ্ঠুর ইঙ্গিত।

—পনেরো—

পরের দিন সকালবেলা। বেলা তখন প্রায় দশটা হবে। ঘন কুয়াসা কেটে গেছে। লণ্ডনের আকাশ রাঙিয়ে উঠেছে রোদ। মৃদু-মন্দ বাতাস বইছে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে আনন্দের কোলাহল।

ইংলণ্ডের অধিবাসীরা সকলেই এত দিন অশান্তিতে ছিল।

অতৃপ্তিতে ভ'রে ছিল তাদের সকলেরই মন। প্রাণ খুলে কেউ কথা পর্যন্ত বলতে পারেনি। অথচ আজ তারা আনন্দ করছে আর কোলাহল শুনা যাচ্ছে তারই।

কিসের এত আনন্দ ?

বলছি, শোন।

ইংলণ্ডের রাজ-প্রাসাদ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি ভাবে সাজান আছে আজও তার সমস্ত কক্ষ। মাত্র কয়েকদিন আগেও রাণী জেন্ তারই সিংহাসনে মাথায় সম্রাজ্ঞীর মুকুট প'রে উপবিষ্ট ছিলেন। সুসজ্জিত একটা বিরাট কক্ষের মধ্যে নীরব, নিশ্চল সেই সিংহাসনটা তেমনই রয়েছে। কত রাজা, কত রাণী তার ওপরে আসে যায়। চিরদিন ও তাদের উদাসীনভাবে অভ্যর্থনা করে আবার বিদায়ও করে ও। কিন্তু তাতে যেন ওর যায় আসে না কিছুই।

তাই আজ সিংহাসনের ওপরে যিনি ব'সে আছেন, তাঁরও হাতে জেনের মতোই রাজ-দণ্ড রয়েছে, মাথায় রয়েছে তাঁর রাজ-মুকুট। সবই আছে ঠিক যেমনটি ছিল, কেবল রাণী জেন্ সেখানে নেই। তাঁর জায়গায় নূতন সম্রাজ্ঞী হয়েছেন মেরী—কুমারী মেরী। এঁকেই সবাই চেয়েছিল। তাই আজ তাদের এত আনন্দ, এত আমোদ।

মেরী সম্রাজ্ঞী হবার পর তৃতীয় দিবসে তাঁর রাজত্বে প্রথম রাজ-সভা বসেছিল। সেদিনকার সভা-কক্ষ পরিপূর্ণ ছিল সমস্ত অমাত্য আর রাজ-সভার সদস্যদের দিয়ে। বাইরের লোক সেখানে একজনও ছিল না। সভার কাজ সুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে

আরম্ভ হ'ল রাজদ্রোহী অপরাধীদের বিচার। প্রথমেই ডাক পড়ল ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের। আসামীর আসনে তিনি দণ্ডায়মান। সমস্ত দেহ তাঁর উত্তেজিত, উন্মত্ত তাঁর মন। কিন্তু ভাবটা ঠিক পিঁজরাবদ্ধ সিংহের মতো। তাতে আস্ফালন নেই, আছে ক্ষোভ; অপমানের তীব্র জ্বালা আছে আর আছে প্রতিশোধের নিষ্ফল, ব্যর্থ আক্রোশ।

সিংহাসন থেকে রাণী মেরী প্রশ্ন করলেন—"এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলবার আছে?"

—"বলবার হয়তো ছিল; কিন্তু কোনো প্রয়োজন আমি মনে করি না।" অকম্পিত দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড।

রেণার্ড তখন এগিয়ে এলেন তাঁর আসন ছেড়ে। তাঁর কণ্ঠও কঠোরতর। তিনি বললেন—"আছে বৈ কি প্রয়োজন! গানোরার অভিযোগ মিথ্যা হতে পারে। পরলোকগত সম্রাট্‌কে আপনি বিষদানে হত্যা নাও করতে পারেন। তা' ছাড়া, আমাদের মহামান্যা সম্রাজ্ঞী মহানুভব। হয়তো আপনাকে তিনি ক্ষমা করবেন। তাই বলছি, উত্তর দিন্ ডিউক।"

তথাপি ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড নিরুত্তর রইলেন। কোটরাগত চোখ দুটো তাঁর বারেকের জন্য কেবল চক্-চক্ ক'রে উঠল। যেন সেই চাহনিতে তিনি জানিয়ে দিতে চান এর উত্তর।

দ্য-নোয়ালে বললেন—"কিন্তু ডিউক ভুলে যাচ্ছেন যে, সিংহাসনে তাঁর হাতের খেলার পুতুল সেই পুত্রবধূ জেন্ আর এখন রাণী নন্।

কুমারী মেরীই সিংহাসনের একমাত্র অধিকারিণী। সম্রাজ্ঞী এখন তিনিই।"

সমস্ত পরিষদ-কক্ষটা হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠল।

ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড এবার ব'লে উঠলেন—"হুঁ, তা' জানি। আরো জানি যে, আমার খেলার পুতুল তিনি নন্ সত্য; তবে মঁসিয়ে রেণার্ডের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলি খুকী মেরী। তাঁর সম্মুখে কৈফিয়ৎ দেওয়া আপনাদের সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে নয়।"

এর পর ডিউক আবার নীরব হলেন। কিন্তু তাঁর শেষ কথাগুলো পরিষদের তুমুল কোলাহলে কোথায় ভেসে গেল। সেখানকার অনেকেই তা' শুনতে পেলেন না। তবে, সম্রাজ্ঞী মেরীর কানে এর সবটাই পৌঁছেছিল। তিনি রাজ-দণ্ডটা একবার দুলিয়ে তাঁর অমাত্য ও সচিবদের নির্দ্দেশ করলেন চুপ করতে।

সভাগৃহ নিস্তব্ধ হ'ল। স্তব্ধ হ'ল এমনিভাবে যে, শূন্য থেকে একটা পিন মাটিতে পড়লেও স্পষ্ট শুনতে পারা যায়। তখন রাণী মেরী বললেন—"না, কৈফিয়তের কোনো প্রয়োজনই নেই। সভায় যখন সম্রাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন আর বিচার করছেন তিনি নিজেই, তখন আজই এটা আমি শেষ করতে চাই। আমার আদেশ —কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্বৃত্ত রাজদ্রোহীর প্রাণদণ্ড হবে।"

—"মহারাণীর আদেশ শিরোধার্য্য। কাল প্রভাতেই এই ক্ষিপ্ত কুকুরের রক্তাক্ত ছিন্ন-মুণ্ড সম্রাজ্ঞী দেখতে পাবেন।" উত্তর করলেন মঁসিয়ে রেণার্ড। ... ...

সভা ভঙ্গ হ'ল। রাণীর সঙ্গে সঙ্গে সচিবেরাও একে একে চ'লে গেলেন। শুধু ড্য-নোয়ালে আর রেণার্ড রইলেন ব'সে। কারণ, আসামীর আসনে তখনো ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড দাঁড়িয়ে আছেন।

মৃত্যু-দণ্ডের জন্য ডিউক পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তাই আঘাতটা তাঁকে খুব কাবু করতে পারেনি।

রেণার্ড এবার আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে তিনি ডিউকের কাছে এসে বললেন—"ডিউক, কর্ত্তব্যের জন্য যা করতে হ'ল, সেজন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু এখনো উপায় আছে। আপনাকে আমি বাঁচাতে পারি!"

ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড একটু হাসলেন।

রেণার্ড বললেন—"হাসবারই কথা বটে। কিন্তু সত্যিই বলছি, এখনো উপায় আছে। এটা পরিহাস করছি না। পূর্ব্বের বন্ধু হিসেবে আমি আপনার এই উপকারটুকু করতে চাই। আপনাকে মুক্তি দিতে চাই আমি। হ্যাঁ, মুক্তি—তবে একটা সর্ত্তে। যদি সর্ত্ত আপনি পালন করেন তা'হলে শুধু মুক্তি নয়, সেই সঙ্গে পাবেন একটা জমিদারীও। সেখানে আপনি পুত্র, পুত্রবধূ, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বার্দ্ধক্যের দিনগুলো বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবেন। এমন কি রাজ-পরিষদে আপনার একটা আসনও হয়তো থাকতে পারে।"

ডিউক এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেণার্ডের কথাগুলো সব শুনছিলেন। প্রথমে এর এক বিন্দুও তিনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে কেমন যেন তাঁর বিশ্বাস হতে লাগল।

চোখের সম্মুখে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, মুক্ত নীল আকাশ। তার তলায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি আর শাণিত তরবারি রয়েছে তাঁর কোষে। সমস্ত হতাশার জমাট বাঁধা অন্ধকারে যেন ক্ষীণ আলোর জ্যোতি ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ডিউক ভাবতে লাগলেন,—'কে বলতে পারে যে, আবার একদিন তাঁর হৃত অধিকার তিনি ফিরে পাবেন না? শয়তান রেণার্ডকেও এর শতগুণ প্রতিশোধ দিতে পারবেন। তাঁরই পদতলে হয়তো দেখবেন, প্রাণভিক্ষার জন্য সে লুটিয়ে প'ড়ে আছে।'

আত্ম-তৃপ্তিতে ডিউক একটু মনে মনে হাসলেন, পরে বললেন —"কি সর্ত্ত?"

—"সর্ত্ত? এমন কিছু নয়। তবে, আমি স্পেনের দূত। তারা চায় না আপনাদের ওই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম। তাই আমাকে আজ আপনার আধিপত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছে। যদি আপনি স্বীকার ক'রে নেন যে, ক্যাথলিক ধর্ম্মই খাঁটি খৃষ্ট-ধর্ম্ম আর প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম—শয়তানের ধর্ম্ম, মেকী খৃষ্ট-ধর্ম্ম, তবে আমি আপনার মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে দেব।" উত্তর দিলেন রেণার্ড।

ডিউক বললেন—"বেশ তাই হবে। আমি স্বীকার করছি।"

—"শুধু আমার কাছে স্বীকার করলে তো চলবে না। সমবেত জনতার সম্মুখে আপনাকে স্বীকার করতে হবে। কাল প্রাতে যখন সূর্য্য উঠবে, বধ্য-ভূমিতে হবে হাজার হাজার লোকের সমাগম, তখন আপনি তাদের কাছে উদারভাবে স্বীকার করবেন ক্যাথলিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য।"

—"বেশ। তা'হলে এখন আমি মুক্ত ?"

—"না, এখুনি নয়। আমি সেই বধ্য-ভূমিতে কাল সম্রাজ্ঞীর লিখিত মুক্তির আদেশ বয়ে নিয়ে যাব। কেমন, আমার এ প্রস্তাবে আপনি প্রস্তুত ?"

—"উত্তম। আর আমার পুত্র ও পুত্রবধূ ?"

—"তাঁদের সম্রাজ্ঞী ক্ষমা করেছেন। অধিকার দিয়েছেন তাঁদের সাধারণ প্রজা হিসেবে লণ্ডনের বাইরে গিয়ে বসবাস করতে। সেই সঙ্গে অবশ্য একটা জমিদারীও তিনি দিয়েছেন।"

—"সত্যি ? সত্যিই তারা মুক্ত ?"

—"হ্যাঁ, অবিশ্বাসের এতে কিছুই নেই।—যাও প্রহরী, ওঁকে সসম্মানে নিয়ে যাও।"

বন্দী ডিউক ধীরে এগিয়ে চললেন। প্রহরীরা চলল তাঁর আগে ও পাছে পাছে।

ভ্য-নোয়ালে বললেন—"অর্থাৎ ?"

—"যিশুর ইচ্ছা। তাঁর এই আদেশ।" ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন রেণার্ড।

—ষোলো—

টাওয়ার অব লণ্ডনের এক প্রান্তে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। এই জায়গাটার নাম বধ্য-ভূমি। এর ঠিক মাঝখানটায় যারা প্রাণদণ্ডের অপরাধে দণ্ডিত তাদের চরম শাস্তি দেবার জন্য রয়েছে মৃত্যু-মঞ্চ। সেখানকার কাঁকর-বিছান প্রান্তরের ওপরে এসে

সূর্য্যকিরণ পড়েছে। শিশিরসিক্ত কাঁকরগুলো চক্‌চক্‌ করছে অরুণ-ছটায়। এর রক্তমাখা ধূলিতে আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কত বিখ্যাত লোকের ছিন্ন-মুণ্ড লুটিয়ে পড়েছে! কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত মাটির সেই রাক্ষসী তৃষ্ণা যেন তবুও মেটেনি। তাই আজ আবার সে চাইছে ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের টাটকা শোণিত।

অনেকদিন পরে ফাঁসীর আসামী দেখতে পাওয়া যাবে—বিশেষ ক'রে একজন ডিউকের। তাই এরই মধ্যে দর্শকেরা আসতে সুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বধ্য-ভূমির চারদিকে আরম্ভ হয়ে গেছে জনতার সমারোহ, কোলাহল, চীৎকার।

মাঠের মাঝখানটায় হচ্ছে সেই মৃত্যু-মঞ্চটা। সেখানে একটা বীভৎস রকমের লোক শাণিত কুঠার হস্তে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো তার ভয়ানক। চোয়ালে একটুও মাংস নেই। প্রেতের মতো তাকে দেখতে। এছাড়া, কালো পোষাক দিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত।

মঞ্চের অতি নিকটে একটা কাঠের উঁচু আসনে দাঁড়িয়ে আছেন ডিউক অব নর্দাম্বারল্যাণ্ড। তিনি বন্দী। সেই অবস্থায় জনতার কাছে বক্তৃতা দিচ্ছেন—"ক্যাথলিক ধর্ম্মই আদি ও অকৃত্রিম খৃষ্ট-ধর্ম্ম। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বা প্রতিবাদীর ধর্ম্ম,—শয়তানের ধর্ম্ম। শয়তান তারা, যারা শয়তান লুথারের ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করে। ভ্রান্ত তারা, তারা অপরাধী। বিধাতার কাছে তারা দণ্ডনীয়।"

ডিউক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি উচ্চ-কণ্ঠে, আবেগের সঙ্গে। কিন্তু সেদিকে তাঁর মন সত্যিই ছিল না।

মঁসিয়ে রেণার্ডের সন্ধানে তাঁর দৃষ্টি অবিরাম চারদিকে ঘুরছিল। তিনি কান পেতে ছিলেন, কখন এসে রেণার্ড তাঁর মুক্তির আদেশ ঘোষণা করবে তাই শুনবার জন্য। এখন তো মনে-প্রাণে তিনি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। কিন্তু রেণার্ড এসে এখনো পৌঁছাল না কেন? ডিউকের মনে কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল—তবে কি না এসে আমায় প্রতারণা করলে সে শয়তান? তবুও তিনি সমানে বক্তৃতা দিয়ে চললেন। ক্ষীণ আশা—হয়তো এখুনি এসে পড়বে! কোনো কাজে একটু দেরী হয়ে যাচ্ছে তার! ওই যে দূরে একটা লোক ভীড় ঠেলে এদিকেই আসছে না? বোধ হয় রেণার্ডই হবে ও। সম্রাজ্ঞীর আদেশ নিয়ে সে আসছে, তাঁর মুক্তির আদেশ!

একটু থেমে ডিউক আবার বক্তৃতা সুরু করলেন! অনর্গল দিতে লাগলেন তিনি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা।

পাশেই জল্লাদের হাতে রক্তলোভী কুঠার। অনাচ্ছাদিত বধ্য-ভূমির প্রখর রোদ পড়েছে তার ওপরে। একটু নড়াচড়া পেতেই মাঝে মাঝে সেটা সূর্য্য-কিরণে ঝল্‌সে উঠছে। ধারাল ঝক্‌ঝকে মৃত্যুর দূত! তার যেন বিলম্ব আর সইছে না!

সম্রাজ্ঞী মেরীর রাজত্ব সুরু হয়েছে। প্রজার মঙ্গল আর দেশে শান্তির জন্য আরম্ভ হয়েছে তাঁর শাসন। তাই সাম্রাজ্যে আজ বিদ্রোহী ও অত্যাচারীদের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রথম পালিত হবে। বধ্য-ভূমিতে লোক আর ধরছে না। চারদিকে শুধু লোক আর লোক—কালো কালো মাথা। এই জনসমুদ্রের মাঝখানে একটা খোলার কুচির মতো একজন বৃদ্ধা ইতস্ততঃ ভাসছিল। অধীর হয়ে সে ব্যাকুল

প্রতীক্ষায় ছিল, ওই কুঠারের মতোই উষ্ণ-শোণিত-তৃষ্ণা নিয়ে! এতদিনের সাধনায় আজ সে সিদ্ধিলাভ করবে। তার কঠোর সাধনার হবে শেষ। কখন আসবে সেই শুভ চরম মুহূর্ত্ত, যখন ওই কুঠারের ধারাল ডগায় অমাবস্যার মতো মৃত্যুর কালো অন্ধকার নেমে আসবে? কখন, কখন? কত দেরী আছে তার? সে তো আর এই ভীড়ে, বিলম্ব করতে পারছে না। তাকে যে ডাকছে! ডেকে ডেকে বলছে আর কাঁদছে! আর কেউ তা' শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে তো পাচ্ছে। তার পালিত মৃত পুত্রের নির্দ্দোষ আত্মা, ফুলে' ফুলে' কাঁদছে! কখন তার শান্তি হবে? তৃপ্ত হবে সে ডিউকের শোণিত-সুধা পান ক'রে? কখন?

এই বৃদ্ধাকে তোমরা চিনতে পারছ কি? হয়তো পারছ। এ আর কেউ নয়, সেই গানোরা।

যিশুর আদি ধর্ম্ম ক্যাথলিক।

বধ্য-ভূমির সম্মুখে অদূরেই একটা গির্জ্জা। সম্রাজ্ঞী মেরীর আদেশ, ওই গির্জ্জার ঘড়িতে যখন দশটা বাজবে, ঠিক সেই সময় ডিউকের প্রাণদণ্ড হবে।

সাতটার পর আটটা, এমনি ক'রে তাতে দশটা বাজতে আর বাকী আছে মাত্র পাঁচ মিনিট। অথচ মঁসিয়ে রেণার্ড এসে তখনো পৌছলেন না!

ডিউকের বক্তৃতা কিন্তু একইভাবে চলছিল। বিরাম না দিয়ে তিনি বক্তৃতা করছিলেন প্রাণে বাঁচবার জন্য। কিন্তু জল্লাদের হাতে

হঠাৎ কুঠারখানা একবার কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরে প্রতিফলিত সূর্য্য-কিরণ দিলে ডিউকের চোখ দুটোকে ঝল্‌সিয়ে। তিনি চমকে উঠলেন। নীরব আর্ত্তনাদ ক'রে থামিয়ে দিলেন বক্তৃতা। আর কোনো আশা নেই! শয়তান রেণার্ড তাঁর সঙ্গে প্রতারণাই করলে। নইলে মৃত্যুর সময় হয়ে এল—বাকী আছে মাত্র আর মুহূর্ত্তখানেক, এখনো তো সে আসতে পারত!

ডিউক আর কিছু ভাববার আগেই গির্জ্জার ঘড়ি ঢং-ঢং শব্দে বেজে উঠল। কেউ যেন আজ তাঁকে চায় না। ঘড়িও অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে! তাই সঙ্কেত করছে দ্রুত জল্লাদকে।

জল্লাদ দু' পা এগিয়ে এল। মুহূর্ত্তে ডিউকের জড়, স্থবির স্কন্ধের ওপরে সে বসিয়ে দিলে তার হাতের সেই ধারাল নিষ্ঠুর কুঠারখানা! সঙ্গে সঙ্গে মুমূর্ষুর শেষ আর্ত্তনাদ সেখানকার আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে তুললে। ছিন্ন-মুণ্ড তাঁর গড়িয়ে পড়ল মাটিতে! ফিন্‌কি দিয়ে দেহের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে এল। আর রক্ত-স্রোতের মাঝখানে প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল ডিউকের বিভক্ত দেহটা।

এর পর জল্লাদ সেই মুণ্ডটা তুলে জনতাকে দেখালে। চারদিক থেকে তারা চীৎকার করে উঠল—আনন্দে, উত্তেজনায়।

কিন্তু চীৎকার করলে না কেবল একজন। মাত্র দু' মুহূর্ত্ত আগেও যে রক্ত-পিপাসায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সেই গানোরা একেবারে নির্জ্জীব হয়ে পড়ল। এত রক্ত! এমনি ভয়ঙ্কর মুখ! উঃ! একটা আর্ত্তনাদ ক'রে গানোরা জনতার পদতলে লুটিয়ে পড়ল।

উন্মত্ত জনতা সেদিকে তাকাল না। দলে দলে তারা উত্তেজনায় এগিয়ে চলল। কোথায় যাবে, কে জানে!

জনতার পদতলে প'ড়ে নিষ্পেষিত হয়ে গেল গানোরা। মৃত্যুর শেষ যন্ত্রণাটুকু তার পৃথিবীর কেউ জানতে পারলে না, জানতে পারলে না জনতার কেউ। কেবল মাটির ধূলিকণাই তা' অনুভব করলে।

ম'সিয়ে রেণার্ড তখন টাওয়ারের রাজ-সভায় আছেন। রাণী মেরীকে তিনি বলছেন—"ছলে হোক, বলে হোক, শয়তানকে দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করানও একটা কাজ, শুধু কাজ নয়, সেটা ধর্ম্মও। পুণ্যও আছে তাতে। ডিউককে দিয়ে তাই ক্যাথলিক ধর্ম্মের একটু সেবা করিয়ে নেওয়া গেল। শুনলাম—বধ্য-ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা খুব মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল। অবশ্য হবার কারণও ছিল যথেষ্ট। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচবার ক্ষীণ আশায় এই বক্তৃতা কিনা, তাই এত মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল।"

—সতেরো—

অন্ধকার রাত্রি। টাওয়ারের কারাগার। তারই মধ্যে একটা প্রেত-মূর্ত্তির মতো কে নিঃশব্দে চুপিচুপি ঘোরাফেরা করছিল। একটু লক্ষ্য করলেই মনে হয়, যেন সে অনুসন্ধান করছিল কার। মাঝে মাঝে অন্ধকার কালো দেওয়ালের পাশ দিয়ে প্রহরীরা যখন মশাল হাতে চ'লে যায়, তখন কিন্তু সেই মূর্ত্তিটাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। মশালের আলোতে শুধু নজরে পড়ে, বিরাট কারাগারের

বিরাট প্রাচীরের এক একটা ক্ষুদ্রতম অংশ। কোনো রকমে লোকটা আত্মগোপন ক'রে থাকে। পরক্ষণেই আলোটা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পথগুলোকে যেমন অন্ধকার এসে গ্রাস ক'রে ফেলে, অমনি আবার তাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় সেখানে।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরার পর, সেই মনুষ্য-মূর্ত্তিটি একটা কক্ষের সম্মুখে আসতেই থেমে দাঁড়াল। ছোট একটা গহ্বর। দরজা তার উন্মুক্ত। সেখান থেকে একটা শব্দ আসছে, গোঙানির শব্দ। কে যেন আর্ত্তনাদ ক'রে সেখানে গোঙাচ্ছে।

লোকটি স্পষ্টই বুঝলে, নারী-কণ্ঠ। কিন্তু কারাগারের এই নিভৃত কক্ষে কোন্ অপরাধিনী এমনিভাবে গোঙাচ্ছে, আর্ত্তনাদ করছে! কে সে হতভাগিনী?

মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্য লোকটি সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগল সেই করুণ কণ্ঠের গোঙানি আর বুঝতে চেষ্টা করলে—কেন কাঁদছে, কী হয়েছে তার?

এর পর আরো কয়েক মুহূর্ত্ত চ'লে গেল। গহ্বরের দিকে তাকিয়ে কান পেতে রইল সে। গোঙানি তখনো থামেনি, বরং বেড়েই চলেছে ক্রমে ক্রমে। অন্ধকারের মধ্যে লোকটি অতিকষ্টে লক্ষ্য করলে, ভূগর্ভের স্যাঁৎসেঁতে পাথরের মেঝেতে একটা তৃণ-শয্যা। তারই উপরে মেয়েটা লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদছে।

—"কে তুমি?" প্রশ্ন করলে সেই লোকটি।

গোঙানিটা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য থেমে গেল। কিন্তু পর-

মুহূর্ত্তেই সুরু হ'ল আবার গোঙানি নয়, দুর্ব্বল কণ্ঠের তিরস্কার—"শয়তান! শয়তান!! কে তুই রাক্ষস? আবার এসেছিস্! ও—আমায় খুন করবি?"

লোকটি বিমূঢ় হয়ে গেল।

—"না, আমি তোমাকে খুন করব কেন?"

—"কেন, কি ক'রে জানব? কিন্তু তোরা সব পারিস্। আর সে কৈফিয়ৎ দেব কি আমি? শয়তান! নাইটগাল তোকে পাঠিয়েছে। ও বুঝেছি—তুই আমায় বিষ দিবি, ছুরি বসাবি, না? কিন্তু না, না, না! উঃ! এখন নয়। আমার যে এখনো কাজ শেষ হয়নি।"

বুড়ী আবার কেঁদে উঠল; কাঁদতে কাঁদতে বলল—"আমি তো তোদের কিছু করিনি। তবে আমায় তোরা বিষ দিবি কেন, আমায় কেন মারবি তোরা?"

—"না মা, তুমি ভুল করছ। নাইটগাল আমায় পাঠায়নি। আমি নিজেই এসেছি তার সন্ধানে। আমি তার শত্রু, পরম শত্রু! দেখছ না, চোখে আমার ঘুম নেই! এই গভীর রাত্রে প্রেতের মতো আমি তাকে খুঁজছি। তাকে আমি খুন করতে চাই। আমি, আমি তাকে···!"

লোকটি আর বলতে পারলে না। সারা দেহের রক্ত গিয়ে তার মাথায় উঠেছে! উত্তেজনায় থর-থর ক'রে কাঁপছে তার দেহ।

কিন্তু বুড়ী হো-হো ক'রে হেসে উঠল। অদ্ভুত সে হাসি। যন্ত্রণায় কাতর শব্দের সঙ্গে মিশে তা' আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

—"এ কি ! তুমি হাসছ ? হেসো না মা !"

—"চুপ ! চুপ কর হতভাগা ! মা, মা ক'রে আর আমাকে তোর ভুলাতে হবে না। একবার ভুলেছিলাম, তাই ঠকে গেছি আমি একবার। কিন্তু আর নয়।"

বুড়ী খেঁকিয়ে উঠল। তারপর সুরু করলে সে আবার কাঁদতে —"খোকা ! খোকারে ! ওরে আমার খোকা !"

—"পাগল নাকি, কোথায় তোমার খোকা ?"

—"খোকা ? আমার খোকা ছিল। সেদিনও সে আমার বুকের মধ্যে ছিল। কিন্তু ওই শয়তানেরা, শয়তানেরা তাকে খুন করেছে ! ওগো আমার বাছাকে খুন করেছে ! অথচ আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে তারা ! না না, আমি ভুল বলেছি। আমায় তারা পারেনি। হাঃ—হাঃ—হাঃ··· !"

হঠাৎ বুড়ী একটু চুপ ক'রে থেকে অতি শান্তভাবে বললে— "কেন আমি মরিনি জান ?"

—"না। তা না বললে কেমন ক'রে জানব বল ?" উত্তর দিলে সেই লোকটি।

—"জান না ? তবে শোন। কিন্তু কাউকে বলো না যেন। কেবল তোমাকেই বললাম—হ্যাঁ, শুধু তোমাকেই। আমি ওকে মারব, একেবারে প্রাণে মারব ওই শয়তানকে !" অতি সাবধানে বুড়ী ফিস্-ফিস্ ক'রে বললে।

—"কাকে মারবে তুমি,—নাইটগালকে ?"

—"চুপ, আস্তে ! হ্যাঁ।" ব'লেই বুড়ী আবার একটু থামলে।

তারপর অতি গম্ভীর হয়ে বললে—"ও বুঝেছি। শয়তান তা'হলে গুপ্ত-চরও লাগিয়েছে।"

—"না মা। আমি গুপ্ত-চর নই, গুপ্ত-ঘাতক আমি। আমি তাকে খুন করতে চাই। সে আমারও সর্ব্বনাশ করেছে! আমার প্রিয়, অতি আদরের কণ্ঠ-মণিকে সে ছিনিয়ে নিয়েছে। তুমি হয়তো পারবে না, কিন্তু আমি পারব। আমিই প্রতিশোধ নেব তোমার হয়ে। দেখছ, দেখছ এই শাণিত তরবারি?"

অন্ধকারেও চক্‌চকে একটা ইস্পাতের ফালি ঝিক্‌মিক্ ক'রে হেসে উঠল।

আনন্দের উত্তেজনায় বৃদ্ধা ব'লে উঠল—"সত্যি? একি সত্যিই সত্যি? না, তুমি আমায় ঠাট্টা করছ অথবা সান্ত্বনা দিচ্ছ আমায়? কে, কে তুমি বাবা?"

—"আমি? গানোরার নাম শুনেছ? প্রাসাদের এক বুড়ী, বেশ নামকরা বুড়ী?"

—"কি বললি? গানোরা! গানোরা!!"

বৃদ্ধা উত্তেজনার সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল—"কে, কে তুই বল্? গানোরা তোর কে হয়?"

—"মা। গানোরা আমার মা হয়। আমি তার ছেলে।"

—"এ্যাঁ, গানোরার ছেলে তুই?"

বুড়ী উন্মাদের মতো উঠে বসল; ব'সে আবেগভরে বলল—"কি তোর নাম? বল্, বল্ শীগ্‌গির বল্‌! তোর কি নাম?"

—"চোলমণ্ড্‌লে।"

বৃদ্ধা আর কিছু না ব'লে ভয়ঙ্করভাবে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে চোলমণ্ড্লের ওপরে।

চোলমণ্ড্লে এর অর্থ কিছুই বুঝলেন না। শুধু অনুভব করলেন, একটা তীব্র উত্তেজনায় বৃদ্ধার সমস্ত দেহটা থর-থর ক'রে কাঁপছে, আর অস্পষ্ট ভাষায় কি যেন বিড়-বিড় ক'রে বলছে সে।

মুহূর্ত্তখানেক পরে বৃদ্ধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—"খোকা! আমার খোকা! ওরে আমার খোকা! গানোরা তোর মা নয়, আমি—আমি…"

—"তুমি আমার মা?" প্রশ্ন করলেন চোলমণ্ড্লে।

কিন্তু বৃদ্ধা কোনো উত্তর দিলে না। তার দেহ তখনো প্রবল বেগে কাঁপছে। সেই উত্তেজনাকে বৃদ্ধা কোনোমতেই এড়িয়ে চলতে পারছে না।

চোলমণ্ড্লে চীৎকার ক'রে প্রশ্ন করলেন—"তুমি আমার মা?"

—"হ্যাঁ। তোর বাবাকে ওই শয়তান খুন ক'রে ফেলেছে খোকা! তারপর আমাকেও চেয়েছিল সে খুন করতে। উঃ! কেন করলে না তা' জানি না। আমরা ত ওই কারাগারেরই বন্দী ছিলাম।"

বৃদ্ধা হাঁপিয়ে পড়ল।

—"মা!"

তমসাময়ী অন্ধকারে ঢাকা টাওয়ারের নির্জ্জন কারাগার। তারই মধ্যে কাকে খুঁজতে গিয়ে কার সঙ্গে হয়ে গেল দেখা। এতদিন যাকে মা ব'লে চোলমণ্ড্লে জানতেন সে তাঁর মা নয়। অথচ

সুদীর্ঘ যুগাবসানের পর সত্যিকারের মা এসে তাঁর আজ দেখা দিলেন এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে।

চোলমণ্ড্লে আর ভাবতে পারলেন না। সমস্ত পৃথিবীটা আজ তাঁর কাছে একটা প্রহেলিকার মতো মনে হতে লাগল। এ কি সত্যি, না স্বপ্ন!

বৃদ্ধার দেহের উত্তেজনা এতক্ষণে ধীরে ধীরে কমে' এল। কম্পন আর নেই। কিন্তু সমস্ত দেহটা তার অসাড় হয়ে পড়েছে।

চোলমণ্ড্লে একবার ডাকলেন—"মা!"

কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি কয়েকবার নাড়া দিয়ে বললেন—"কিন্তু কেন, কেন তোমাদের ওরা বন্দী করেছিল মা?"

উত্তর আর তার পাওয়া গেল না। বৃদ্ধা তখন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বর্গের পথে চ'লে গেছে! চোলমণ্ড্লের জন্য রেখে গেছে শুধু বুকভরা আশীর্ব্বাদ।

চোলমণ্ড্লে হতভম্ব হয়ে ব'সে রইলেন। চোখ দিয়ে তাঁর এক ফোঁটা জলও পড়ল না। অথচ কি যেন ভাবছেন তিনি। কিন্তু কি, তা' ঠিক নিজেও বুঝতে পারছেন না। তবে, কেমন যেন একটা নীরব অর্থহীন চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসেছে।

এর পর থেকে চোলমণ্ড্লে কারাগারের অন্ধকার গলিতে গলিতে প্রেত-মূর্ত্তির মতো ঘুরে বেড়ান। দিনের পর দিন তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় ঘুরতে। কিন্তু যাদের জন্য তিনি এমনি ক'রে ঘুরছেন, সন্ধান তাদের মিলছে না মোটেই। অথচ প্রতিহিংসার উগ্র নেশায় তাঁকে পেয়ে বসেছে। প্রতিহিংসা! হ্যাঁ, চান তিনি নির্ম্মম প্রতিহিংসা!

নাইটগালের উত্তপ্ত রক্ত তিনি চান! যে তাঁর মাকে অনাহারের তীব্র জ্বালায় তিলে তিলে খুন করেছে, তার বুকের তাজা রক্ত! কিন্তু মা? কে জানে! হয়তো এ তাঁর স্বপ্ন! হয়তো এ সেই বৃদ্ধার মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের বিকার-উক্তি! যাই হোক, নাইটগালের রক্ত তাঁর চাইই আর চাই সিসেলির সন্ধান—তাঁর প্রিয়তমা সিসেলির।

কিন্তু এত সন্ধানের পরেও নাইটগালকে সুবিধা-মতো পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্ধকার! ভয়ানক অন্ধকারের মধ্যে একটা সরু পথ ধ'রে সেদিন চোলমণ্ড্লে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথটার সামান্য কিছু দূর যেতে না যতেই হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালেন তিনি। কার যেন পদশব্দ আর শব্দটা অতি নিকটেই! কিন্তু অন্ধকার সেখানে এমনই ঘন যে, কোলের মানুষও নজরে পড়ে না। তাই মুহূর্ত্তখানেক কেটে গেল, অথচ শব্দও শুনা গেল না আর। দেখা তো কিছু গেলই না।

খানিকটা এগিয়েই সরু পথটা একটা জায়গায় গিয়ে বাঁক নিয়েছে। চোলমণ্ড্লে সেই পথ ধ'রে আবার চলতে লাগলেন। বাঁকের মোড়ে আসতেই তাঁর নজরে পড়ল, একটা আলোর ক্ষীণ রেখা। তার পাশ দিয়ে চোলমণ্ড্লে তীব্র দৃষ্টি চালিয়ে দিলেন। দেখতে পেলেন অদূরে একটা বিরাটকায় লণ্ঠন ঝুলছে। আর এই রশ্মি এসে পড়েছে তারই ছিদ্রপথ ধ'রে।

দেখতে দেখতে আরো মুহূর্ত্তখানেক চ'লে গেল। অকস্মাৎ একটা মূর্ত্তি এসে দাঁড়াল সেই পথের ওপরে। ধীর, মন্থর তার গতি। নিঃশব্দ পদচালনা তার। লোকটিকে দেখেই চোলমণ্ড্লে চিনে

ফেললেন। লোকটা মঁসিয়ে রেণার্ড। গোপনে ঘুরে ফিরে তিনি কারাগার দেখে বেড়াচ্ছেন।

চোখের পলকে রেণার্ড আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকারে।

কিন্তু পরক্ষণেই ঠিক পর্দার ওপরে ছবির মতো এসে সেই আলোতে দাঁড়াল আর একটি লোক। রেণার্ডের চেয়েও সে সাবধান, ততোধিক সাবধান তার পদক্ষেপ। অনুজ্জ্বল আলোতে স্পষ্ট দেখা না গেলেও তার মুখে চোখে একটা অদ্ভুত ভাব বেশ বোঝা গেল। তার গতিভঙ্গী দেখে মনে হয়, মঁসিয়ে রেণার্ডকে সে অনুসরণ করছে। লোকটা একবার এদিকে আবার ওদিকে তাকিয়েই আলো থেকে অতি সাবধানে স'রে পড়ল।

চোলমণ্ডলের রক্তের নেশা যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি।

নাইটগাল! এমন সুযোগ আর মিলবে না! অথচ···

কিন্তু শয়তান আবার মঁসিয়ে রেণার্ডের পিছু নিয়েছে কেন? তাঁকে কি সে গুপ্ত-হত্যা করতে চায়?

চোলমণ্ডলে আর তিলমাত্র কালক্ষয় না ক'রে এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন তিনি অতি সন্তর্পণে, পা টিপেটিপে অথচ বেশ দ্রুত। পাছে তাঁর শিকার হাতছাড়া হয়ে যায়।

বিরাট কারাগারের অন্ধকার অলিতে গলিতে তিনটি প্রাণী প্রেতের মতো এগিয়ে চলেছে। সবাই সাবধান, সবাই তারা সতর্ক। কিন্তু নিজেদের বিপদ্ সম্বন্ধে কেউই তারা সচেতন নয়!

একটা পথের অস্পষ্ট অন্ধকারে এসে দাঁড়ালেন রেণার্ড। ঠিক

পশ্চাতে তাঁর চুপিচুপি গিয়ে নাইটগাল দাঁড়িয়েছে। হাতে আছে তার ক্ষুরধার ছোরা! সেই ছোরাটা নাইটগাল অতি সাবধানে, দৃঢ়ভাবে বাগিয়ে ধরলে। প্রস্তুত হয়ে সে উদ্যত হ'ল রেণার্ডকে মারতে! কিন্তু লক্ষ্য তার ব্যর্থ হ'ল, উদ্দেশ্য হ'ল পণ্ড। বিদ্যুৎ-গতিতে চোলমণ্ড্লে এসে নাইটগালের হাতে আঘাত করলে। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল নাইটগাল। শাণিত ছোরাখানা তার হাত থেকে ছিট্‌কে গেল। ঝন্‌ঝন্ শব্দে গিয়ে পড়ল সেখানা পাথরের মেঝেতে।

রেণার্ড ফিরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ক'রে উঠলেন—"কে?"

—"গুপ্ত-ঘাতক! আপনাকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল!" উত্তর দিলেন চোলমণ্ড্লে।

চোলমণ্ড্লেকে তখন আক্রমণ করেছে নাইটগাল। চোখের পলকে সে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপরে।

রেণার্ড বাঁশী বাজিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ-প্রাচীর ভেদ ক'রে ছুটে এল মশালধারী প্রহরীর দল। দৈত্যের মতো তাদের চেহারা! মুহূর্ত্তে সেই অন্ধকার কারাগারের অপরিসর পথ মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। নীরব, নিশুতি রাতের নিদ্রিত কারাগার মুখরিত হয়ে উঠল মানুষের কোলাহলে।

মশালের আলোয় দেখা গেল, বিরাটকায় নাইটগাল মাটিতে প'ড়ে আছে আর বুকে তার বিদ্ধ হয়ে আছে চোলমণ্ড্লের হাতের শাণিত অসি! এক হাতে কণ্ঠনালীটাও চেপে রেখেছেন চোলমণ্ড্লে।

নাইটগাল অতি কাতর আর্ত্তনাদে কি যেন বলছে। কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণার একটা অস্ফুট গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না সে আর্ত্তনাদের!

চোলমণ্ড্লে তাকে উন্মাদের মতো নাড়া দিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কোথায় সিসেলি? বল্, শয়তান বল্,—সিসেলি কোথায়,—আমার সিসেলি?"

দুর্ব্বল হাতের কম্পিত আঙ্গুল তুলে নাইটগাল মঁসিয়ে রেণার্ডকে দেখিয়ে দিলে।

—"সত্যি? আপনি জানেন মঁসিয়ে, কোথায় সে?" রেণার্ডের পানে তাকিয়ে চোলমণ্ড্লে প্রশ্ন করলেন।

—"জানি। তার খবরও তোমাকে বলব। কিন্তু এর পুরস্কার তুমি কি চাও?"

—"পুরস্কার?"

—"হ্যাঁ, পুরস্কার। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। নিশুতি রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। জনমানবের সাড়া কোথায়ও নেই এমনি সময় অযাচিতভাবে যে বন্ধুত্ব তুমি দেখিয়েছ, তা' আমি কোনো দিন ভুলব না। বল, কি চাও তুমি?"

—"আমি চাই সিসেলিকে। তার সন্ধান চাই।"

—"মাত্র, আর কিছু নয়? এস।"

রেণার্ড আগে আগে চললেন। চোলমণ্ড্লে চললেন তাঁর পেছনে পেছনে।

একটু দূরে একটা বন্ধ কক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন রেণার্ড।

সেখানে গোপন দ্বারের সঙ্কেত দেখিয়ে দিলেন তিনি। পরে চোলমণ্ড্লেকে তার মধ্যে যেতে আদেশ করলেন।

ভূগর্ভের কক্ষ। আলো সেখানে আছে, তবে খুবই অনুজ্জ্বল। সেই স্তিমিত আলোতে নিদ্রিত সিসেলির সুন্দর মুখখানা চোলমণ্ড্লে দেখতে পেলেন। অনেকদিন পরে দেখতে পেলেন তার প্রিয়তমার মুখ। উল্লাসভরে ডাকলেন—"সিসেলি! সিসেলি!"

সিসেলি তখন ঘুমিয়ে ছিল। স্বপ্ন দেখছিল সে। দেখছিল, তার প্রিয়তম চোলমণ্ড্লে ফিরে এসেছে। কিন্তু একটাও কথা বলা হয়নি তার সঙ্গে। এমনি সময় নাইটগাল এসে আবার তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠল সিসেলি—"উঃ! ছেড়ে দাও। ওকে নিও না। চোলমণ্ড্লেকে আমার নিয়ে যেও না।"

চোলমণ্ড্লে তার কম্পিত দেহটা চেপে ধ'রে বললেন—"সিসেলি! আমি, আমি সিসেলি!"

সিসেলি বিস্মিত হ'ল। আনন্দে সে কিছুই বলতে পারলে না। শুধু জিজ্ঞেস করলে—"তুমি? সত্যিই তুমি এসেছ?"

—আঠারো—

ভোর না হতেই সেদিন রাজ-সভার একটা গোপন অধিবেশন বসেছিল। সভাতে উপস্থিত ছিলেন মহারাণীর শুভাকাঙ্ক্ষী সমস্ত সদস্যরাই। ম'সিয়ে রেণার্ডও ছিলেন সেখানে উপস্থিত।

সভার কাজ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্ঞী মেরী রেণার্ডকে প্রশ্ন করলেন —মঁসিয়ে! জেন্ এখন কোথায়?"

—"আবার তাঁকে বন্দী করা হয়েছে।" উত্তর দিলেন রেণার্ড।

মেরী বললেন—"আর ডাড্লি?"

—"তিনি একটা গ্রামে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্রজাদের উত্তেজিত করছিলেন। আংশিকভাবে কৃতকার্য্যও যে না হয়েছিলেন তা নয়। তা' ছাড়া, বে-আইনী এই কাজের জন্য অপরাধ স্বীকার করা তো দূরের কথা, বরং মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীদের সাহায্যে তিনি বাধা দিতে চেয়েছিলেন। তাই অক্ষত দেহে তাঁকে বন্দী করতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে সৈন্যেরা তাঁকে যুদ্ধের মাঝে হত্যা করেছে!"

—"হত্যা করেছে?"

মেরীর কণ্ঠে একটু বিরক্তির আভাস পাওয়া গেল। তিনি বললেন—"কিন্তু আমি তো তাদের মুক্তি দিয়েছিলাম। কারণ আমি চাইনে যে, জেনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠুক। আমি চেয়েছিলাম, আমার ন্যায্য অধিকার।"

মঁসিয়ে রেণার্ড বললেন—"কিন্তু মহারাণী! এই অমানুষিক কার্য্য করতে হয়েছে আপনারই জন্য। আপনার অধিকার রক্ষার জন্যই এর প্রয়োজন হয়েছিল। আপনার মহানুভবতাকে তিনি অপমানিত করেছেন, আপনার উদারতাকে প্রকাশ করেছেন একটা বাতুলের খেয়াল ব'লে। নইলে তাঁকে আপনি মুক্তি দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন সুসজ্জিত প্রাসাদ, সঙ্গে একটা বিরাট জমিদারীও,

কিন্তু তাতে তিনি কৃতজ্ঞ তো নয়ই, তৃপ্তিও হয়নি তাতে তাঁর! তিনি চান আরো বেশী, একেবারে বৃটেনের সিংহাসন তিনি অধিকার করতে চান। অথচ যা' সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

—"জেন্ তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনেছে?"

—"না।"

—"বেশ। যা' হয়ে গেছে, তা' নিয়ে এখন আর তুঃখ ক'রে লাভ নেই। কিন্তু জেন্‌কে আমি এই মুহূর্ত্তে মুক্তি দিতে চাই।"

রেণার্ড চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তবুও নিজেকে বেশ সংযত ক'রে তিনি উত্তর দিলেন—"মার্জ্জনা করবেন সম্রাজ্ঞী। কিন্তু তা' কেমন ক'রে হয়?"

—"কেন হয় না, মঁসিয়ে?"

—"দেশের প্রজারা অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। খানিকটা ডাড্‌লি আর তাঁর সঙ্গীদের প্ররোচনায়, বাকীটুকু ভূতপূর্ব্ব রাণী জেনের জন্য। এটা অবশ্য স্বাভাবিকও বটে, কারণ সিংহাসনের কোনো উত্তরাধিকারী, তা' সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, যতক্ষণ তিনি বেঁচে থাকবেন, সমগ্র বৃটেনে ততদিন বিদ্রোহের অবসান হবে না সম্রাজ্ঞী। তাই আমি ইতঃপূর্ব্বেই তাঁর মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ দিয়েছি!"

একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিলেন রেণার্ড।

—"আপনি?"

সিংহাসন চেপে ধ'রে মেরী উঠে দাঁড়ালেন।

নতজানু হয়ে ম'সিয়ে রেণার্ড বললেন—"হ্যাঁ, সম্রাজ্ঞী। আমিই আদেশ দিয়েছি, আপনার কল্যাণ-কামনায়।"

—"স্পেনের একজন সামান্য রাজ-দূতের এত স্পর্দ্ধা? যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, ইংলণ্ডের কোনো প্রজার ক্ষতি করতে —তাকে মৃত্যু-দণ্ড দিতে কি সে পারে?" অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন সম্রাজ্ঞী মেরী।

নির্ভীক রেণার্ড একটু হাসলেন। পরে অতি শান্ত-কণ্ঠে বললেন—"ভুল বুঝবেন না সম্রাজ্ঞী। ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ প্রজার আমি মঙ্গল করেছি। তার জন্য একটা বিষাক্ত কণ্টককে যদি সমূলে উৎপাটিত ক'রে থাকি, তাতে কী এমন অপরাধ করেছি ঠিক বুঝতে পারছি না। তা' ছাড়া, সবার উপরে মঙ্গল করেছি, মহারাণী মেরীর।"

—"না না না, কখনই না। জেন্‌কে আমি মুক্তি দেব।"

সম্রাজ্ঞী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

অদূরে গির্জ্জার ঘড়িতে তখন ঢং-ঢং ক'রে সকাল সাতটা বেজে উঠল।

—"কিন্তু তা' আর হয় না মহারাণী।"

—"হয় না? বৃটেনের সম্রাজ্ঞীর আদেশেও হয় না?"

—"না। অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। একটু আগেই বেজে গেছে সকাল সাতটার ঘণ্টা। কুয়াসাও ধীরে ধীরে কমে' এসেছে। পূবের আকাশ রাঙিয়ে ওই সূর্য্য উঠছে—ফিকে লাল রঙের সূর্য্য। তার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই টাওয়ারের কাঁকর-বিছান মাটিতে জেনের

ছিন্ন-মুণ্ড লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও তো ছিল না। বৃটেনের মঙ্গলের জন্য, মঙ্গলের জন্য মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর, আমি এই ব্যবস্থা করেছি !"

মেরী এর উত্তর খুঁজে পেলেন না। শুধু নীরবে একবার চোখ মুছলেন। পরে পায়চারী করতে লাগলেন তিনি। থেকে থেকে একটা তীব্র অপমানিত আক্রোশ তাঁর বুকের মধ্যে জেগে উঠছিল।

সভাস্থ সকলেই নীরব, নিস্তব্ধ। সম্রাজ্ঞীর মুখের পানে তাকাবার মতো সাহস তখন অনেকেই হারিয়ে ফেলেছেন। জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছেন অনেকে। মঁসিয়ে রেণার্ডও বেশ একটু দুর্ব্বলতা অনুভব করছেন। তবে সম্রাজ্ঞীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে তাঁকেই।

এমনিভাবে কয়েকমুহূর্ত্ত কেটে গেল।

নিজেকে অতি শান্ত ও সংযত ক'রে সম্রাজ্ঞী হঠাৎ গম্ভীর-কণ্ঠে বললেন—"কিন্তু মঁসিয়ে, আপনার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আমি আপনাকে পদচ্যুত করলাম।"

—"বেশ, আমি স্পেনে ফিরে যাব। স্পেন ইংলণ্ডের রাজ-সভায় আবার নূতন রাজ-দূত পাঠিয়ে দেবে আশা করি।"

এর পর মঁসিয়ে রেণার্ড ঈষৎ হেসে বললেন—"কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার একটা নিবেদন আছে, সম্রাজ্ঞী। আপনার আদেশ পেলে তা' বলতে পারি।"

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সম্রাজ্ঞী বললেন—"কি বলুন।"

—"আমি স্পেনের রাজ-দূত হিসেবেই সম্রাজ্ঞীকে জানাচ্ছি, আহ্বান করছি স্পেনের রাজরাণী হতে।"

—"অর্থাৎ···?"

—"বিবাহ-সূত্রে।"

মেরী এবার ক্রূর হাসি হেসে বললেন—"আপনাকে ধন্যবাদ! কিন্তু মঁসিয়ে রেণার্ড যে অপরাধ ক'রে গেলেন, তার শাস্তি বহু বর্ষ ধ'রে স্পেনকে ভোগ করতে হবে। ইংলণ্ডের সঙ্গে তার মৈত্রী একেবারেই অসম্ভব।"

—"উত্তম। কিন্তু আমার মনে হয়, মহারাণীকে এর জন্য পরে অনুশোচনা করতে হবে।"

মঁসিয়ে রেণার্ড অভিবাদন ক'রে বেরিয়ে গেলেন। যেন বিরাট যুদ্ধের শেষে শান্তির যবনিকা নেমে এল। অবিশ্রান্ত লড়াইয়ের পর গৃহাভিমুখী সৈন্যের মতো মঁসিয়ে রেণার্ডের মন আজ নিশ্চিন্ত। তবে বিজয়ের গৌরব তাতে নেই, আনন্দও নেই তাতে,—পরিবর্ত্তে একটা পরাজিত সৈন্যের মতো তিনি আজ শ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত ও ক্লান্ত।

—সমাপ্ত—